৭৩ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ১৯ অক্টোবর, ২০২০
২ কার্তিক - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। পূজা সংখ্যা
website : www.eswastika.com

দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

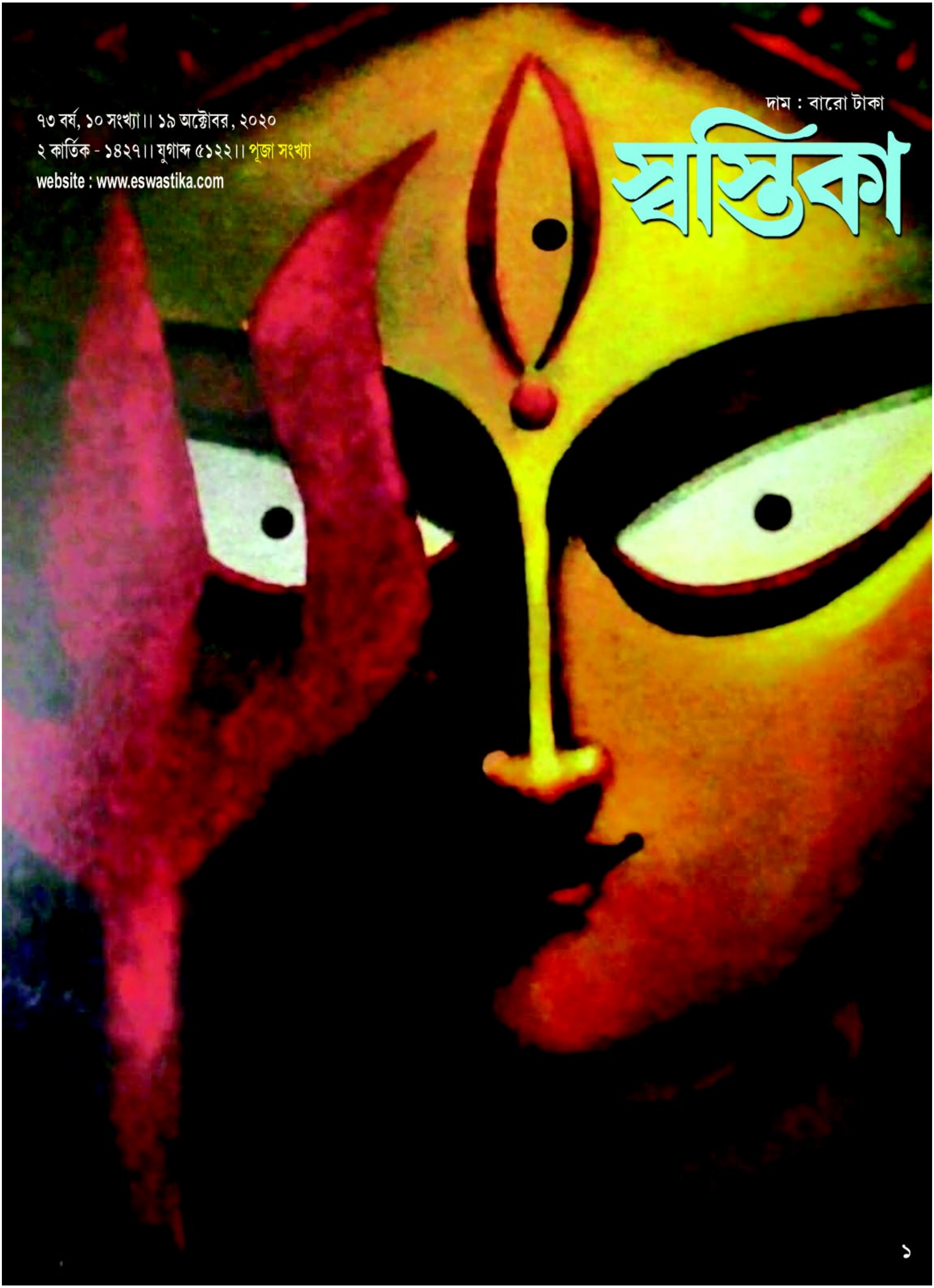

A TRADITION OF
INNOVATION
AVON
41 cm(16")
Suspension
Double wall alloy
26x3.00 Nylon Tyres
PU Cushion
with QR
Front & Rear Disc
with Alloy Levers
6 Speed, Shimano
Derailleur with
Rapid Fire Shifter
AVON
cyclux
RIDE THE FUTURE
GAMER
e-world of AVON
Follow us
AVON CYCLES LTD., G.T.Road, Ludhiana - 141003 (India) Ph.: 0161-4684800(100 Lines)
E-mail: avon@avoncycles.com | www.avoncycles.com | CIN: U35921PB1951PLC001699

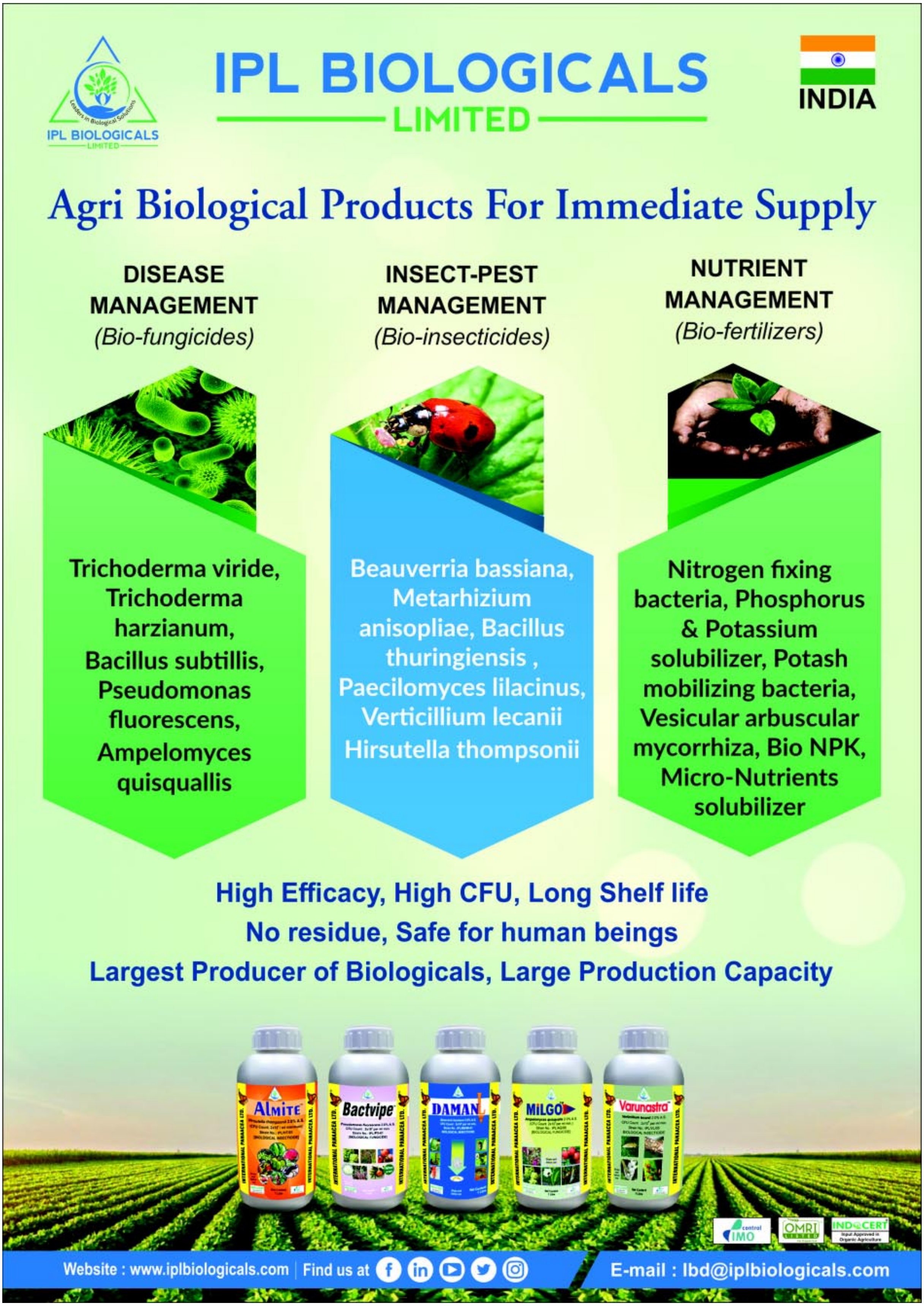
IPL BIOLOGICALS
LIMITED
INDIA
Agri Biological Products For Immediate Supply
DISEASE MANAGEMENT
(Bio-fungicides)
INSECT-PEST MANAGEMENT
(Bio-insecticides)
NUTRIENT MANAGEMENT
(Bio-fertilizers)
Trichoderma viride, Trichoderma harzianum, Bacillus subtillis, Pseudomonas fluorescens, Ampelomyces quisquallis
Beauverria bassiana, Metarhizium anisopliae, Bacillus thuringiensis , Paecilomyces lilacinus, Verticillium lecanii Hirsutella thompsonii
Nitrogen fixing bacteria, Phosphorus & Potassium solubilizer, Potash mobilizing bacteria, Vesicular arbuscular mycorrhiza, Bio NPK, Micro-Nutrients solubilizer
High Efficacy, High CFU, Long Shelf life
No residue, Safe for human beings
Largest Producer of Biologicals, Large Production Capacity
Almite
Bactvipe
DAMAN
MILGO
Varunastra
IMO
OMRI
INDOCERT
Website : www.iplbiologicals.com | Find us at
E-mail : lbd@iplbiologicals.com

HONDA
The Power of Dreams
सच कर देंगे सपने
SP125
ACTIVA 6G
Honda is HONDA
Todi Honda
Showroom :
225C, A.J.C. Bose Road,
Minto Park, Kolkata - 700 020
Tel. : 22809028
e : todihonda@gmail.com
Service Centre :
1, Bijoy Bose Road, Bhowanipur
Kolkata - 700 025
Tel : 24549028, 9831447711
Parts : 9007035188
e : todihondaservice@gmail.com
service@todihonda.com
www.todihonda.com, Customer Care : 9007035186

HAPPY DURGA PUJA
Mala®
COTTON SAREES
SHREE BALAJI (MALA) TEXTILES PVT. LTD.
65, Sir Hariram Goenka Street, Bangur Arcade, Ground Floor, Kolkata 700 007
Phone. (033) 2274 8198, Mobile: +91 98301 35800 / 98301 57600
Email: mala_sarees@yahoo.com Web: www.malasarees.com
SAVYA
Manufacturing of Fancy Kurtis & Suits
A Unit of “MALA SAREE”

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

পূজা সংখ্যা

৭৩ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ২ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১৯ অক্টোবর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

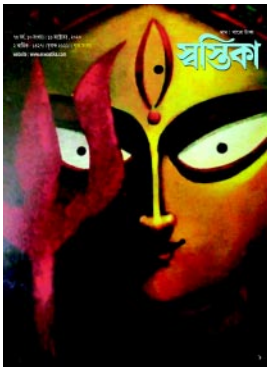

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

প্রচ্ছদ : অনিন্দ্য বাগ

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

উপনিষদের আলোকে মহাশক্তি □ স্বামী ত্যাগিবরানন্দ □ ৭

অস্ত্ররূপেণ সংস্থিতা □ চন্দ্রিকা বল □ ৯

দুর্গাপূজায় স্ত্রী-শক্তির আরাধনা □ নীলাঞ্জনা রায় □ ১১

বাঙ্গালির মা দুর্গা □ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৩

মাতৃশক্তির আরাধনাই মা দুর্গার আরাধনা

□ সুতপা বসাক ভড় □ ১৪

নারীর হাতে অস্ত্র চাই □ স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী □ ১৬

নারীকে প্রয়োজনে মা দুর্গা ও কালীর মতো হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে □ নিবেদিতা গুপ্ত সাহা □ ১৯

মহিলাদের ক্ষমতায়ন ব্যতীত আত্মনির্ভর ভারত সম্ভব নয়

□ পারুল সিংহ মণ্ডল □ ২১

প্রয়োজনে মেয়েদের মা দুর্গার ভূমিকা পালন করতে হবে

□ সন্তোষী রায় সরকার □ ২৩

নারীর প্রতি একশ্রেণীর পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন □ সেজুতি রায় □ ২৪

পুনর্জাগরণের অস্ত্রশস্ত্র □ আবীরা গঙ্গোপাধ্যায় □ ২৬

অস্ত্র ধরো মেয়ে, অস্ত্র ধরো □ মিতালি মুখোপাধ্যায় □ ২৮

যদি একটা অস্ত্র থাকত □ সোমা হালদার □ ৩১

দেবী দুর্গার আরাধনা প্রকৃতপক্ষে নারী শক্তির স্বীকৃতি

□ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৩

দেবীমাতৃকার রূপকল্পে কদর্যতা অর্পণ

□ দেবযানী ভট্টাচার্য □ ৩৬

মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা □ রামানুজ গোস্বামী □ ৪০

উপনিষদের আলোকে মহাশক্তি

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ

'উপ'-'নি' পূর্বক সদ্ ধাতুর ক্বিপ্ প্রত্যয় করলে হয় উপনিষদ্। 'উপ' মানে সমীপে, অর্থাৎ ব্রহ্মসমীপে অবিদ্যারূপী জীবাত্মার অবস্থান। এই অবস্থানের ফলে অবিদ্যার কার্যক্ষমতা নষ্ট হয় বলেই তার নাম উপনিষদ্। অন্যার্থে, যা নিশ্চয়রূপে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান তার নাম উপনিষদ। উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত। বেদের অন্ত যাহা অর্থাৎ সারবস্তু যেখানে আছে তার নাম উপনিষদ্ বা বেদান্ত। 'বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্'— (বেদান্তসার)। শিবাবতার শঙ্করাচার্য উপনিষদকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলেছেন— 'সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ-শব্দ-বাচ্যা'। — এই ব্রহ্মবিদ্যাকেই প্রাচীন ঋষিগণ সকল বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা বলেছেন। তাই, উপনিষদের নয়নেই মহাশক্তিরূপী দুর্গার স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা।

শ্বেতশ্বতর উপনিষদের (১।৩) ঋষিরা জীবাত্মাকে জগৎকরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন না, তার কারণ জীবাত্মা নিজেই কর্মাধীন। সুতরাং, তিনি জগতের কর্তা হতে পারেন না। সেই সকল ঋষিরা ধ্যানযোগে অনুভব করে মূল সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছিলেন যে, জগতের মূলকারণ হলো মহাশক্তি। ওই উপনিষদে তার নাম দেবাত্মশক্তি। 'তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ম্।' কিন্তু ওই দেবাত্মশক্তিকে আমরা দেখতে পাই না কেন? তার কারণ, ঋষিরা বলেছেন যে, ওই শক্তি নিজ নিজ গুণ (স্বত্তঃ, রজঃ ও তমঃ) দ্বারা আবৃত। ঋষিরা সেই মায়াকে কারণরূপে দর্শন করেছিলেন বলেই তাঁদের কাছে 'মায়া' 'প্রকৃতি' এবং 'মায়ী' 'মহেশ্বর', — 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্'। (৪।১০)। শঙ্করাচার্যের মতে, মায়াযুক্ত ব্রহ্মই সৃষ্টিকার্য্য করেন,— 'অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতন' (৪।৯)। মায়া উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম এক হয়েও স্বীয় পরাশক্তি দ্বারা শাসন করেন অর্থাৎ নিয়মিতভাবে জগৎ চালান। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (৪।১) আরও বলা হয়েছে— 'যে একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি। বি চৈতি চান্তে বিশ্বামাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।'— যিনি অদ্বিতীয় পরমাত্মা, জাত্যাদিহীন বিবিধ মায়াশক্তির সম্বন্ধবশতঃ কোনো প্রয়োজনের অপেক্ষা না করে এই বিশ্ব ধারণ করেন, পালন করেন এবং প্রলয়ের সময় সংহার করেন, সেই পরমাত্মা আমাদিগকে ব্রহ্মবিষয়িনী মতি প্রদান করেন। 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ' (ঐ, ৪।৩)। অর্থাৎ, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমি বৃদ্ধ হয়ে দণ্ডের সাহায্যে গমন করে থাক এবং তুমিই জাত হয়েও নানারূপ ধারণ কর।

কেনোপনিষদ ও দেবী-ভাগবতে মহাশক্তি মহামায়া 'হৈমবতী-উমা' উপখ্যানের কথা আমরা জানি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে উপনিষদেই একমাত্র অদ্বৈত জ্ঞানের (একাত্মজ্ঞানের) সঙ্গে সঙ্গে নানা দেবদেবীর পূর্ণ ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। পুরাণে ওই সকল নির্দেশ তত পরিস্ফুট না হওয়ার জন্যই সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি। উপাসককে নিজ উপাস্য দেবতা বা দেবীতে দৃঢ়নিষ্ঠ করাই মূল লক্ষ্য। উপনিষদে সেই কথাই বলা হয়,— যেমন নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে বলা হয়েছে— 'যো বৈ নৃসিংহদেবো ভগবান্ যা চ সরস্বতী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।'— যিনি নৃসিংহদেব, তিনিই দেবী সরস্বতী। শ্রীরামতাপনীয় উপনিষদে বলেছেন— 'যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্। যা সরস্বতী যা গৌরী ইত্যাদি।' আবার রূদ্রহৃদয়াপনিষদেও বলা হয়েছে— 'রুদ্রো বিষ্ণুরুমা লক্ষ্মীঃ'— রুদ্রই বিষ্ণু, উমাই লক্ষ্মী ইত্যাদি। দেবী উপনিষদে (অথর্বদেবীয়) বলা হয়েছে— 'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরাং নাশয়তে তমঃ।'— অর্থাৎ, যিনি

বহ্নিরূপা, তপস্যা দ্বারা দীপ্তিমতী, বিরোচন প্রবর্ত্তিনী সর্বপ্রকার কর্মফলবিধানকর্ত্রী, সুখতারণকারিণী অজ্ঞানান্ধকারনাশিনী, সেই দুর্গাদেবীকে আমরা শরণপ্রাপ্ত হইতেছি। যে ব্রহ্মশক্তি ঋষিরা কারণ রূপে দর্শন করেছিলেন, সেই ব্রহ্মশক্তিই ওই তিনের (ভোক্তা— পুরুষ, ভোগ্যং— প্রকৃতি, প্রেরিতা— ঈশ্বর) প্রকৃত স্বরূপ। 'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা। সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।' এই ত্রিবিধই ব্রহ্মশক্তি নামে পরিচিত।

দেবী উপনিষদে ভগবতী দুর্গার স্বরূপ বলা হয়েছে— 'সৈষাহষ্টৌ বসবঃ... কলাকাষ্ঠাদি কালরূপিণী।'— অর্থাৎ, এই দেবীই অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্বদেবগণ, সোমপায়ী ও অসোমপায়ী দেবতাস্বরূপা। ইনিই স্বত্তঃ, রজঃ ও তমঃ গুণস্বরূপিণী। ইনিই প্রজাপতি, ইন্দ্র ও মনুস্বরূপা। ইনিই গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃস্বরূপা এবং কলাকাষ্ঠাদি কালস্বরূপিণী। নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে মহাশক্তির স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে— 'মায়া বা এষা নারসিংহী সর্বমিদং সৃজতি। সর্বমিদং রক্ষতি, সর্বমিদং সংহরতি।'— অর্থাৎ, এই নারসিংহী মায়াই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার করিতেছেন। যে সাধক এই মহাশক্তির উপাসনা উপনিষদে ও ত্রিপুরাতাপনী উপনিষদে বলা হয়েছে— 'একা সা (...সা) আসীৎ প্রমথা'— একমাত্র ত্রিপুরাদেবীই সৃষ্টির প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই বিশ্বমাতা আদ্যাশক্তি। এই দেবীই (ত্রিপুরাসুন্দরী) সকলের আদিভূতা এবং কামাখ্যা নামে খ্যাতা, ইনি তুরীয়া, চৈতন্যস্বরূপিণী এবং তুরীয়েরও অতীতা। শ্রীরামতাপনীয় উপনিষদে রাম ও সীতাকে প্রকৃতি ও পুরুষরূপে বর্ণিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, রামের সান্নিধ্যবশতঃ সীতাকে প্রকৃতি বলে জানবে। সীতাদেবীই সকল প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। তিনি যখন প্রণবের সঙ্গে অভেদপ্রাপ্ত হন, তখন ব্রহ্মবাদীরা তাঁকে প্রকৃতি বলেন। 'প্রণব প্রকৃতিরূপত্বাৎ সা সীতা প্রকৃতিরুচ্যতে'— তিনি মূল প্রকৃতিস্বরূপা এবং প্রণবপ্রকৃতিস্বরূপা।

সুতরাং উপনিষদের দৃষ্টিতে আমরা অবগত হলাম যে জগৎসৃষ্টির মূল কারণ মহাশক্তি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সেই শক্তিকেই 'দেবাত্মশক্তি' ও 'মায়ী' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কৈবল্যোপনিষদে তাকে 'উমাসহায়ং পরমেশ্বরম্' বলা হয়েছে। কোনোপনিষদে 'ব্রহ্মশক্তি' ও বেদে তাকেই 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেই মহাশক্তির চরণতলেই শিশুর মতো নিজেকে মা-মা বলে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন বামাখ্যাপা ও তৈলঙ্গস্বামী থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত সকল সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ।

(সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কৈলাসহর, ত্রিপুরা)

With Best Compliments from :-

RAJKUMAR KARWA

Managing Director

SANAUTO ENGINEERS (INDIA) PVT. LTD.

Manufacturers of

ENGINEERING COMPONENTS

AEROSPACE, OIL & GAS, AUTOMOTIVE

789, Industrial Estate, Sector - 69, Faridabad - 121 004, Haryana

Website : www.sanauto.com E-mail : info@sanauto.com

অস্ত্ররূপেণ সংস্থিতা

চন্দ্রিকা বল

হিন্দু ধর্ম শক্তিমানের ধর্ম। আমাদের শাস্ত্র জুড়ে শক্তিচর্চার জয় জয়কার। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে আমাদের দেব-দেবীরা বার বার অস্ত্র ধরেছেন এবং জয়লাভ করেছেন। স্বর্গরাজ্য জুড়ে যতবার দাপিয়ে বেড়িয়েছে অসুরের দল, ততবার দেবতারা যুদ্ধ করেছেন। দেবী দুর্গার মহিষাসুর মর্দনের কাহিনি বা মা কালীর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ— এর সবটাই সনাতনী ঐতিহ্যের শক্তিচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যেও এই বীরধর্ম পালনের অঙ্গীকার রয়েছে। রামায়ণে যেমন শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধ করেছেন, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নিজে যুদ্ধ করেননি। অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করেছেন ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করতে। শ্রীশ্রী চণ্ডীতেও মেধস মুনি মহারাজা সুরথকে মা চণ্ডীর যুদ্ধের কাহিনি শুনিয়েছেন প্রেরণা দিতে, যাতে মহারাজ নিজের হারানো রাজ্য ফিরে পেতে স্বয়ং উদ্যোগী হন। হিন্দু ধর্ম বীর-বীরাঙ্গনার ধর্ম। প্রকৃত হিন্দুত্বে ভীরুতার কোনো স্থান নেই।

'যা চণ্ডী, মধুকৈটভাদি দৈতদলনী,
যা মাহিষোন্মূলিনী, যা ধূম্রেক্ষণ চণ্ডমুণ্ড মথনী...'।

শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠের এই স্তোত্র শুনে মন প্রাণ আনন্দে ও ভক্তিভাবে আন্দোলিত হয় না এমন বাঙ্গালি বিশ্বে মেলা ভার। মা দুর্গা শুধু অসুরদলনী দেবী রূপে নয়, নিজের কন্যা রূপেও প্রতিটি বাঙ্গালির ঘরে ঘরে বিরাজমান। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বাঙ্গালির হৃদয়ে মা আনন্দময়ী হয়ে আসেন শরৎকালে। যুক্তিবাদী মানুষরা ভগবানকে অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু শক্তিকে অস্বীকার করা কোনো যুক্তিতেই সম্ভব নয়। আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির সংরক্ষণ সূত্র যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সমগ্র বিশ্বে শক্তি ছাড়া কিছুই নেই। বস্তুমাত্রই শক্তির সমবায় বা বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। সকল দৈব শক্তির সমন্বয়ে উৎপন্ন দেবীদুর্গা আত্মপরিচয়ে বলেন—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুনোভা বিভর্মি অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।

অর্থাৎ আমি রুদ্র ও বহুরূপে বিচরণ করি। আমি আদিত্য ও বিশ্বদেব রূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। এগুলো সবই এক একটি শক্তির রূপান্তর।

বঙ্গপ্রদেশের বিশেষ সম্পদ শক্তির উপাসনা। রামপ্রসাদ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সকলেই শক্তির সাধনা করেছেন মাতৃরূপে। এই শক্তির বর্ণনা করা হয়েছে বিভিন্ন স্তোত্রে—

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'

অর্থাৎ দেবী মহাশক্তি সর্বজীবের মধ্যে শক্তিরূপেই বিরাজমান।

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'

অর্থাৎ দেবী সমগ্র বিশ্বের মাতৃ রূপেও বিদ্যমান।

এই মায়ের আরাধনায় মানবজাতির সার্বিক উন্নতি সম্ভব। সার্বিকের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন হলেই সমাজ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। শক্তিরূপিণী মাকে ভোগ করতে চেষ্টা করলে ফল শুভ হয় না। এই ধরনের চিন্তা আসুরিক চিন্তা। আর এই আসুরিক চিন্তা যখন প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন মানবতা পদদলিত হয় ও সমাজে অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। মহাশক্তির সঙ্গে সঠিক আচরণ করলে তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ভারতীয় নারীর আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অপমান, অবমাননা চোখে পড়ে তা এই বিশৃঙ্খল সমাজেরই একটি রূপ। যেখানে নারী চরম লাঞ্ছনার শিকার। হায়দরাবাদের প্রিয়াঙ্কা থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রমীলা বর্মণদের অত্যাচারের আগুনের তাপ মুর্শিদাবাদের মাতৃপ্রতিমার গায়েও লাগে। শহর থেকে গ্রাম, অতি আধুনিকা থেকে গ্রাম্যবধূ, মানসিক প্রতিবন্ধী হোন বা অসুস্থ রোগিণী, বালিকা থেকে বৃদ্ধা কোনো নারী আজ এই লালসা, অত্যাচার, জীবনহানির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ীদের সবার আজ এই সমপরিণতি সামাজিক কোন অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরছে?

ভারতীয় সমাজ তো এমন ছিল না। বরং নারীর সম্মান রক্ষার্থে যুদ্ধযাত্রা ছিল ভারতীয় পুরুষের আদর্শ। রামায়ণের যুদ্ধ হয়েছিল বৈদেহী সীতার উদ্ধার কল্পে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল ভরা সভায় দ্রৌপদীর অপমানের চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিতে। মহিষাসুর বধে দেবতারা ভরসা রেখেছিলেন এক নারীর উপর। সেই নারীই হলেন ব্রহ্ম-স্বরূপিণী দেবীদুর্গা। দশ হাতে দশ অস্ত্রে সজ্জিতা মা দুর্গাকে দেখেও কি আমরা কিছু শিখব না? শুধু জোড় হাতে প্রার্থনা করা, খাওয়া-ঘোরাতেই কি দুর্গাপূজা সীমাবদ্ধ থেকে যাবে?

দুর্গাপুজোয় বাঙ্গালি থিমের ধারণা তৈরি করেছে। এতে সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপা মাতৃমূর্তি দুর্গাপ্রতিমাকে সামাজিক বার্তা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত করা হয়। গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বিশ্বশান্তির বার্তা দেবার জন্য মাতৃমূর্তির হাত থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে হাত খালি করে দেওয়া হচ্ছে। 'অস্ত্রহীন দুর্গা' নামে এক অদ্ভুত অশাস্ত্রীয় রূপকে জনপ্রিয় করার বিশাল অপচেষ্টা করা হচ্ছে। মহিষাসুর বধের জন্য দেবী দুর্গাকে সকল দেবতা বিভিন্ন অস্ত্রে সুসজ্জিত করেন, যাতে দুষ্টের বিনাশ হয়ে শান্তি বিরাজ হয় সর্বত্র। কারণ অন্যায়কে বল প্রয়োগ ছাড়া ধ্বংস করা যায় না। এই বল প্রয়োগের অস্ত্র দিয়েই শান্তি রক্ষা হয়। ফলে মৃন্ময়ীকে অস্ত্রহীন করার অসামাজিক বার্তাই বোধহয় আজ দুষ্কর্মকারীদের মানসিক শক্তি জোগাচ্ছে। সমাজের অসুরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নারী শক্তিকে বারবার হেনস্থার সম্মুখীন করছে। এরই সামাজিক প্রতিফলন কি আজকের নারী নির্যাতনের উদাহরণগুলো? দুষ্টের দমন না হয়ে, দুষ্টের বাড়বাড়ন্ত চারিদিকে। এই পরিস্থিতিতে হওয়া উচিত ছিল ঠিক উলটোটি। অর্থাৎ মা দুর্গার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া নয়, বরং মা দুর্গার অনুপ্রেরণায় সমস্ত মেয়ের হাতে আত্মরক্ষার অস্ত্র তুলে নেওয়া। সঠিক সামাজিক বার্তা তাহলেই দেওয়া যেত।

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনত্যভিধীয়তে'— অর্থাৎ দেবী মহাশক্তি সর্বজীবের মধ্যে চৈতন্যস্বরূপে থাকেন।

অন্তরের যে শক্তি ইন্দ্রিয়কে কাজে প্রবৃত্ত করে সেই শক্তিই হলো চেতনা। এই চেতনার ক্ষয় শক্তির অপব্যবহার ঘটায়। এই অব্যবহারের কারণেই দুর্বৃত্তদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এদের কবল থেকে রক্ষা পেতে তাই আজকের শক্তিরূপা সকল নারীকে আবার অস্ত্রে সুসজ্জিতা হতে হবে। অনেক স্বয়ং শক্তির আধার দেবী দুর্গাকে অসুরনিধনের জন্য যাওয়ার আগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ত্রিদেব ও অন্য দেবগণ তাঁদের অস্ত্রের প্রতিরূপ প্রদান করেন। আজকের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, আমাদের উচিত নারীকে 'অস্ত্র রূপেণ সংস্থিতা' হিসেবে গড়ে তোলা। অনেকে যুক্তি দিতে পারেন যে 'অস্ত্র রূপেণ' কথাটি একটা রূপক। এর অর্থ হলো পৌরাণিক দেবীর মতো একইভাবে প্রতিটি ঘরের দুর্গাকেও আত্মরক্ষার অস্ত্র প্রদান করা।

এবারে প্রশ্ন উঠবে, আজকের দুর্গাদের অস্ত্র তাহলে কী? এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। প্রদত্ত অস্ত্রের প্রথমটি হলো ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ নারীকে আপন শক্তি অনুভব করে সমর্থ হয়ে উঠবে হবে এবং 'আমি নারী, আমিও পারি' এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হতে হবে। এর জন্য নিজেকে মানসিক, শারীরিক ও বৌদ্ধিক — এই ত্রিশূল ধারণ করতে হবে। শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেই জানেন। এই সক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য মানসিক দৃঢ়তা দরকার। কারণ দুষ্টেরা আমাদের চেনা অচেনা যে কেউ হতে পারে। মনে রাখতে হবে, আক্রমণ যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে হতে পারে, সেই বিষয়ে সচেতনতা ও সজাগ থাকার বৌদ্ধিক জ্ঞানও প্রয়োজন। এর সঙ্গে হঠাৎ বিপদের সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিক বুদ্ধি প্রয়োগের সঙ্গে কোনো অস্ত্র যা দুর্বৃত্তদের সাময়িকভাবে কাবু করতে সমর্থ হবে, যেমন 'পেপার স্প্রে', রেপ হুইসেল বা 'স্টান গান' যা আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য আত্মরক্ষার একটি অস্ত্র, কাছে থাকলে ভালো হয়।

একবার ভেবে দেখুন, আপনার ঘরের দুর্গাকে এই সকল অস্ত্রে সুসজ্জিত করে তোলা উচিত কিনা, যাতে সে আসুরিক কুচিন্তার প্রভাব নিরস্ত করে শান্তি বজায় রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা' —অর্থাৎ দেবী মহাশক্তি সর্বজীবের মধ্যে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করছেন। মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হওয়া দরকার।

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা'— প্রতিটি নারী শক্তিরূপিণী দুর্গার অনুকরণে অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে জাগ্রত হোক। বিপদে পড়ে কান্নাকাটি করা আমাদের ধর্মের শিক্ষা নয়। অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত হবার পরে মোমবাতি মিছিল, প্রতিবাদ সভা, মৌন সমাবেশ ইত্যাদিও খুব একটা লাভজনক নয়। সনাতন ধর্ম শেখায় স্বয়ংসম্পূর্ণা হতে। সমাজে ঘটে চলা অন্যায় বিষয়ে সচেতন হও, রাস্তা-ঘাটে আসন্ন বিপদের প্রস্তুতি নাও এবং বিপন্নবোধ করলে প্রাণপণ যুদ্ধ করো, মরণ-কামড় দাও। বিপদকে ভয় নয়, বিপদকে জয় করার শিক্ষাই মা দুর্গার প্রকৃত ভক্তের পরিচয়। এই সৎ সাহস আমাদের মেয়েদের অন্তরে অন্তরে জাগরিত হোক। তবেই আমাদের দুর্গা পূজা সার্থক। ■

With Best Compliments from :-

AURO MECHANICALS

An ISO 9001 : 2000 Certified Firm

Mfrs. & Expoters of Hardware Nuts & Bolts, Hi-Tensile Fasteners

Auto Parts, Sheet Metal Components

B-20, Bhagwan Mahavir Industrial Complex, Backside Focal Point Sheds

Ludhiana - 141010

Tel. 0161-4610141

M.: 9814000141

দুর্গাপূজায় স্ত্রী-শক্তির আরাধনা

নীলাঞ্জনা রায়

ভারতীয় মানসিকতার সহজাত অনুভব অনুসারে 'মাতৃআরাধনা' শব্দবন্ধটি মনে জাগায় সম্ভ্রম বোধ। 'জননী' সর্বত্র পূজনীয়া, সম্মাননীয়া— ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতির বাতাবরণে লালিত শিশু থেকে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি এই অনুভব দিয়েই নারীজাতিকে চিনতে শিখেছে। ভারতীয় দর্শন অনুসারে মাতৃশক্তির সামগ্রিক বিকাশ 'মহাপ্রকৃতি'। এই দার্শনিক ও সামাজিক চেতনার প্রতিফলনই হলো ভারতের জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজায়।

যদিও বাঙ্গালির লৌকিক চিন্তনে দেবী দুর্গা তাঁর পুত্র কন্যা-সহ উমা রূপে পিত্রালয় আসেন বছরে চারটি দিনের জন্য। বঙ্গদেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হয় তাঁর আগমনী গানে।

আবার এই বঙ্গদেশেই মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা কবিকঙ্কন চণ্ডীতে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে দশভুজা চণ্ডিকার মহিষাসুরমর্দিনী রূপ বর্ণিত হয়েছে।

আমরা জানি মার্কণ্ডেয় পুরাণে 'দেবীমাহাত্ম্য' অংশে যে পৌরাণিক কাহিনির বিবরণ আছে, সেখানে দেবীর সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনীরূপ অশুভ শক্তির বিনাশকারী, শুভ ও দৈবশক্তির দ্যোতক। শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের শরীর বিনির্গত শক্তির সমন্বয়ে আবির্ভূতা হলেন মহাদেবী চণ্ডিকা, তিনি মহিষ নামক অসুরকে নিধন করে দেবতাদের রক্ষা করলেন।

ভারতবর্ষের এই শক্তিপূজার প্রচলন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বলা যেতে পারে। কারণ সিন্ধু সভ্যতা বা তারও পূর্বে মেহরগড়ের সভ্যতায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে দুর্গার অনুরূপ দেবীমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে।

ধন, শস্য, সুখলাভ এবং দুঃখ ও শত্রু নাশের কামনায় মানুষ মা দুর্গাকে চণ্ডিকা বা মহিষাসুরমর্দিনী রূপে পূজা করে আসছে। আনুমানিক একাদশ শতকে কালিকাপুরাণে মহিষাসুরমর্দিনীর পূজনীয়া রূপের বর্ণনা কল্পনার সঙ্গে মিলে যায়।

দুর্গাপূজা কেবলমাত্র একটি সামাজিক উৎসব নয়, এ হলো মহৎ সংকল্প সিদ্ধি হেতু এক মহাযজ্ঞ। তাই এই পূজার উপকরণ ও আয়োজনও বিরাট।

দুর্গাপূজার একটি প্রারম্ভিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ নবপত্রিকা স্থাপন। দেবী এখানে শাক, শস্য, বনস্পতির প্রতিমূর্তি 'শাকম্ভরী'। নবপত্রিকা আক্ষরিক অর্থে নয়টি উদ্ভিদের সমষ্টি। একটি কলাগাছকে এই উদ্ভিদগুলি-সহ লালপাড় শাড়িতে নববধূ কল্পনায় মাতৃমূর্তির ডানদিকে স্থাপন করা হয়।

দুর্গাপূজার একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ 'নবঘট'— নয়টি দেবী শক্তির প্রতীক— উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা ও রুদ্রচণ্ডী।

হিন্দু ভারতবর্ষে একটি কুমারী কন্যাকে মাতৃরূপে প্রত্যক্ষ করেই কন্যাটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করা হয়। ভারতের এই চিরাচরিত ভাবনারও প্রকাশ দেখা যাচ্ছে শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখযোগ্য অঙ্গ 'কুমারী পূজায়'। মহাষ্টমীতে মাতৃশক্তির প্রতিভূ রূপে এক কুমারী বালিকাকে পূজার প্রথা চলে আসছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে দেবী চণ্ডিকা একটি কুমারী কন্যা রূপেই প্রথম দেবতাদের সামনে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

মা দুর্গার প্রতিমা কল্পনায় দুর্গার বাঁদিকে বিদ্যার দেবী সরস্বতী ও দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। ডানদিকে অবস্থান করছেন ধনদেবী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ। সাবেকি দুর্গাপ্রতিমা মণ্ডলীর পিছনে সর্বদা একটি চালচিত্র থাকে। বর্তমানে, বিশেষ করে বারোয়ারি পূজাগুলিতে অনেক নতুন ভাবনা আসছে যাকে আজ 'থিম' বলা হচ্ছে। তবে মূর্তি পরিকল্পনা যেমনই হোক, একটি বিষয় প্রকাশিত হয় যে মা বরাভয়দাত্রী, অসুরবিনাশিনী এবং একটি পরিবার সমভিব্যাহারে তাঁর আগমন।

ভারতবর্ষের বাইরে বিশ্বের নানা স্থানে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবের কথা সুবিদিত। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে সেইসব স্থানের পৌরাণিক উপাখ্যানে শক্তিরূপিণী মাতৃদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন মধ্য এশিয়ার 'ননা' ও গ্রিসের দেবী 'অ্যাথিনা' উল্লেখযোগ্য। মধ্য এশিয়াতে বিশেষভাবে বৌদ্ধপ্রভাব থাকলেও শক্তি আরাধনার প্রমাণস্বরূপ দেবী মহিষাসুরমর্দিনী ও দেব সেনাপতি কার্তিকেয়র উপস্থিতির প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে।

মধ্য এশিয়ার তাজাকিস্থানের নিকটবর্তী পেনজিকেন্ট নামক স্থানে ১৯৪৬ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাচীন নগর, দুর্গ , মন্দির ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এখানেই একটি মন্দিরগাত্রের চিত্রে এবং শহরের ধ্বংসাবশেষের অন্য অংশে কাষ্ঠ ফলকে উৎকীর্ণ চার হাত বিশিষ্টা নারী মূর্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, যিনি সিংহের ওপর বসে আছেন। এই দেবীমূর্তি 'ননা' নামে মধ্য এশিয়াতে পরিচিত ছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী গ্রিসের রণদেবী এবং অশুভ থেকে শুভকে রক্ষাকর্ত্রী দেবী 'অ্যাথিনা' দেবাসুরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান তুর্কিস্থানের অন্তর্গত পার্গামনে একটি বেদীগাত্রের ভাস্কর্য দেখা যায় অ্যাথিনার সঙ্গে যুদ্ধরত এক দানব যাকে অ্যাথিনা বর্শা দিয়ে আঘাত করছেন, দেবীর সঙ্গী সিংহ দানবকে দণ্ড ও নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করছে।

শক্তি আরাধনার প্রাধান্য জীবনের সর্বত্র। সীতাহরণকারী রাক্ষসরাজ রাবণ সংহারে জয়যুক্ত হবার প্রার্থনা নিয়ে উত্তর ভারতের অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করলেন। যা অকালবোধন নামে পরিচিতি পেল এবং ক্রমে পূর্বভারত তথা বঙ্গদেশে একটি সার্বজনীন উৎসবের রূপ নিল। তাই মনে হয় ভারতীয় দর্শন ও ভক্তিসাধনা কোনো সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ হতে পারে না, সর্বব্যাপী তার বিস্তার। আসমুদ্র হিমাচলের সকল ভারতবাসীর মনে একই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে ভক্তির নিরন্তর বহমানতা। শ্রীরামচন্দ্রও সেই বিশ্বাস ও ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন।

ভারতীয় দর্শনের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে হলে এবং ভারতীয় অধ্যাত্মকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে, ভারতীয় দেব-দেবী মাহাত্ম্যের উৎস, প্রতিমারূপের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ইত্যাদি নিয়ে চিন্তন, মননের প্রয়োজন আছে। ব্যবহারিক জীবনেও 'মা'য়ের প্রভাব সর্বব্যাপী। তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে বিভেদ মিটিয়ে সমন্বয় সাধন করেন। 'মা'য়ের সান্নিধ্যে সন্তান শান্তি পায়, পায় মানসিক শক্তি। পূজার ক'দিন দেবী দুর্গার আগমনও সাময়িক হলেও সমাজের বিভেদ মিটিয়ে সকলকে তাঁর কল্যাণময়ী ছত্রছায়ায় নিয়ে আসেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আমরা দেখেছি বিপ্লবীরা মা-দুর্গার স্মরণ, মনন ও পূজা করে দেশমাতৃকার রক্ষাকল্পে নিজেদের উৎসর্গ করতেন। বলা যেতে পারে শারদীয়া শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা নানা ভাবনায়, পদ্ধতিতে, উপাচারে সামগ্রিক মাতৃশক্তির জাগরণকেই সূচিত করে।

দেবী দুর্গা অতি জাগতিক ভারসাম্য রক্ষাকল্পে অবস্থান করছেন। তিনিই শক্তিরূপিণী। শাক্তমতে তিনিই দেবাদিদেব মহাদেবেরও শক্তিপ্রদায়িনী। ব্যবহারিক জগতেও সংসারে মাতৃজাতিই কোমলতা, দৃঢ়তা, আত্মিক শক্তি, ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে সহজাত ভাবে ভালোমন্দের ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছেন। তিনিই সৃষ্টির উৎস। তাই মা দুর্গার তেজোদ্দীপ্ত আলোকোজ্জ্বল দেবীত্বের মাঝে চিরন্তন নারী শক্তিকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে মহাপূজার সমর্পণ সার্থক হবে। ∎

With best compliments from: -

PIONEER PAPER CO.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

বাঙ্গালির মা দুর্গা

গৌরী বন্দোপাধ্যায়

মাতৃসাধক বাঙ্গালি দেবী দুর্গাকে মা দুর্গা রূপেই ভালোবাসে। বঙ্গদেশে মা দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী রূপে পূজিতা হলেও তার সঙ্গে থাকে তাঁর দুই কন্যা, দুই পুত্র ও মাথার ওপরে বিরাজ করেন শিব। কৈলাস ছেড়ে এভাবেই আমরা মা দুর্গাকে পিতৃগৃহে আবাহন করি। এখানে মায়ের বাহন সিংহ। আমরা ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত মায়ের সেরূপেই পূজা করি। পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গায় ব্যাঘ্রবাহিনী শেরাওয়ালি বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গার পূজা হয়। দেবীপক্ষের প্রথম ন'দিন ধরে সেখানে লোকে নবরাত্রির ব্রত করে। দেবীর সঙ্গে কোনও সন্তান সেখানে আসে না। বঙ্গ সংলগ্ন রাজ্য বিহারে দুর্গাদেবী পূজিতা হন ভারতমাতা রূপে। মন্দিরগুলি বাদ দিলে প্রায় সমস্ত বারোয়ারি পূজাই হয় ভারতমাতার। বঙ্গদেশের দুর্গাপূজা ব্যতিক্রমী। মৃত্যু আসন্ন বুঝে মহিষাসুর দুর্গার কাছে প্রার্থনা করেছিল মর্ত্যে যেন দেবী দুর্গার সঙ্গে তাঁকেও রাখা হয়। দুষ্টের দমন করলেও মায়ের করুণা থেকে তিনি মহিষাসুরকে বঞ্চিত করেননি। তারই প্রকাশ বঙ্গদেশের দুর্গাপ্রতিমা, যেখানে তিনি সপরিবারে এলেও মহিষাসুরকে ত্যাগ করতে পারেননি। পদতলে স্থান দিয়েছেন।

আমাদের পূজার মন্ত্র 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমোঃ'। তিনি সমস্ত প্রাণীতে মাতৃরূপে বিরাজ করছেন। হিংস্র বাঘ-সিংহ, অতিকায় তিমি মাছ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ অথবা চলচ্ছক্তিহীন গাছপালা সর্বত্র তাঁর প্রকাশ ঘটে মাতৃরূপে। সেই মাতৃরূপে অবস্থিতা পরমাশক্তির আরাধনাই যে দুর্গাপূজার মূল সুর তা বেঁধে দেওয়া হয় মহালয়ার প্রত্যুষকালে দেবী বন্দনার মধ্য দিয়ে। সেই বন্দনায় দেবী আরও বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রাণীকুলের মধ্যে বিরাজ করেন তারও উল্লেখ করা হয়। তিনি সবার মধ্যে বুদ্ধি রূপে আছেন, আছেন বিদ্যা-মেধারূপে। সকল প্রাণীর মধ্যকার তৃষ্ণাভাব বা অসম্পূর্ণ অভিলাষরূপে তিনিই প্রকাশমানা। আমাদের মধ্যে লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদির অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েও তিনি বিরাজ করছেন। তিনি প্রাণীদের মধ্যে ভ্রান্তিরূপে অর্থাৎ সংশয় ও মোহরূপে রয়েছেন। তিনিই সম্পদ ও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীরূপিণী। আমাদের সবার মধ্যে কান্তি, বৃত্তি, ধৃতি রূপে তিনিই বিরাজিতা। তাঁরই কৃপায় প্রাণীদের মধ্যে দয়ার প্রকাশ হয়। তিনি পুষ্টিরূপে সকল প্রাণীর শোষণ করেন। এ সকল অভিব্যক্তি তাঁর প্রধান ভাব— মাতৃভাবের অঙ্গ মাত্র। মহালয়ার প্রাক্কালে সেই মাতৃভাবে অবস্থিতা দেবী দুর্গাকে প্রণাম জানাতে দেবীপক্ষের আবাহন করা হয়। বঙ্গদেশে প্রচলিত রামায়ণ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধে সাফল্য পাবার জন্য শরৎকালে অকালে দুর্গাদেবীর বোধন করেছিলেন আশ্বিন মাসের শুক্লা নবমীতে দেবীর পূজা করে। বরপ্রাপ্ত হয়ে নবমীর দিন তিনি রাবণ বধ করতে সক্ষম হন। পশ্চিম ভারতে, নেপালে দশেরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। কিন্তু ভারতের আর কোথাও এত জাঁকজমকের সঙ্গে দেবী দুর্গা পূজিতা হন না। সকল বঙ্গবাসীর সক্রিয় সহযোগে অনুষ্ঠিত এই উৎসবকে কলিযুগের অশ্বমেধ যজ্ঞ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়। দেবীর আবাহন, পূজা ও বিসর্জন— সবই হয় ঘটে। ঘটকে পুরোভাগে রেখে পুত্র-কন্যা-সহ মহিষাসুরমর্দিনীর চিরপরিচিত মূর্তিপূজার সময় সকলকে মুগ্ধ করে রাখে। মণ্ডপের ভেতরে যেমন থাকেন সপরিবারে দেবী দুর্গা তেমনই মণ্ডপের বাইরের সজ্জাও কম আকর্ষক হয় না। মণ্ডপসজ্জা হয় নানা বিষয় ভিত্তিক। এক একটা বিষয় বা থিমকে আশ্রয় করে শিল্পী নিজের ভাবকে প্রকাশ করে। সেই থিমকে শিল্পসম্মত ভাবে দর্শকদের কাছে তুলে ধরা, আলোকসজ্জা ইত্যাদির কাজে বহুলোক নিযুক্ত হয়ে উপার্জনের পথ খুঁজে পায়। আমাদের দুর্গাপূজা দেখে এক বিদেশি যথাযথ মন্তব্য করেছিলেন কলকাতার দুর্গাপূজা সারা পৃথিবীতে greartest show of open air art। তাঁর বিস্ময়ও সীমা ছাড়িয়েছিল যখন তিনি জেনেছিলেন এত বিশাল ব্যবস্থা শুধুমাত্র কয়েকদিনের জন্য এবং বিসর্জনের মধ্যেই সবের সমাপ্তি হয়। এ এক অপূর্ব মানসিকতা। ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা এক নির্লিপ্ত মন। বাহ্য আড়ম্বর শেষ হলে দেবীকে হৃদয়ে স্থাপিত করে তাঁর ঘট ও মূর্তির বিসর্জন দেওয়া হয়।

দুর্গাপূজা সফল করে তুলতে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন ভাবে নিজেদের যুক্ত করেন। দেবীর জরির সাজ, শোলার সাজ, কেশদাম তৈরির কারিগরেরা প্রধানত অহিন্দু। মণ্ডপসজ্জা ও আলোকসজ্জার কারিগরেরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হন। সত্যই বঙ্গপ্রদেশের এই উৎসব কলির অশ্বমেধ যজ্ঞস্বরূপ। দর্শকের স্রোতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম— সব একাকার হয়ে মিশে যায়। একঘেয়ে জীবনের দিনাতিপাত থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে কয়েকটা দিন কিছু আনন্দের রসদ পায়।

হে মা দুর্গা, হে জগন্মাতা, তোমার সন্তানদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা কর– 'সর্বতো পাহি মে নিত্য দুর্গাদেবী নমোহস্তুতে'। আমাদের ভিতরের অসুরকে পরাস্ত করে চিত্তকে অসুরমুক্ত করে নিজের অসুরনাশিনী রূপকে প্রতিষ্ঠিত কর। ■

মাতৃশক্তির আরাধনাই মা দুর্গার আরাধনা

সুতপা বসাক ভড়

মৃন্ময়ী মাকে আমরা চিন্ময়ীরূপে আরাধনা করতে ভালোবাসি। দেবী দুর্গা আমাদের কাছে কেবলমাত্র স্বর্গের দেবীমাত্র নন, তাঁকে আমরা মাতারূপে, কন্যারূপে বরণ করেছি। আমাদের দেশে দেবতাদের মতো পতি কামনায় মেয়েরা ব্রত-পার্বণ করে থাকেন। অনেক সন্ন্যাসিনীও দামোদরকে স্বামীরূপে আরাধনা করেন। শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে পূজা করেছেন সাধিকা মীরাবাঈ। কিন্তু এই সংসারে দেবীরা কেবলমাত্র মা ও কন্যারূপে পূজিতা। শারদীয়া দুর্গাপূজা মা দুর্গার শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসার মাধ্যমে চিরন্তন কন্যার পিতৃগৃহে আসার কথাই মনে করিয়ে দেয়। মাতা যেন তার মার হৃদয়ের আকুলতা এবং পিতা হিমালয়ের বাৎসল্য প্রেম চিরন্তন মাতা-পিতার অপত্যস্নেহের নিদর্শন। আবার কুমারী পূজার ব্যাপক প্রচলনও আছে আমাদের দেশে। দেবী তখন কুমারীরূপে পূজিতা হন। এই তো মাতৃশক্তি আরাধনার অপূর্ব নিদর্শন, যা আমাদের দেশের পরম্পরা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক।

কঠোর সত্য হলো, প্রায় সাতবছর আগে দিল্লির 'নির্ভয়া' কাণ্ডের পর যেভাবে সমগ্র দেশে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ও দোষীদের শাস্তি দেবার দাবি উঠেছিল, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জনগণ যেভাবে পথে নেমে এসেছিল, তাতে মনে হয়েছিল যে এই ধরনের ঘটনা ঘটা এবার বন্ধ হবে। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আগেও বলাৎকারের মতো ঘটনা ঘটেছিল এবং আজও এই ধরনের সংবাদ আমরা প্রতিনিয়ত পড়ছি ও শুনছি। আজও উন্নাও, হায়দরাবাদ, রাঁচী, বক্সার, মুজফফরপুর, হাথরসের মতো ঘটনা অপরাধীদের নিষ্ঠুরতার ও ক্রূরতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমসিআরবি-র ২০১৮ সালের রিপোর্ট অনুসারে ভারতে প্রতিদিন ৬০-৭০ জন মাহিলাকে দুষ্কৃতীর শিকার হতে হয়। এগুলি তো সেই হিসাব যা পুলিশের থানায় পঞ্জীভুক্ত হয়। এছাড়া কত ঘটনা যে বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে এবং চেনা পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে ঘটে চলেছে তার কোনো হিসেব নেই। ভারতে নির্যাতিতা ৫০ শতাংশের বেশি পীড়িতাদের বয়স ১৮ থেকে ৩০-এর মধ্যে এবং ১৪ শতাংশ মামলায় দোষীরা নির্যাতিতার পরিচিত। কী নিষ্ঠুর পারস্পরিক বিরোধিতার চিত্র আমরা এই সমাজে, দেশে প্রত্যক্ষ করে চলেছি!

এছাড়া মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক ও আপত্তিসূচক মন্তব্য এবং ব্যবহার আমাদের অবনতির দিকে নিয়ে চলেছে। এইসব অপশব্দ আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রায়শই প্রয়োগ হয়ে চলেছে। এই অপশব্দগুলি অনায়াসেই এমনভাবে ব্যবহৃত হয়, যেন মহিলাদের সমাজে কোনো অস্তিত্বই নেই। বন্ধুদের মধ্যে, রাস্তাঘাটে, রিকশাওয়ালা, অটোওয়ালা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শিশু-বৃদ্ধ সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরেই মাতৃশক্তির প্রতি অবমাননাসূচক বিভিন্ন বাক্যবাণ প্রয়োগ হয়ে থাকে। অত্যন্ত দুঃখের কথা, সহপাঠীদের সঙ্গে থেকে অনেক মেয়েরাও না বুঝে ওইসব আপত্তিজনক শব্দ নিজেদের প্রতি প্রয়োগ করে চলেছে। মাতৃশক্তির প্রতি এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ একপ্রকার বাচিক হিংসা যা শারীরিক হিংসা বা বলাৎকারের মতো কুকৃত্যকে ডেকে আনে।

আমরা সেই ভারতীয় পরম্পরার ধারক ও বাহক, যেখানে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কোনো অপশব্দের অস্তিত্বই নেই। যে মনুর সম্বন্ধে স্ত্রীবিরোধী নানান মন্তব্য করা হয়ে থাকে, সেই মনু লিখছেন,

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া।।

যেখানে স্ত্রীলোকের সমাদর নেই, মহিলারা নিরানন্দে থাকেন, সেই সংসারের, সেই দেশের কখনো উন্নতির আশা নেই। নারীর সম্মান এবং রাষ্ট্রের প্রগতি একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নারীকে অপমান না করার স্পষ্ট নির্দেশ আছে বিষ্ণুপুরাণে। অথর্ববেদে বলা আছে যে, নারীর সম্মান ও সুরক্ষা ছাড়া কোনো রাষ্ট্র সুরক্ষিত থাকতে পারে না। আধুনিক যুগে জয়শঙ্কর প্রসাদের মতো কবি লিখেছেন, 'নারী তুমি কেবলমাত্র শ্রদ্ধা!'

বর্তমান যুগে নিজেদের কথা প্রকাশ করার জন্য বা জ্ঞানার্জনের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারে মহিলাদের সজাগ ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মহিলা ও কন্যাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক যোজনা ও সংস্থাগুলির সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ইন্টারনেট থেকে জানা যায়। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে পাওয়া বিভিন্ন প্রকার তথ্য মাতৃশক্তিকে শক্ত, সজাগ, সচেতন এ সাহসী করে তুলতে সাহায্য করে।

মাতৃশক্তি যখন আমাদের সমাজের মঙ্গলার্থে আত্মোৎসর্গ করে, তখন তাঁদের ক্ষমতাকে আমরা প্রণাম জানাই। 'আইজ' নামে সংগঠনের সংস্থাপক হলেন জুবাইদা বাই। চেন্নাইয়ের এক রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। বারো ক্লাসের পর তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে পরিবার অসম্মতি জানায়। পিতার আর্থিক অবস্থাও তাঁর উচ্চতর পড়াশুনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে জুবাইদা সেলস গার্ল-এর চাকরিতে যোগ দেয়। এই সময় সে আরও পড়াশোনা করে। ২০০৯ সালে পড়াশোনার সময় সে রাজস্থান যায়। সেখানে তার সাক্ষাৎ হয় একজন দাইমার সঙ্গে। দাইমা তখন ঘাসকাটার হাসুয়া দিয়ে গর্ভনালী কেটে একটি বাচ্চাকে ভূমিষ্ঠ করিয়ে ফিরছিলেন। জুবাইদা তখন গ্রামীণ মহিলাদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে 'আইজ' সংস্থাটি তৈরি করেন। সংস্থাটি 'জন্ম' নামের বার্থ কিট প্রস্তুত করে থাকে। প্রসবের সময় এটি ব্যবহার করা হয়। এটি নবজাতকদের সুরক্ষিত জন্ম দেওয়া এবং প্রসূতিকে প্রসব সংক্রান্ত সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। কিটে একটি প্লাস্টিকের চাদর, ব্লেড, সুতো, সাবান ইত্যাদি থাকে। এনজিও'র মাধ্যমে সংস্থাটি এই কিট গ্রামীণ এলাকায় বিতরণ করে। এটি প্রস্তুতও করেন গ্রামীণ মহিলারা। এতে তাঁদের উপার্জন হয়। ইতিমধ্যে এই সংস্থার মাধ্যমে এক হাজারেরও বেশি কিট তৈরি ও সরবরাহ করা হয়েছে।

কলকাতায় যৌনকর্মীদের সন্তানরা সাধারণত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় মূল সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, কিন্তু এখন এসব অঞ্চলের বাচ্চারা এই অন্ধকারময় পরিবেশ থেকে বেরিয়ে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। পুষ্টিকর খাবার খেতে পায়। বর্তমানে তারা সুস্থ পরিবেশে বসবাস করে। তারা পথপ্রদর্শকের নির্দেশ মতো নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ করে তুলেছে। সাতান্ন বছরের ঊর্মির বসু প্রায় কুড়ি বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিশেষভাবে উপেক্ষিত সমাজের এই অংশের বাচ্চাদের জীবন বর্তমানে সুশিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। সবথেকে বড়ো কথা হলো যে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলে দেশের প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির উচ্চপদে আসীন। 'নারীশক্তি সম্মান' দ্বারা পুরস্কৃত কলকাতার ঊর্মি বসুকে যৌনকর্মীদের সন্তানদের জন্য দেশের সর্বপ্রথম রাত্রিনিবাস (নাইট শেল্টার) স্থাপন করেন। মহিলাদের প্রতি কল্যাণমূলক কাজ করার জন্য রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ নিজের হাতে তাঁকে 'নারীশক্তি সম্মান' -এ ভূষিত করেন। প্রতিবছর প্রায় একশো বাচ্চার সুরক্ষা ও উজ্জ্বল জীবনের পথে নিয়ে যাবার পক্ষে কাজ করে চলেছেন ঊর্মি।

দেশে মহিলাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের মতো ঘটনা নিরন্তর ঘটে চলেছে। ২৫ বর্ষীয়া তৃষা শেঠঠি গুগল সার্চ করে দেখেছিলেন যে দেশে অনলাইন এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই, যেখানে যৌন উৎপীড়নের শিকার মহিলারা সাহায্য পেতে পারেন। তিনি ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে 'শি সেজ' নামে একটি ওয়েবসাইট খোলেন। এখানে যৌন উৎপীড়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবরকম তথ্য রয়েছে। ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় এর পরিভাষা, সুযোগসুবিধা সম্পর্কে তিভিন্ন তথ্য দেওয়া আছে। বিশেষ করে নির্যাতিতা মহিলারা কীভাবে হাসপাতাল, পুলিশ এবং কাউন্সিলারদের থেকে সাহায্য পেতে পারেন, সেই ব্যাপারে বিশদে জানানো আছে । শি সেজ নির্যাতিতাদের উকিল ও মনোচিকিৎসকের পরিষেবা দিয়ে সাহায্য করে। এছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে দেশের প্রায় ষাট হাজার যুবক যুবতীকে একাজে তিনি যুক্ত করেছেন।

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা অথচ লিঙ্গবৈষম্য ও মহিলাদের প্রতি নেতিবাচক মানসিকতার অভাব নেই এখানে। পৃথিবীর সব থেকে বড়ো সংগঠন স্যোসাইিটি ফর হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের একটি রিপোর্ট অনুসারে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শ্রমভাগীদারি অনেক কম। তবে ১৯৯০ সালের পর থেকে অবস্থার পরিবর্তন লক্ষণীয়। আইনত এখন মহিলাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ বাস্তবে তা দেখা যায় না। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, আজও গ্রামের প্রায় সত্তর শতাংশ ভূমির অধিকার কেবলমাত্র পুরুষদের।

একদা কেবলমাত্র গৃহকর্মে নিযুক্ত মহিলারা বর্তমানে সমাজের মুখ্যধারায় স্বমহিমায় যুক্ত হয়েছেন। এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তাঁরা নিজেদের প্রতিভার প্রমাণ দেননি। অর্ধেক জনসংখ্যা নিজের অধিকারের জন্য কেবলমাত্র লড়াই করেনি, বরং নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করেছে। ভারতের বর্তমান স্থিতিতে অর্ধেকের বেশি দায়িত্ব আজ শক্তিশালী মাতৃশক্তির হাতে, যা তাঁরা নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁরা পালন করে চলেছেন। তাঁরা কারোর সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু কেউ যেন তাঁদের পথ অবরোধ না করে। নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা অনুসারে কঠোর পথে চলে সাফল্য পেতে তাঁরা জানেন। আজ মাতৃশক্তি জাগ্রত। আজ তাঁরা নতুন প্রজন্মকে উন্নতীতর করে গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। মাতৃশক্তির অসম্মান বা অবমাননা করলে সেই দুর্ভাগাদের মহাবিপদ এবং আরাধনা করলে দেশের ও দশের মঙ্গল। কারণ এই জাগ্রত মাতৃশক্তির মধ্যেই আবিভূতা হন দুর্গতিনাশিনী স্বয়ং দেবী দুর্গা! ■

নারীর হাতে অস্ত্র চাই

স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী

কয়েক বছর আগে বেঙ্গালুরুর একটি পাবের সামনে তাহারুশের কায়দায় ব্যাপক শ্লীলতাহানি চালানো হয়। সিসিটিভির সূত্রে ঘটনাটার কিছু ভিডিয়ো ফুটেজ ভাইরাল হয়। তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে মেয়েটি। সামনে দাঁড়িয়ে একটিই ছেলে। ছেলেটি একবার মেয়েটির স্কার্ট টেনে উপরের দিকে তুলে ধরছে আর মেয়েটি প্রাণপণে স্কার্ট নামানোর চেষ্টা করছে। ছেলেটি মজা পাচ্ছে। আড়াই মিনিটের ভিডিয়োতে পুরোটা জুড়ে মেয়েটি আর ছেলেটির মধ্যে স্কার্ট টানাটানির খেলা। কখনো মেয়েটি আটকাতে পারছে, কখনো ছেলেটি জিতে যাচ্ছে। এগুলো দেখলে আমার রাগ-দুঃখ-কষ্ট-ঘেন্না কিচ্ছু হয় না। বরং বিরক্ত লাগে।

এই মেয়েটি গ্রামের কোনো লজ্জাবতী লতা নয়, রীতিমতো আধুনিক শহুরে শিক্ষিতা মেয়ে। তবু দুষ্কৃতী যখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে তার শ্লীলতাহানি করার, মেয়েটি তখন টেনেটুনে স্কার্ট নামাতেই ব্যস্ত। পালটা আক্রমণ তো দূরের কথা, কোনোরকমে লজ্জাস্থানটুকু ঢাকতে পারলেই বাঁচে। এত লম্বা লম্বা নারীবাদী বুলি— 'নারীর সম্মান দু' পায়ের ফাঁকে নয়' ইত্যাদি বক্তৃতা শুধুমাত্র পোস্টার হয়েই রয়ে গেল। বাস্তবে যখন এসব মেয়ে আক্রমণের মুখে পড়ছে, তখন কিন্তু তারা পায়ের ফাঁকে থাকা সম্মানের উপরে উঠতেই পারছেন না। ফেসবুকে লম্বা লম্বা স্ট্যাটাস পড়ছে— 'নারী পুরুষ সমান সমান'। অথচ বাস্তবে এর প্রমাণ তাঁরা দিতে পারছেন না। এর থেকে গ্রাম্য মহিলারা অনেক বেশি সবল ও সাহসী। কাপড় ধরে কেউ টান মারলে আগে কাপড় বাঁচানোর চেষ্টা না করে সরাসরি বঁটির কোপ দেবার ক্ষমতা তাঁরা রাখেন।

অনেকেই বলেন, মেয়েদের সাহসী করে তোলার একমাত্র উপায় প্রত্যেককে ধরে ধরে ক্যারাটে শিখিয়ে দেওয়া। এই প্রস্তাবটা এত ভয়ংকর রকমের হাস্যকর যে বলার নয়। এখানে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে শুধু মেয়েরাই ক্যারাটে জানবেন, সম্ভাব্য দুষ্কৃতীরা কেউ ক্যারাটে জানবেন না। এবং ক্যারাটে জানা থাকলেই যেন দুষ্কৃতীদের ব্যাপক মার দেওয়া যাবে। এই ধরনের বাজার চলতি ধারণার মুশকিল হচ্ছে, এরা কোনোদিন ক্যারাটে স্কুলে ভর্তি হননি। ক্যারাটে ক্লাসে নানা রকমের লাথি ঘুষি ছুঁড়তে শেখানো হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা শূন্যে। এছাড়া শেখানো হয় 'কাতা'। 'কাতা' হলো ক্যারাটের অনেকগুলো মুদ্রার একত্রিত রূপ। এই বিদ্যা নিয়ে রাস্তায় মারপিট চলে না। 'কুমিতে' অর্থাৎ একের বিরুদ্ধে এক মারপিটও হয় ক্যারাটে স্কুলে। তবে সেটা নিয়ম মেনে মারপিট। ধর্ষক কিন্তু আপনাকে ক্যারাটের আন্তর্জাতিক নীতিমালা মেনে আক্রমণ করবে না।

তাছাড়াও যে কোনো ক্যারাটে স্কুলে মেয়েদের মধ্যে 'কুমিতে' প্র্যাকটিসের সময় যে ধরনের দুর্বল লাথি ঘুষি ছোঁড়া হয়, তাতে সত্যিকারের কোনো লাভ হয় না। বড়োজোর পাড়ার ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় জেতা যায়। সব ক্যারাটে স্কুলেই এমন কিছু ছেলে থাকে, যারা বেশ ভালো 'কুমিতে' করে। মেয়েদের যদি সত্যিকারের মারামারিতে দক্ষ হতে হয়, তাহলে এদের সঙ্গেই 'কুমিতে' লড়তে হবে। কিন্তু লড়া শিখতে গিয়ে রক্তও ঝরবে। নাক-মুখ-হাত ভাঙবে, মাথা ফাটবে। এরকম করতে করতে মার খাবার ভয়টা কেটে যাবে। মার খাবার ভয় কাটাতে পারলেই, একমাত্র তেড়েফুঁড়ে মার দেওয়া যায়।

মার খেতে খেতে মুখে একটা কাঠিন্য চলে আসবে, চোয়াল শক্ত হবে। নারী সুলভ কমনীয়তা হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে। এখন কটা বাঙ্গালি বাপ-মা নিজের মেয়েকে এই অবস্থায় ফেলতে রাজি আছেন? আর রূপচর্চা প্রেমী কতগুলি মেয়ে এই ধরনের কঠিন জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করতে আগ্রহী হবে? এজন্যই 'বেন্ড ইট লাইক বেকহ্যাম' সিনেমাতে ফুটবল খেলা চোয়াড়ে মেয়েদের প্রতি একটা লাইন ছিল— 'ইস, এই মেয়েগুলোর কখনো বয়ফ্রেন্ড হবে না'! আজকের মেয়েদের জীবনে সবথেকে বড়ো ভয় কিন্তু এটাই।

তবে ক্যারাটেবাদীদের তুলনায় অস্ত্রবাদীদের বাস্তব বোধ অনেক বেশি। এদের মত হলো, মেয়েদের হাতে হাতে ব্যবহার যোগ্য কিছু অস্ত্র তুলে দেওয়া হোক। সেটা সাধ ও সাধ্য অনুযায়ী বন্দুক, টেজার, ছুরি, স্টানগান ইত্যাদি যা কিছু হতে পারে। যাতে সমস্যা দেখলেই ধাঁ করে চালিয়ে দেওয়া যায় দুষ্কৃতীর মুখে। ছুরি-স্টানগানের তুলনায় বন্দুক ও টেজারের অন্যতম সুবিধা

হলো ৫-৬ ফুট দূরত্ব থেকে দুষ্কৃতীকে আঘাত করা যায়। আর প্রধান অসুবিধা হলো, এই দুটোই বেশ দামি; অনেকের নাগালের বাইরে। তার উপর দুটো পেতেই লাইসেন্সের আবেদন করতে হয়। ফলে এতসব নিয়মের গেরো পেরিয়ে বন্দুক কিংবা টেজার কেনার ক্ষমতা চাট্টিখানি কথা নয়।

তবে ছুরি, বন্দুক যাই সঙ্গে থাকুক, কাউকে মারতে বা আঘাত করতে কিন্তু একটা অন্যরকমের মন লাগে। সত্য ঘটনা অবলম্বনে টিভিতে একটা গল্প দেখেছিলাম একবার। রাতের বেলা একটি মেয়ে একা গাড়ি চালিয়ে ফিরছে। সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে তিন-চারটি লোক। গাড়ি ঘিরে ধরে তারা কাঁচ ভাঙার চেষ্টা করছে, গাড়ির হাওয়া খুলে নিতে চাইছে। মেয়েটি গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে ভয়ে পাথর হয়ে বসে। গল্পের শেষাংশটা অত্যন্ত দুঃখজনক। মেয়েটি গাড়ির ভিতরে বসে ছিল, গাড়িতে পেট্রোল ছিল, মেয়েটির হাতে স্টিয়ারিং ছিল, তবু মেয়েটি চারটি ছেলের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিতে পারেনি। আস্ত গাড়িটাই যেখানে অস্ত্র হয়ে উঠতে পারত, সেখানে মেয়েটির মানসিকতা তাকে জীবন থেকে হারিয়ে দিল। ওই যে বললাম, আঘাত সবাই করতে পারে না। এই জন্যই দুনিয়ার সবথেকে বিপজ্জনক হলো ভীতুর হাতের অস্ত্র। মনে সাহস না থাকতে অস্ত্র কোনো কাজেই লাগবে না। আততায়ী যদি নিরস্ত্রও আসে, ভীতুর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তারই উপরে প্রয়োগ করে বসবে।

তাই অস্ত্র কেনা বা ক্যারাটে শেখার আগে মেয়েদের উচিত নিজের মানসিকতা বদলানো। প্রথমেই এটা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে ধর্ষণের মতো অপরাধ কোনোদিনই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে না। ছেলেদের বিরুদ্ধে চুরি-ডাকাতি-পকেটমারি-খুন হলে মেয়েদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি-ধর্ষণ এই দুটো বাড়তি যোগ হবে। এই বৈষম্য নিয়ে ভাবতে বসলে রাগ হবে, দুঃখ হবে, কিন্তু বাস্তবে পৃথিবী তো কখনোই সাম্যবাদী হবে না। ভারতে ধর্ষণের সাজা আরও কঠোর হওয়া উচিত, আইন নতুনভাবে লেখা হোক, সবই ঠিক কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ধরনের অপরাধ কখনোই বিলুপ্ত হবে না। কারণ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ সুরক্ষা বলে কিছু হয় না। এটাকে সত্যি বলে মেনে নেওয়াটা হেরে যাওয়া নয়, বরং নিজের মানসিক প্রস্তুতি শুরু করা। এরপর সেটাই করা উচিত যেটা করলে নিজেকে আরেকটু বেশি সুরক্ষিত মনে হবে। কিন্তু যেই মুহূর্তে নিজেকে আক্রান্ত মনে হবে, এইটুকু দৃঢ়তা যেন থাকে যাতে হাত দিয়ে স্কার্ট নামানোর বদলে মরণকামড়টুকু বসিয়ে দিতে পারি, চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিতে পারি। এর বেশি সাধ্য কারুর নেই। ছেলেদেরও না, মেয়েদেরও না। সমাজ পরিবর্তনের আশায় বসে থাকলে জীবনকে পুরোপুরি থামিয়ে দিতে হবে।

আজকাল যদিও সামাজিক পরিবর্তনের ডাক খুব ঘন ঘন ওঠে। আগেকার দিনে ধর্মগুরু ও সমাজপতিরা আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন বুঝে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি পাল্টানোর নির্দেশ দিতেন। এখন সেই জায়গা নিয়েছে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সোশ্যাল মিডিয়া। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থাগুলো। অতি সম্প্রতি টাটা সনস-এর 'সমাজ পাল্টাও কর্মসূচি' খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। যারা দড়ি বেঁধে মাটির নীচে নর্দমায় নেমে সারা শহরের জমা হওয়া ময়লা, পাঁক ঘেঁটে দেশটা পরিষ্কার রাখেন, সেই মেথরদের বাকিরা অচ্ছুত করে রাখেন। এই কাজের জন্য তাঁদের কোনোরকম সামাজিক স্বীকৃতি বা সম্মানও দেওয়া হয় না। অথচ মেথরদের কাজটা যে দেশের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা কখনো কেউ ভেবেই দেখে না। সেই বিষয়টা ভালোভাবে বোঝানোর জন্যই টাটার পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞাপন বের করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, মেথররা যেন সমাজের বাকিদের থেকে ন্যূনতম মানবিক সম্মানটা পান। এবং এই ধরনের বিপজ্জনক কাজে অদূর ভবিষ্যতে যেন মানুষের বদলে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়।

গণতন্ত্রের অন্যতম সুবিধা বা অসুবিধা এটাই। যে কেউ হতে পারেন সমাজ পাল্টানোর কারিগর। বহুকাল ধরে চলে আসা একটি প্রথা ধসে পড়তে পারে, কেবল সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রচার ও প্রয়াসের মাধ্যমে। নারী সুরক্ষা আজকের দিনে এমনি একটি জ্বলন্ত বিষয়। আমাদের সংবিধান জীবনের সব ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করেছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা উপভোগ করার জন্য শক্তির দরকার। এমন শক্তি যা নারীকে আক্রমণকারী পুরুষের সমকক্ষ করে তুলতে পারে। সেই শক্তিই হলো অস্ত্র। অথচ আমাদের মেয়েদের হাতে না তো কোনো অস্ত্র আছে, আর না তারা এর ব্যবহার শিখেছে। ফলে বাড়ির মেয়েরা যখন বাইরে বেরোয়, পরিবারের অন্যরা বেশ খানিকটা ভয়ে ভয়ে থাকেন। মেয়ের বাড়ি ফিরতে একটু রাত হলে, অভিভাবকদের শুরু হয় আতঙ্ক। নারী ও পুরুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। কোনো মেয়ে নির্যাতিত হলে, সেই আঘাত তার বাবা, ভাই, ছেলেকেও যথেষ্ট সমস্যায় ফেলে।

আমরা বাঙ্গালিরা মাতৃরূপে শক্তির আরাধনা করি। বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজাও এই শাক্ত রূপেরই প্রকাশ। অথচ বাঙ্গালিমেয়েরা এই রাজ্যের মাটিতেই যথেষ্ট অসুরক্ষিত। নারীর নিরাপত্তার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ মোটেই এগিয়ে নেই। এটা আমাদের জাতীয় লজ্জা। অথচ এর সঠিক ব্যবস্থা না হলে মেয়েরা কখনোই পুরোপুরি আত্মনির্ভর হতে পারবে না। সেই কারণেই আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটি অভিনব প্রয়াস করা যেতে পারে — 'অস্ত্র রূপেণ সংস্থিতা'।

পুজো উপলক্ষ্যে প্রতি বছর বাড়ির মেয়েদের হাল-ফ্যাশনের নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। কিন্তু নতুন অস্ত্র? আমাদের মেয়েরা কি জানে যে গত দশ বছরে নারী সুরক্ষার উপযোগী কত রকমের অস্ত্র বাজারে এসেছে, যেগুলোকে খুব সহজে জিন্সের পকেটে বা ব্যাগের খাঁজে রেখে দেওয়া যায়? বিপদের গন্ধ পেলে হাতের মুঠোয় নির্বিঘ্নে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় মাইলের পর মাইল? যে মেয়েরা টিউশন পড়ে বা অফিস সেরে রাত করে বাড়ি ফেরেন বা যে মেয়েরা রাতেই কাজ করতে যান কিংবা নিঝুম রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বাধ্য হন বাড়ি ফেরার তাগিদে, একটা

অস্ত্র এদের মনোবল শতগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। বল ভরসার জায়গা হয়ে উঠতে পারে।

এইটুকু নিরাপত্তা তাদের দিতে পারে একটা ধারালো ছুরি। দাম সাধ্যের মধ্যে, কিন্তু সঠিক সময়ে প্রাণ বাঁচাতে এর কোনো জুড়ি নেই। কিংবা একটা স্টান গান। দাম একটু বেশির দিকে। তবে আততায়ীর গায়ে ছুঁইয়ে দিলে লাগতে পারে ১০ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক। আক্রমণকারী ভূপতিত হবে সঙ্গে সঙ্গে। পঙ্গু হয়ে থাকবে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা। পালিয়ে বাঁচার জন্য, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করার জন্য এই সময়টা মেয়েদের জন্য ভীষণ প্রয়োজনীয়। অনেকটা একই রকম ফল দিতে পারে লঙ্কা আর গোলমরিচের ঝাঁঝে ঠাসা পেপার স্প্রে বা চিলি স্প্রে। সর্বোচ্চ দশ ফুট দূর থেকে আক্রমণকারীর চোখ তাক করে মারলে ফল হবে নিদারুণ। চোখ জ্বালা, হাঁচি-কাশির দাপটে অন্তত দু'ঘণ্টা মাথা তুলতে পারবে না। শিকারি নিজেই শিকারে পরিণত হবে।

আমাদের মেয়েদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন চাই। সমাজের সমস্ত স্তরে আনতে হবে সদর্থক পরিবর্তন। গ্রামের যেসব প্রান্তিক মহিলা কাজ করতে শহরে যান এবং কাজ সেরে রাত করে বাড়ি ফেরেন, তাদের হাতে অস্ত্র চাই। যে সমস্ত মেয়ে ঘরের মধ্যে অকথ্য শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন, তাদের হাতে অস্ত্র চাই। অপরাধপ্রবণ অঞ্চলে থাকা মহিলা, যারা সব সময়ে নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন, তাদের হাতে অস্ত্র চাই। তাই এই পুজো উপলক্ষ্যে সমগ্র বাঙ্গালি সমাজের কাছে থাকল একটি আবেদন—নারী সুরক্ষার শপথ নিন, বস্ত্র নয় অস্ত্র দিন।

(লেখিকা একজন আইনজীবী, সমাজকর্মী এবং একটি নারী সংগঠনের সহ-সভানেত্রী)

With Best Compliments from -

Redox Pharmachem Pvt. Ltd.

Office : C-46, Defence colony
New Delhi - 110 024
India

With Best Compliments from -

Ganpati Laminators

&

Packagers Pvt. Ltd.

Mfg. of HDPE and PP Woven Bags and Fabric

নারীকে প্রয়োজনে মা দুর্গা ও কালীর মতো হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে

নিবেদিতা গুপ্ত সাহা

আদিকাল থেকেই নারী ভারতবর্ষে দেবীরূপে পূজিতা। নারী সৃষ্টির উৎস স্বরূপা। নারী জগতের ধাত্রীস্বরূপা। সমগ্র বিশ্বচরাচরকে যিনি ধারণ করে রয়েছেন, তিনিই আবার অণু পরমাণু থেকে শুরু করে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তাই সমগ্র জগৎ তাঁর চরণকমলে জানায় প্রণতি। প্রকৃতিরূপা এই নারী ভারতবর্ষে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আরাধ্যা হয়েছেন— কখনও লক্ষ্মীরূপে, কখনও সরস্বতীরূপে, কখনও জগদ্ধাত্রীরূপে আবার কখনও উগ্রচণ্ডা কালীরূপে। যুগে যুগে এই লীলাময়ী মহামায়ারই দিব্য আবেশের অধীনে রয়েছি আমরা সকলে। মনুস্মৃতিতে এ কথার স্বীকৃতি মিলেছে। বলা হয়েছে— 'নার্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।' অর্থাৎ নারী যেখানে পূজিতা হন, যথাযোগ্য সম্মানিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দে অবস্থান করেন। নারীর এতটাই সমাদর। বলা হয়েছে একজন মানুষ জন্মগতভাবে তিনটি ঋণ নিয়ে জন্মায়— দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ। এর মধ্যে শেষোক্ত পিতৃঋণ থেকে একজন পুরুষকে মুক্তি দেন তাঁর স্ত্রী তাঁর সন্তানকে জন্মদানের মাধ্যমে। গৃহের মূর্তিমন্ত স্বরূপ হলেন গৃহিণী। এজন্য বলা হয়েছে— 'ন গৃহম্ গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহম্ উচ্যতে।' গৃহ হলো চার দেওয়াল দিয়ে তৈরি আবাসস্থল। একজন সুদক্ষ গৃহিণী গৃহকে বাসযোগ্য করে তোলেন। অর্থাৎ গৃহের সঙ্গে তাঁর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। একটি গৃহের মূল চালিকাশক্তিই হলেন একজন গৃহিণী। একেবারে নগণ্য থেকে শুরু করে গৃহের বৃহৎ সিদ্ধান্তের পেছনে থাকে একজন গৃহিণীর চিন্তন ও কার্যের সুপরিকল্পিত সমন্বয়। তাই তো তিনি শ্রীময়ী, লক্ষ্মীপ্রতিমাস্বরূপা। এই লক্ষ্মী কখনও কন্যারূপে, কখনও স্ত্রীরূপে, কখনও মাতৃরূপে, কখনও ভগিনীরূপে গৃহের সব অশুভকে গ্রাস করেন নিমেষে। সৌন্দর্য ও সহানুভূতি দিয়ে তা পূর্ণ করেন কানায় কানায়। গৃহে বসবাসকারী সকল সদস্য এমনকী অবলা জীবও তাঁর স্নেহচক্ষুর আড়াল হতে পারেন না।

কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরত ক্লান্ত স্বামী, পাঠগৃহ থেকে ফেরত সন্তান, বাড়ির বয়স্ক গুরুজন, গৃহপরিচারিকা থেকে অবোলা পোষ্যটিরও যেন তিনি মা। যার যখন যা প্রয়োজন তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝে ফেলেন ও তা নিরসন করতে তিনি বিন্দুমাত্র দেরি করেন না। শুধুই কী গৃহকাজ? সন্তান প্রতিপালন, অতিথি সেবা, বয়স্কদের পরিচর্যা, দান, পুজোপাঠ, রান্না— না, সত্যিই কোনোটি তার কর্মতালিকার বহির্ভূত বিষয় নয়। আধুনিক জীবনের রোজনামচায় রয়েছে আরও একটি দায়িত্ব— অর্থোপার্জন। সেখানেও তিনি অনন্যা। কর্মক্ষেত্রের নানান দায়িত্ব হাসিমুখে সামলাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী। কোথাও যেন কোনো খামতি নেই, এতটাই তাঁর ব্যাপ্তি। সত্যিই তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা। আবার সন্তানকে শিক্ষাদান, ভবিষ্যতের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে তাকে গড়ে তোলা, রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির মূলের সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগ সাধন করা, দেশ ও জাতির পরম্পরা সম্পর্কে তাকে সচেতন করা এবং সর্বোপরি পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে একজন ব্যক্তি থেকে বিস্তৃত সত্তায় পরিণত করার যে মহতীকার্যক্রম ও তার জন্য সন্তানকে যে দীক্ষা দানের প্রয়োজন তাও হাসিমুখে দিয়ে থাকেন সরস্বতীস্বরূপা, সকল জ্ঞানের উৎসস্বরূপা একজন মা বা স্ত্রী। আর এ কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব। তাই বলা হয়েছে— 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

কিন্তু একজন নারীকে শুধুমাত্র লক্ষ্মী বা শুধুমাত্র সরস্বতীর ভূমিকায় থেমে থাকলে চলবে না। স্বর্গের সব দেবতারা যখন মহিষাসুরের প্রচণ্ড উৎপীড়নে ক্ষান্ত, সব শক্তিই যখন তাকে বশীভূত করতে ব্যর্থ তখন তেজ ও পরাক্রমের মূর্ত প্রতীক মা দুর্গা আবির্ভূতা হলেন ও সেই ভয়ানক মহিষাসুরকে বধ করে স্বর্গে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। অশুভ শক্তির পরাজয় ও শুভ শক্তির জয়ঘোষ আবার ধ্বনিত হলো। মন্দ্রিত হলো দিগ্‌বিদিক। সেই চরম সংকটের মুহূর্তে মা দুর্গা যেমন তাঁর দশ হাতে দশ প্রহরণ ধারণ করে মহিষাসুরকে বধ করলেন, ঠিক তেমনই বর্তমান সমাজের আপাতসুন্দর অথচ ঘৃণ্য কুরুচিকর মানসিকতার বিরুদ্ধে নারীকে কঠোরভাবে লড়তে হবে। প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে লড়তে

হবে। আর তা করতে হবে সমাজকে রক্ষা করার তাগিদেই।

নারী স্বভাবগত ও দৈহিক গঠনগত ভাবে মাতৃবৎসলা কিন্তু অধর্ম যখন চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় তখন নিজেকে কোমল আঁচলের আড়ালে রাখলে চলবে না, শুধুমাত্র শাস্ত্রপাঠেও নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং অস্ত্রহাতে দুষ্টের দমন করতে হবে— এও ধর্মেরই বিধান। প্রয়োজনে আত্মরক্ষার কৌশল শিখতে হবে নারীকে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ইংরেজরা আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেলেও আজও আমরা পশ্চিমি সভ্যতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল— 'মাতৃবৎ পরদারেষু' অর্থাৎ পরস্ত্রী মাতৃসমা, কিন্তু আজ তা না হয়ে পশ্চিমি সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের কারণে পরস্ত্রী আজ ভোগ্যপণ্য। বাইরে তো নয়ই, বাড়ির ভেতরেও আজ নারী সুরক্ষিত নয়। সমাজের লোলুপ দৃষ্টিতে একজন ৫ বছরের ফুলের মতো শিশুকন্যাও ভোগ্যপণ্য। সমাজের এই পাশবিক দৃষ্টি থেকে বাঁচতে নারীকে হতে হবে কালীরূপা, শক্তিস্বরূপা। কালী অর্থাৎ যিনি কলন করেন বা গ্রাস করেন। নারীকে শুধুমাত্র মানসিক বা আত্মিক দিক দিয়ে বলীয়ান হলেই চলবে না, প্রয়োজন শারীরিক সক্ষমতা, হৃদয়ের তেজস্বিতা ও অতি অবশ্যই চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পবিত্রতা। তাহলেই নারী এ সমাজে আবার পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে।

আরেকটি কথা, ইদানীং একটি ধারণা সমাজে খুব প্রচলিত হয়েছে তা হলো— 'মহিলা সশক্তিকরণ বা Women Empowerment', কিন্তু এ ধারণা বড়ো বেশি পশ্চিমি প্রভাবদুষ্ট। আমাদের ভারতবর্ষে নারী চিরকালই বন্দিতা, কারণ তিনিই তো শক্তির মূর্ত প্রতীক। ভারতবর্ষের প্রতিটি বাড়িতে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রতিটি ছত্রে এই মহাশক্তি মহামায়ারই তো আরাধনা হয়। তাই আলাদা করে Women's day বা 'নারী দিবস' পালনের রীতি ভারতবর্ষে নেই। এই শক্তি উৎসব নিত্য পালিত হয় বলেই আজও ভারতবর্ষের সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। প্রভু শ্রীরাচন্দ্র তাই মর্যাদা পুরুষোত্তম রূপে মানুষের মানস- সিংহাসনে আজও সমুজ্জ্বল। রবি ঠাকুরের কথাতেই এ মহাশক্তির কাছে শুধু এটুকু প্রার্থনা,—

'এস পুণ্যপথ বেয়ে এসো হে কল্যাণী
শুভ সুপ্তি শুভ জাগরণ দেহ আনি।'

আমরা বিশ্বাস করি এ দেশ রানি লক্ষ্মীবাঈ, রানি জীজামাতা, মা সারদার দেশ। এ দেশ রানি অহল্যা, প্রীতিলতা, কাদাম্বিনীর দেশ। তেজ ও পরাক্রমের শোণিত ভারতবর্ষের প্রতিটি নারীর মধ্যেই বহমান। তাই চলো 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আমরা সমুখ পানে এগিয়ে চলি— 'চরৈবেতি'। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা বিজয়মাল্য নিয়ে আজ আমাদেরই জন্য প্রতীক্ষারত। ■

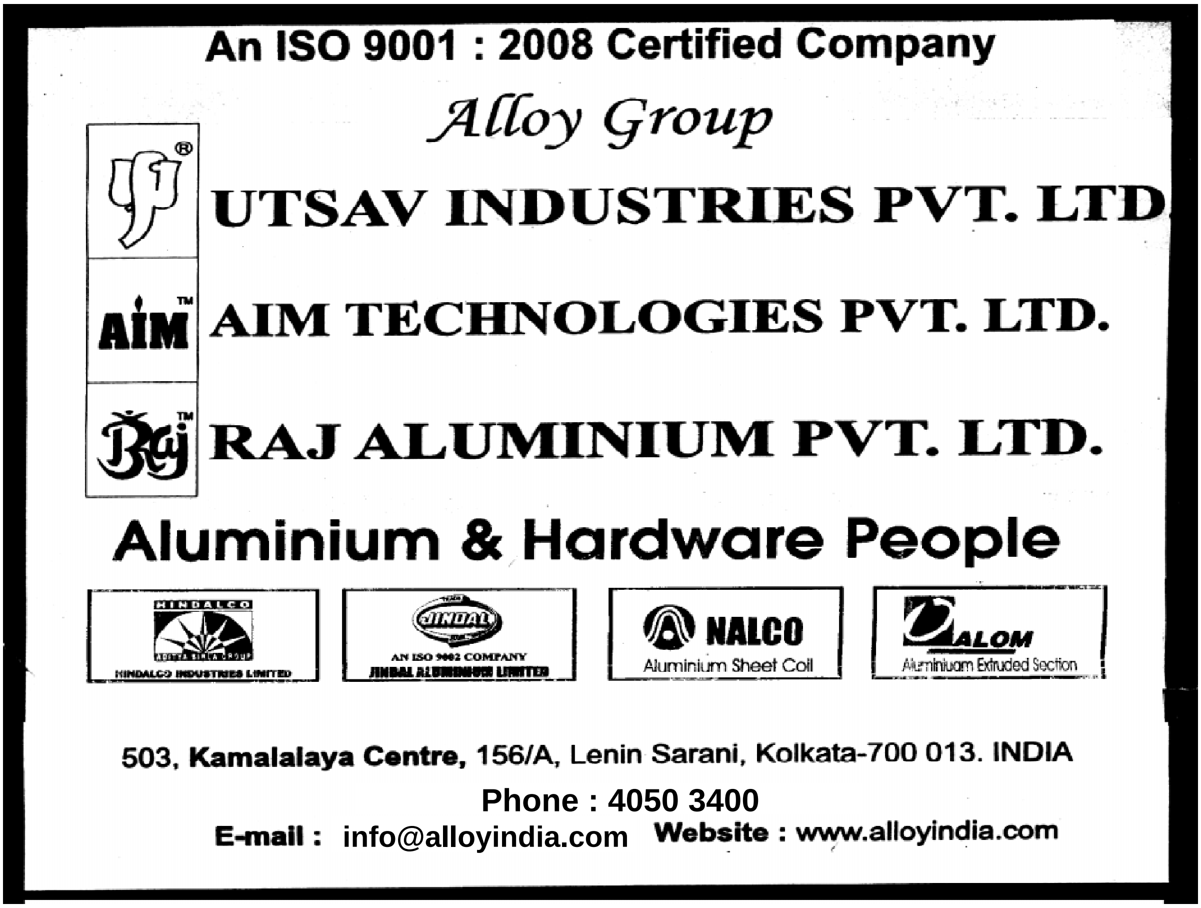

মহিলাদের ক্ষমতায়ন ব্যতীত আত্মনির্ভর ভারত সম্ভব নয়

পারুল সিংহ মণ্ডল

নারীবাদ বা Feminism ধারণার প্রথম প্রচলন শুরু হয়েছিল পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। বিশেষত ইংল্যান্ড, আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপের মহিলারা নিজেদের প্রাথমিক চাহিদাটুকুর স্বীকৃতির জন্য ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকেই আন্দোলন শুরু করেন। বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তিতে অধিকার, সমকাজে সমবেতনের অধিকার, ভোটাধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে মহিলাদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। ১৯১৮ সালের Representation of the People Act পাশ হওয়ার ফলে ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে মহিলারা যাদের নিজস্ব বাড়ি রয়েছে একমাত্র তারাই ভোট দেওয়ার অধিকার পান। ১৯২৮ সালের পর ২১ বছরের ঊর্ধ্বে সকল মহিলার জন্য ভোটাধিকার দেওয়া হয়। একই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় আমেরিকাতেও। মোটকথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাথমিক অধিকারগুলোর জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মহিলাদের নিজেদের মাঠে নামতে হয়েছে। পরবর্তীকালে এই ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট বা নারীবাদী আন্দোলন আরও বিভিন্ন রূপে নানা দেশে প্রসারিত হয়। সাম্প্রতিককালে নারীবাদ কিছুটা বিকৃত রূপে অন্যান্য দেশ-সহ ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করেছে।

এবার ভারতবর্ষের চিত্রটা দেখা যাক। ঊনবিংশ শতকের একেবারে গোড়া থেকে ভারতীয় মহিলাদের সামাজিক কুপ্রথা, কুরীতি থেকে মুক্ত করার জন্য সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। সতীদাহ ,বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং একের পর এক সরকারি আইন প্রণয়ন শুরু হয় নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য। কিন্তু মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট এই সামাজিক কুরীতিগুলির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন ভারতীয় পুরুষেরাই। এক্ষেত্রে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেনের নাম স্মরণীয়। তাই নারীবাদী আন্দোলনের ধারণাটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনোভাবেই খাটে না। আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলিতেও কিন্তু নারীকে অর্ধাঙ্গিনী রূপে, শক্তিরূপে বর্ণিত করা হয়েছে। আদিকাল থেকেই পুরুষ ও প্রকৃতির ধারণা আমাদের দেশে প্রচলিত। প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ, রাজনীতি ও সম্পত্তিতে নারীদের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল। শুধু তত্ত্বগত ভাবেই নয় বাস্তবেও আমরা তার ভুরি ভুরি উদাহরণ পেয়ে থাকি। প্রাচীন ভারতবর্ষে সম্রাট অশোক তার মেয়ে সঙ্ঘমিত্রাকে বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। চতুর্থ শতকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মেয়ে প্রভাবতী দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির দেখাশোনা করতেন। দক্ষিণ ভারতের রুদ্রাম্মাদেবী দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করেছেন। মধ্যযুগেও আমরা জয়সিংহের বোন অক্কাদেবী বা রণভৈরবীর কথা শুনেছি। শিবাজীর রাজত্বকালে কর্ণাটকের বেলবটিতে মাল্লামা দেবী শিবাজীর সৈনিকদের আটকে দিয়েছিলেন এবং শিবাজী তার সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মধ্যযুগেও দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত বিশেষ করে অসম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলগুলির সমাজে নারীরা যথাযোগ্য সম্মাননীয় ছিলেন এবং তাঁরা সর্ব অধিকার ভোগ করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পশ্চিমি দেশগুলির মতো ভারতবর্ষে মহিলাদের কখনোই 'সেকেন্ড সেক্স' হিসেবে দেখা হয়নি। পরবর্তীকালে সময় যত এগিয়েছে বিদেশি ও বর্বর সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুপ্রথার স্থান পেয়েছে। সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে নারীদের দমিয়ে রাখা ও নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ঊনবিংশ শতক থেকেই মহান মানবতাবাদী মহাপুরুষেরা ভারতীয় নারীদের সামাজিক কুপ্রথার বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন।

তবে একথা সত্য যে নারীদের মুক্তি কিংবা ক্ষমতায়নের জন্য নারীকে স্বয়ং এগিয়ে আসতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতীয় মহিলাদের শক্তি অর্জনের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন ভারতীয় নারীরা যেদিন শক্তি অর্জনের জন্য নিজেরা সচেষ্ট হবেন সেদিনই তাদের মুক্তি ঘটবে। একথা ধ্রুব সত্য যে পরজীবী হয়ে কখনো উন্নতি করা যায় না। আত্মশক্তি অর্জন করাই

আত্মনির্ভর হওয়ার একমাত্র পথ।

ভারতবর্ষে আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার সময় থেকেই দেখা গেল শিক্ষা, রাজনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহিলারা আবার পুরোদমে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে বহু মহিলা বিদ্যালয় গড়ে উঠতে শুরু করল। মহিলারা উচ্চশিক্ষা নিতে শুরু করলেন। সমাজ সংস্কার আন্দোলনেও মহিলাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে, স্বদেশী আন্দোলনে বহু মহিলা বিপ্লবীদের পরিচয় আমরা পাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করার পরপরই দেশের অন্যতম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সফলভাবে প্রশাসন পরিচালনা করেছেন।

মহিলাদের সমাজে সম্মানজনক স্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শুধু আইন-কানুনই নয় পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের জাগরণ অত্যন্ত দরকার। আমাদের প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে ভাষণ দেওয়ার সময় বারবার বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মূল্যবোধ শেখানোর ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন বাড়ির বাইরে বেরোনোর সময় যেমন আমরা মেয়েদের প্রশ্ন করে থাকি ঠিক তেমনি বাড়ির ছেলেরা বাইরে বেরোলেও প্রশ্ন করতে শিখুন। এ বছরও আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন শুধুমাত্র Women empowerment বা Women development নয় Women-led development চাই। অর্থাৎ শুধু মহিলাদের উন্নতি বা মহিলাদের সশক্তিকরণই নয়, মহিলারা নিজে দেশের উন্নতিতে নেতৃত্ব দেবেন। আমরা অবশ্য দেখেছি এই সরকারের সময় শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, বিদেশ ও অর্থমন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির পরিচালনার দায়িত্ব মহিলারা পেয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরপরই প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম লক্ষ্যই ছিল ভারতবর্ষের গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থার উন্নতি সাধন।

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ মহিলাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধনের জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। প্রথমটি ছিল 'উজ্জ্বলা' যোজনা এবং দ্বিতীয়টি 'জনধন যোজনা'। উজ্জ্বলা যোজনায় গ্রামের কোটি কোটি মহিলা জ্বালানি সংগ্রহ, ধোঁয়া, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। প্রত্যেককে এলপিজি সিলিন্ডার-সহ রান্নার সমস্ত সরঞ্জাম বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামীণ ভারতবর্ষে এর প্রভাব অকল্পনীয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের গ্রামীণ মহিলাদের জন্য এই ধরনের পরিকল্পনা বোধহয় প্রথমবার করা হলো। আর্থিক কারচুপি বন্ধ করার জন্য জনধন যোজনা চালু করা হয়। ৪০ কোটি জনধন অ্যাকাউন্টের মধ্যে ২২ কোটিই ছিল মহিলাদের। করোনা অতিমারী সময় এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই মাসে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সরকার সরাসরি টাকা পৌঁছে দেয়। ফলে সরকারি পরিকল্পনা কেন্দ্র সরকার থেকে নেওয়া হয়। গত ছয় বছরে ৬ লক্ষেরও বেশি অনুন্নত সম্প্রদায়ের মেয়েদের নাম স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্লাস এইট পর্যন্ত মেয়েদের বিনামূল্যে বইপত্র, স্কুলের ইউনিফর্ম ও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে Self Defence Training দেওয়া হচ্ছে। ২৮০০০ উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়েদের প্রায় ৮.৫৬ কোটি ইনসেনটিভ দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হলো হরিয়ানাতে, যেখানে Child Sex Ratio সব সময়ই বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে এমনকী ২০১৪ সালের আগেও প্রতি হাজার জন পুরুষ শিশুর অনুপাতে কন্যা শিশুর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৪০ জন— মাত্র দু' বছরেই 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' পরিকল্পনার ফলে সেখানে সিএসআর বেড়ে গিয়ে হয়ে যায় ৯৪০। এটা একটি যুগান্তকারী সাফল্য। এই বছর আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ গড়ার ডাক প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। সেই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ব্যতীত কোনোভাবেই সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী বারবার Women centric governance model তৈরি করার কথা বলেছেন। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে আজকে মহিলারা শুধু অংশগ্রহণ করছেন না, এক-একটি অভিযানেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিন তালাক রদ করার মাধ্যমে মুসলমান মহিলারা প্রথাগত সামাজিক কুরীতি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মহিলাদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে ১ টাকায় স্যানিটারি ন্যাপকিন বিলি করা হচ্ছে। এসটিইএম অর্থাৎ সাইন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথামেটিক্সের ক্ষেত্রে মহিলাদের গবেষণা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য জোর দেওয়া হচ্ছে। NASSCOM-এর প্রেসিডেন্ট বর্তমানে দেবযানী ঘোষ।

মহিলা ও শিশু উন্নয়নমন্ত্রকে অন্তত ১৫টিরও বেশি স্কিম চলছে। আজকে E HAAT-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মহিলা বিক্রেতা নিজেদের উৎপাদন সরাসরি বিক্রি করতে পারছেন। মুদ্রা যোজনায় প্রাপ্ত অনুদানকারীদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই মহিলা। MSME-তে মহিলাদের বিশেষ করে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য বিশেষ সুযোগ, প্রশিক্ষণ ও অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ২০১৯ পর্যন্ত MSME-তে যে সমস্ত প্রজেক্ট জমা পড়েছে তার মধ্যে ১.৩৮ লক্ষ প্রজেক্ট হলো মহিলা এন্টারপ্রেনারদের।

International Women's day-তে শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। ১৩টি রাজ্যে ১৬টি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার ক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সরকারি দিক থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য যতটা সম্ভব প্রয়াস সমস্তটাই করা হচ্ছে। এবার দায়িত্ব আমাদের। মহিলাদের নিজেদের প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলিকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভর হওয়া ও স্বাবলম্বী হওয়ার সময় এসেছে। যেমন একজন মহিলা শিক্ষিতা হলে গোটা পরিবার শিক্ষিত হয়, তেমনি একজন মহিলা স্বাবলম্বী হলে পরবর্তী প্রজন্মকে স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা দেওয়া যায়। ২০৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভর করে তোলার যে লক্ষ্যমাত্রার কথা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা করেছেন সেই লক্ষ্যমাত্রাকে পূর্ণ করতে গেলে মহিলাদের সমান তালে অংশগ্রহণ করতে হবে। ■

প্রয়োজনে মেয়েদের মা দুর্গার ভূমিকা পালন করতে হবে

সন্তোষী রায় সরকার

দেশের কোথাও না কোথাও প্রতিনিয়ত মেয়েরা দুর্বৃত্তদের শিকার হচ্ছে। তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এইসব ঘটনা ১০০ বছর আগেও ঘটেছিল, এখনও ঘটে চলেছে। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের মাতৃসমাজকে জাগতে হবে। আজ মেয়েরা নিজের বাড়িতেও সুরক্ষিত নয়। তারই একটি বাস্তব ঘটনা আমি তুলে ধরছি। নিতান্ত গরিব ঘরের আদরের মেয়ে ঝর্ণা বর্মণ। বাড়িঘরের অবস্থা খুব ভালো নয়। ঝর্ণা সবেমাত্র ক্লাস টেনে উঠেছে। দিনটি ছিল ২০১৬ সালের ১৯ জানুয়ারি। প্রতিদিনের মতো সেদিনও রাতের খাওয়া সেরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। আর সেই রাত্রেই ঘুমন্ত মেয়েটি চুরি হয়। পরের দিন ক্ষতবিক্ষত বিবস্ত্র অবস্থায় মেয়েটিকে পড়ে থাকতে দেখা যায় বাড়ির কাছেই কাঁচা পায়খানার পাশে। দুর্বৃত্তরা দেহটিকে স্লাবের নীচে ঢোকানোর চেষ্টা করে। ঈশ্বরের কৃপায় তারা অবশ্য ব্যর্থ হয়। এই নৃশংস ঘটনায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশি তদন্তে তিনজন ধরা পড়ে। দুর্বৃত্তদের নাম— ওয়াসিম আক্রাম, হজরত মিঞা, অপিকুল মিঞা। প্রথম জনকে নাবালক সাজিয়ে হোমে পাঠানো হয়। বাকি দুজনের ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীও আছে। সঠিক বিচারের আশায় গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ মিছিল বের করার চেষ্টা করে একত্রিত হতে থাকে। কিন্তু প্রশাসন মিছিল বন্ধ করে দেয়। আর এই ঘটনা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। দুর্বৃত্তরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না পেলে তাদের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

আসামিদের বাঁচানোর একটা চক্রান্ত চলছে এটা জানতে পেরে আমরা মেয়েরা একত্রিত হই এবং আন্দোলনের জন্য তৈরি হই। আমরা জানি এই আন্দোলন অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টের হয়। একদিকে দুর্বৃত্তদের হুমকি, অন্যদিকে আইনের মারপ্যাঁচ। বাড়ি থেকে কোর্টের দূরত্ব ৪২ কিলোমিটার। অর্থ কোথা থেকে আসবে। তখন নির্বাচন প্রায় দোরগোড়ায়। আন্দোলন করলে অনেকের বাড়ির লোকের রুজি রোজগার বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও আমাদের কাছে আসে। এতকিছু সমস্যা সত্ত্বেও আমরা মেয়েরা সাহস দেখাই আন্দোলন করার। এফআইআর-এর কপি দেখে বুঝতে পারি, এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের মাধ্যমে কেসটা নরম করে লিখে ঝর্ণার দাদাকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় স্থানীয় দাদারা আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন। আমরা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সেবিকা বলেই এত বড়ো সাহস দেখাতে পেরেছি। আমরা মাতৃশক্তি জাগরণ মঞ্চ নামে সমিতি গঠন করে সিতাইয়ের বুকে অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে মিছিল করি। থানায় প্রতিদিন ডেপুটেশন দেওয়া শুরু করি। উপর মহলে বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশন দিই। এভাবে আমরা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাই। এরপর আমরা কামদুনি আন্দোলনের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করি।

প্রথম দিকে আমাদের মধ্যে বহু মহিলা ছিলেন কিন্তু নানা কারণে সংখ্যা ধীরে ধীরে সীমিত হয়ে পড়ে। আমরা আন্দোলনকে জোরালো করার জন্য কামদুনি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। তাতেও আমরা প্রশাসনের বাধার সম্মুখীন হই। কিন্তু সেই বাধাকে অগ্রাহ্য করে আমরা কয়েকজন কামদুনি পৌঁছাই। সেখানকার প্রতিবাদীদের সঙ্গে কথা বলে বৃহত্তর আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করি। এবং তাদের সিতাই আসার আমন্ত্রণ জানাই। বাড়ি ফিরে শুরু হয় কোর্টে লড়াইয়ের পালা। আইনের মারপ্যাঁচে একজন আসামি ছাড়া পায়। আমাদের লড়াইয়ের কারণে অন্য দুজন অনেক টাকা খরচ করেও জামিন নিতে পারে না। এক আসামির বাবার মুখে বলতে শোনা যায়— এই মহিলাদের জন্যই আমরা ছেলেদের জামিন করাতে পারছি না।

আমরা মায়েদের কাছে আর্জি জানাবো, সমাজের যেখানে এই ধরনের অনাচার ঘটবে সেখানেই যেন মায়েরা এগিয়ে আসে। তাহলেই আমরা সমাজকে রক্ষা করতে পারব। আমাদের মুখে না বলে কাজে করে দেখাতে হবে। এটা আমাদের সম্মান রক্ষার লড়াই, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। মায়েরা শুধু রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী হলে চলবে না, প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে মা দুর্গা, মা কালীর ভূমিকাও পালন করতে হবে। ■

নারীর প্রতি একশ্রেণীর পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন

সেজুতি রায়

প্রাচীনকাল থেকে নারীকে দুর্বল মনে করা হয়। আজ এই আধুনিক যুগে নারীদের সাহসী বলতে চাইলেও সেই চাওয়াটাকে বিদ্রূপ করা হয়। আজ স্মার্ট ফোনের যুগে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হলে কোনো কৃষ্ণ এসে বাঁচায় না। যারা নতুন সমাজের জন্ম দিয়েছে, যারা কৃষ্ণের মতো মানুষকে জন্ম দিয়েছে সেই নারীজাতি আজও লাঞ্ছিত। 'নারীরা কোনো অংশেই পুরুষের থেকে কম না' সেটা সবার মুখে মুখে আলোচিত। শিক্ষা, সংস্কার, ব্যবহারই নারীর পরিচয়। তবে সমাজ কেন সবক্ষেত্রে নারীদের দুর্বল মনে করে? আদৌ সেই সমাজ নারীদের ছাড়া চলবে? আজ দেশে প্রতিদিন নারীদের উপর অত্যাচারের কথা শোনা যাচ্ছে, কখনও লুকিয়ে বাল্য বিবাহ, কখনও বধূনির্যাতন, কখনও নির্মম ভাবে ধর্ষণ, তারপর হত্যা। সমাজ আজ নিজেদের শিক্ষিত বলে পরিচয় দিতে ব্যস্ত। এক শ্রেণীর মেয়েরা নারীবাদ প্রচার করতে ব্যস্ত। কিন্তু তা কতটা কার্যকর হচ্ছে?

আজ মেয়েদের সব থেকে বড়ো ভয় ধর্ষণ। সামাজিক মাধ্যমে জাস্টিস চাই বলে প্রচার চলছে, বড়ো বড়ো পোস্ট হচ্ছে। মোমবাতি মিছিল হচ্ছে। বড়ো বড়ো সভা হচ্ছে, ভাষণ হচ্ছে। সবাই বলছে মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখা উচিত। এটি খুব ভালো কথা। কিন্তু কিছু অমানুষের জন্য কেন মেয়েরা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকবে? পাঁচ মাসের শিশু কীভাবেই-বা নিজেকে রক্ষা করবে? ধর্ষিতা নারীর হিসাব না করে ধর্ষক সংখ্যার হিসাব করা হয় না কেন? মেয়েদের সাবধান হয়ে চলাফেরার কথা না বলে সেই অমানুষদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে কেন বলা হয় না? সমাজ মেয়েদের প্রতিবাদী হতে বলার জন্য ব্যস্ত। 'শিক্ষিতা নারী, সুন্দরী নারী' এসব কথার মানে কী? মাঝে মাঝে তো মেয়েদের ক্রিমিনাল মনে করা হয়। আজ না হয় একজন ধর্ষিতা হলো, হত্যা করা হলো, কাল তো সংখ্যাটা বেড়ে যাবে। এমন হতে হতে একদিন মেয়ে জাতটাই লুপ্ত হয়ে যাবে। তখন নারীহীন পৃথিবী চলবে তো?

যদি পোশাক, রাতে ফেরা, নেশা করা, এগুলোই ধর্ষণের কারণ হয় তবে নির্দিষ্ট একটা বয়সে সেগুলো মানা যায় কিন্তু এখন তো শিশুকন্যা থেকে বৃদ্ধানারীও ধর্ষিতা হন। কন্যাভ্রূণ নষ্ট করা হয়তো কমে গেছে, কিন্তু এখন হয়তো নারী হওয়ার করুণ পরিণতির ভয়ে কন্যাভ্রূণ নষ্ট করা শুরু হবে। নারী হওয়ার পরিণতি আজ মেয়েরা উপলব্ধি করতে পারছে। রাতে দেরি করে বাড়ি ফেরা সেই নারীর দোষ! হয়তো তিনি একজন চিকিৎসক হওয়ার জন্য সমাজের সেবা করতে গিয়েছিলেন। সেই সমাজই আজ তাকে ধর্ষণের পুরস্কার দিল। ধর্ষিতা নারী বেঁচে থাকলেও কি সমাজ তাকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে দিত? মোমবাতি মিছিলে হয়তো সেই ধর্ষকও শামিল হয়েছে। শুধু মোমবাতি মিছিল, মিডিয়ার কিছু বক্তব্য, বড়ো বড়ো মানুষের বড়ো বড়ো ভাষণ, বিভিন্ন উন্নয়ন, ক্ষতিপূরণ, সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যাসট্যাগ জাস্টিস — ব্যস, কর্তব্য শেষ। সেই হতভাগী নারীর গল্প সেখানেই স্তব্ধ।

আদিকাল থেকে মেয়েদের বিভিন্ন ভাবে হেনস্থা হতে হয়েছে। কখনও শিক্ষার দিক থেকে, কখনও অধিকারের দিক থেকে, কখনও বা মেয়ে হওয়ার অপরাধে। একজন মা জানেন তাঁর সন্তান হারানো কত কষ্টের। আর সমাজ জানে মেয়েদের রক্ষা মেয়েদেরই করতে হবে। এখানেই হয়তো ইতি সেই ধর্ষিতা নারীর কাহিনির। সমাপ্ত সেই ব্যথা, সমাপ্ত তার আর্তচিৎকার। আবার হয়তো এই দেশের কোথাও না কোথাও নতুন কোনো নারীর ওপর অত্যাচারের কাহিনি প্রচার হবে। নিজের আশেপাশে রক্ত-মাংসের দুর্গার করুণ কাহিনি এড়িয়ে গিয়ে মাটির দুর্গা পূজিত হবে। আনন্দে মেতে উঠবে মানুষ, ভুলে যাবে জ্যান্ত দুর্গাদের জীবন কত কঠিন, কত নির্মম।

যদি সত্যিই পরিবর্তন আনতে হয় তবে নারীদের সজাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমানুষদের মানুষ করতে হবে। ঘরে ঘরে নারীদের সম্মান দেওয়া শেখাতে হবে। কেউ নারীকে অসম্মান করলে তাকে চড় মেরে শোধরানো দরকার। স্কুলে স্কুলে 'নারী

সম্মান’ নামে নতুন এক বিষয় পড়ানো দরকার।

যেসব গালিগালাজ করে এই নতুন প্রজন্ম নিজেদের cool, stylish বলে আখ্যা দেয়, সেই গালিগালাজের বেশিরভাগ বর্ষিত হয় মেয়েদের লক্ষ্য করে। এইসব গালিগালাজ তাদের cool, stylish হয়তো করে তোলে না, তবে তাদের মধ্যে খারাপ মানসিকতার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত কিছু আজ বদলানো প্রয়োজন। এই গণতান্ত্রিক দেশে আজ জনসমাজের আওয়াজ ওঠানো দরকার। মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো আজ খুবই প্রয়োজন। ‘নারীর দুঃখ নারীই বোঝে’— এরূপ কথার কোনো প্রযোজন নেই। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এমন হওয়া চাই যাতে সেই রাস্তায় মেয়েরা রাতের অন্ধকারে নির্ভয়ে চলাচল করতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থা একটু বদলানো চাই, যাতে খারাপ মানসিকতা জন্ম হওয়ার আগেই তার খারাপ পরিণতির চিন্তা মাথায় আসে। সমাজের মানসিকতা এমন হোক যেখানে কোনো মেয়ের মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হলে সে যেন দোকান থেকে সানিটারি প্যাড নিঃসংকোচে কিনতে পারে। উন্নয়ন ব্যবস্থা এমন হোক যেখানে নারী পুরুষের তফাত করা হবে না। মানসিকতা এমন হোক কোনো নারীর প্রতি অন্যায় করার আগে নিজের মা-বোনের মুখ ভেসে উঠুক।

ধর্ষণের শাস্তি এমন হওয়া উচিত যেন কেউ ধর্ষণ করার আগে অনেকবার চিন্তা করে। বিভিন্ন দেশে এর শাস্তি বিভিন্নরকম। আমরা না হয় ভারতের নাগরিক হয়ে একটু কঠিন শাস্তির কামনা করতেই পারি। যে দেশে ‘বেটি বাচাও বেটি পড়াও’, ‘কন্যাশ্রী’র মতো উদ্যোগ রয়েছে সেই দেশে কি সেই মনুষ্যরূপী রাক্ষসদের পিষে মারা যায় না? যে দেশে মেয়েরা মা, সেই দেশে কি ধর্ষকদের জন্যেও উকিল রাখা যুক্তিসঙ্গত? আমাদের দেশে ধর্ষকদের কঠিন শাস্তি কাম্য। তারাও বুঝুক সেই ধর্ষিতা মেয়ের কষ্ট ,তাদের বাবা-মায়েরাও বুঝুক ধর্ষিতার মায়ের সন্তান হারানোর বেদনা। সমাজ বুঝুক ধর্ষণ হওয়ার জন্য মেয়েরা দায়ী নয়। ধর্ষণকামী নর রাক্ষসেরা শাস্তির ভয়ে কেঁপে উঠুক। ▮

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

পুনর্জাগরণের অস্ত্রশস্ত্র

আবীরা গঙ্গোপাধ্যায়

সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়েছে, কিন্তু যেহেতু সমাজের একশ্রেণীর পুরুষের মানসিকতা এখনো বদলায়নি, তাই সময় এসেছে নারীদের নিজেদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়ার। এর জন্য সবার আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষা যেন কেবল পুঁথিগত না হয়। শিক্ষা যেন হয় সর্বাঙ্গিক। যা চেতনার পরিপূর্ণতা ঘটায়, সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। নিজেকে রক্ষা করতে হাতে কেবল অস্ত্র তুলে নিলেই হবে না, তার আগে পরিবেশ পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝার মতো মনের গভীরতা তৈরি হওয়া জরুরি। অস্ত্র চালনার জন্য মানসিক গঠন দৃঢ় হওয়া জরুরি। এগুলো করতে পারে সঠিক শিক্ষা। যে শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত পরিবারের মধ্যেই, কন্যাসন্তান একটা নির্দিষ্ট বয়স অতিক্রম করলেই। কোনো বিচ্ছিন্ন শিক্ষা নয়। এ শিক্ষা হতে হবে নিরবচ্ছিন্ন, পর্যায়ক্রমে যা একটি অল্পবয়স্ক মেয়েকে মানসিক ও শারীরিক ভাবে সবল করে তুলবে। এক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। লাভজেহাদের আগ্রাসন সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। কিন্তু ক'জন আশপাশের পরিচিত অল্পবয়স্ক মেয়েদের এই বিষয়টা সম্পর্কে দায়িত্ব নিয়ে জানাই, বোঝাই। এ সমস্তকেই আনতে হবে শিক্ষার আওতায়। তবেই সচেতনতা, খারাপ ভালো বোঝার ক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা তৈরি হবে।

এর সঙ্গে দরকার আত্মরক্ষার কৌশল জানার জন্য ক্যারাটে, কুংফুর মতো বিষয়ের আবশ্যিক শিক্ষা। তবে মনে রাখতে হবে, জুডো-ক্যারাটে ইত্যাদি শেখার স্কুল শহরাঞ্চলে যতটা আছে গ্রাম বা মফস্‌সলে ততটা নেই। এগুলো ভালো ভাবে শিখতে ৪-৫ বছর মতো সময় লাগে। সেই সময় ও ধৈর্য বেশিরভাগ মেয়েরই থাকে না। শুধু তাই নয়, কাজ চালানোর মতো ক্যারাটে শিখতে গেলে নাক-মুখ ফাটবে, হাতে-পায়ে চোট লাগবে। কারণ মার খেতে খেতেই মানুষ মার দিতে শেখে। ক্যারাটে কুংফু শিক্ষা হলো একটা দীর্ঘমেয়াদি সাধনার ব্যাপার। তাই যাদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এমন কোনো অস্ত্র, যা রাখতে গেলে আইনের প্যাঁচে পড়তে হবে না। এমন কিছু যা চালানো সহজ। যা দিয়ে নিমেষে ঘায়েল হয় আক্রমণকারী। যাতে আক্রমণকারীর শারীরিক শক্তিও আর কাজে না আসে। বাজারে পাওয়া যায় এরকম বহু অস্ত্র। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে বাড়ির মেয়েদের খালি নতুন জামা আর সাজসজ্জার জিনিস কিনে দেওয়ার কথা না ভেবে অস্ত্র হাতে তুলে দেওয়ার কথাও ভাবতে হবে। এমন এক অস্ত্র তুলে দিতে হবে তাদের হাতে যার বলে বলীয়ান হয়ে রাস্তাঘাটে মেয়েদের চলাফেরা হবে খানিকটা নিরাপদ, দুশ্চিন্তা মুক্ত। এমনই কিছু অস্ত্রের খোঁজ, তার ভালো-মন্দ ও দামের একটা তালিকা দেওয়া হলো :

১. **ছুরি** : ছুরি যথেষ্ট ছোটো ও হালকা বলে একে বয়ে বেড়ানো সহজ। দামও সাধ্যের মধ্যে। তবে আত্মরক্ষায় ছুরি ব্যবহারের আগে কিছু বিষয় মাথায় রাখার দরকার আছে। প্রথমত, ছুরি নিয়মিত ধার দিতে হয়। ধার না দিলে ছুরি ভোঁতা হয়ে যায় এবং বিপদের মুহূর্তে তার কার্যকারিতা হারায়। দ্বিতীয়ত, ধারালো ছুরি ব্যাগে রাখলে ব্যাগ কেটে যেতে পারে, পকেটে রাখলে পকেট কেটে শরীরে বিঁধে রক্তারক্তি কাণ্ড হতে পারে। অতএব ধারালো ছুরি অবশ্যই নির্দিষ্ট খাপের মধ্যে রাখতে হবে। ছুরির ধারে যেন খাপটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তৃতীয়ত, একের বিরুদ্ধে এক লড়াইয়ে ছুরি অত্যন্ত কার্যকর হলেও একের বিরুদ্ধে অনেকের লড়াইয়ে ছুরির ক্ষমতা সীমিত। কারণ অনেকে মিলে একজনকে আক্রমণ করলে অনেককে একই সঙ্গে ছুরি মারা যায় না। চতুর্থত, ছুরির আঘাতে যেহেতু স্থায়ী শারীরিক ক্ষতি এমনকী মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ছুরি ব্যবহার করলে আইনি জটিলতায় জড়ানোর সম্ভাবনা থাকছে। পঞ্চমত, ছুরি নিয়ে মেট্রো রেল বা প্লেনে যাতায়াত করা যায় না। এমনকী হোটেল, শপিং মলের মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও ছুরি নিয়ে ঢোকার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

২. **রেপ হুইসেল** : এটা মূলত একটা অত্যন্ত জোরালো আওয়াজের বাঁশি, যেটা আশেপাশের মানুষকে সতর্ক করে দেয়। এর শব্দ মাত্রা হয় ১০০-১২০ ডেসিবেলের মতো। দাম সাধ্যের মধ্যে হলেও এটা আত্মরক্ষায় কোনো প্রত্যক্ষ সাহায্য করে না। কেবল তীব্র আওয়াজে লোকজনকে সচেতন করার কাজ করে। ফলে আক্রমণকারীরা ভয় পেয়ে বা ঘাবড়ে গিয়ে চম্পট দিতে পারে। এটা আত্মরক্ষা করতে পরোক্ষে সাহায্য করে।

৩. **স্টান গান** : তুলনামূলক ভাবে দামি অস্ত্র। এটা একটা

চৌকো বা গোলাকার আকৃতির যন্ত্র। এর মুখের অংশটি আততায়ীর গায়ে ঠেকিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শো থেকে কয়েক হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক ঝটকা মারবে। আততায়ী অনেকক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। তবে এই স্টান গানের যে ব্যাটারি সেটিকে নিয়মিত চার্জ দেওয়া দরকার, যাতে বিপদের সময়ে এটি সম্পূর্ণ কার্যকর অবস্থায় থাকে। ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে গেলে বা কমে গেলে এতে তেমন একটা লাভ হবে না।

৪. **টেজার গান :** ঠিক স্টান গানেরই মতো। তবে আরও অনেক দামি। আনুমানিক দাম ২০-২৫ হাজার টাকা। টেজারের বৈশিষ্ট্য হলো, এটা বেশ কয়েক ফুট দূর থেকে তাক করে আততায়ীর দিকে ছোড়া যায়। এতে সাধারণত কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয় না, তবে আততায়ী বহুক্ষণের জন্য শারীরিক ভাবে অসাড় হয়ে যায়। তবে টেজার গান কিনতে সরকারি লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়।

৫. **আগ্নেয়াস্ত্র :** পিস্তল, বন্দুক, রিভলভার ইত্যাদি হলো আগ্নেয়াস্ত্র। দাম মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। লাইসেন্স পাবার অনেক আইনি জটিলতা আছে। আততায়ীর স্থায়ী শারীরিক ক্ষতি এমনকী মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম। ফলে অসাবধানতাবশত আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়ে দিলে আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রচণ্ড।

৬. **পেপার স্প্রে :** পেপার হলো লঙ্কা। এই লঙ্কা গুঁড়োর অত্যন্ত ঘন মিশ্রণ হচ্ছে পেপার স্প্রে। এর দাম ১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত যা কিছু হতে পারে। গুণমানের উপর দাম নির্ভরশীল। তবে সাধারণ লঙ্কার থেকে পেপার স্প্রে অন্তত ৫০০ গুণ বেশি ঝাল। ফলে এই স্প্রে আততায়ীর চোখে মুখে ছুঁড়ে দিলে প্রচণ্ড হাঁচি-কাশি, চোখ-নাক জ্বালায় জ্বলতে থাকবে ২০ মিনিট থেকে তিন ঘণ্টা। এটা ৫-১০ ফুট দূরত্ব রেখেও ছোড়া যায় এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ৫-৬ জনকে একসঙ্গে কাবু করা যায়। এই কারণেই পৃথিবীর অনেক দেশে পুলিশবাহিনী দাঙ্গাবাজ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের মতন পেপার স্প্রেও ব্যবহার করে থাকে। তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে বদ্ধ ঘরে বা ট্রেনের বন্ধ কামরায় কিংবা ভিড় বাজারে এই পেপার স্প্রে ছুঁড়লে আততায়ীর সঙ্গে পাশের অন্যান্যরাও আহত হতে পারেন। ফলে এইসব জায়গাতে পেপার স্প্রে ব্যবহার না করাই ভালো।

মনে রাখতে হবে, আজ অনেক এগিয়ে গেছে হিন্দু নারীরা। যে কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে নারীদের। কিন্তু তার পরেও এক শ্রেণীর পুরুষ নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে এখনো প্রস্তুত নয়। নারীকে তারা মনে করে ভোগের বস্তু, যৌন পরিতৃপ্তি মেটানোর উপাদান। শারীরিক ভাবে কম শক্তির অধিকারীর ওপর শারীরিক শক্তির আস্ফালনকেই এরা পৌরুষ মনে করে। মূলত এই শ্রেণীর পুরুষের কাছেই নারী সুরক্ষিত নয়। এদের দ্বারাই নারী ধর্ষিতা, অপমানিতা, লাঞ্ছিতা হয় বারবার।

অথচ সনাতন হিন্দু ধর্মে দেবীদের জয়জয়কার। অসুর বধে অর্থাৎ দুষ্টের দমনে দেবদের থেকে অনেক বেশি সক্রিয় দেবীরা। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তার মানে নারীর শারীরিক শক্তি এবং মানসিক উৎকর্ষকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে আমাদের হিন্দু ধর্মে। ধর্ম চেতনা সনাতন হলেও সমসাময়িক সময় তাতে ছায়া ফেলে যায়। সময়ের হাত ধরে, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে অগোচরেই বদলায় ধর্মপালনের রীতিনীতি। তাই হিন্দু ধর্মে দেবীদের যে অবস্থান তার কোনো ছায়া নেই প্রাক ব্রিটিশ আমলে বা ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকের সমাজে — নারীদের অবস্থানে। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাই সেদিন এগিয়ে আসতে হয়েছিল হিন্দু নারীকে যথার্থ সম্মানের জায়গায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁদের তৈরি নবজাগরণের আদর্শ আজ ফিকে হয়ে এসেছে। সেজন্যই চাই পুনর্জাগরণ। নারীর হাতে অস্ত্র থাকুক, নিজের রক্ষা নিজেই করুক।

AVIMA EXPORTS (P) LTD.

Exporters of Quality Jute Goods & Rice

91A/1, Park Street, Office No - 2
Kolkata-700 016
Phone : 40050050 / 51
Fax : 2243 2659, 40050071
e-mail : info@juteonline.com

অস্ত্র ধরো মেয়ে, অস্ত্র ধরো

মিতালি মুখোপাধ্যায়

সনাতন ধর্মে নারীর মর্যাদা অনেক উপরে। বৈদিকযুগে নারীরা কোথাও ছিল সমমর্যাদায় আবার কোথাও ছিল সমাজের উচ্চাসনে। গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, অনসূয়া, অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় নাম তাঁর প্রমাণ। যুগে যুগে এই বঙ্গভূমিতেও অনেক বীরাঙ্গনা আমরা দেখা পাই। ভুরশুটের রানি ভবশঙ্করী, নাটোরের রানি ভবানী, চুয়াড় বিদ্রোহের নেত্রী রানি শিরোমণি থেকে রানি রাসমণি— এঁরা সকলেই বাঙ্গালি নারীর গর্ব। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরানী'তে সাধারণ গাঁয়ের মেয়ে প্রফুল্ল নিজের সাহস ও বুদ্ধিতে অস্ত্র ধরেছিলেন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। তার সুনিপুণ মহিলা লাঠিয়ালের দল কোনো অংশে পুরুষদের থেকে কম ছিল না। দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ বা সীতারামেও আমরা পেয়েছি নারী চরিত্রের সাহস ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ। রাজপুত নারীরা রাজ্য বাঁচাবার প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে শত্রু নিধন বা সম্মান বাঁচানোর জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জহরব্রত পালনের বহু উদাহরণ রেখে গেছেন ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু মুঘল আমল থেকে নারী নিজের ধর্ম বাঁচাবার জন্য বাধ্য হলো পর্দার আড়ালে যেতে। নবাবি আমলে এই প্রথা আরও বিকৃত হয়ে শুরু হলো সমাজের অভিশাপস্বরূপ বাল্যবিবাহ বা সতীদাহ প্রথা। কুরীতি ও কুশিক্ষা কুজ্ঝটিকার মতো গ্রাস করে নারীকে এনে দিল এক অন্ধকারময় জীবন। কয়েক শতক ধরে চলেছিল এই দুর্বলতা ও অশিক্ষার বেড়জাল। মুক্তির স্বাদ এল বঙ্গীয় নবজাগরণের হাত ধরে। সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, ভগিনী নিবেদিতার আলোকে আলোকিত নারী শিক্ষা ও আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষা পেল। ঘরে ও বাইরে সমান তালে সব জায়গাতেই নিজের যোগ্য আসন আদায় করে নিল। কিন্তু তারই সঙ্গে সুযোগ বুঝে বাড়ল নারীর উপর নির্যাতন। নির্ভয়া হোক বা প্রিয়াঙ্কা, কামদুনি হোক বা ক্যানিং, তিলজলা হোক বা তেহট্ট, ৩ বছরের শিশু থেকে ৭০ বছরের সন্ন্যাসিনী, ভিড়ে ঠাসা ট্রেন বাস হোক বা অফিসের একলা কেবিন, ভরা বাজার হোক বা নির্জন রাস্তা, আজকের নারী কোথাও সুরক্ষিত নয়। আজ আর কোনো শ্রীকৃষ্ণ আসবেন না দ্রৌপদীর লাজ রক্ষা করতে।

গত ক'মাস ধরে পুরো বিশ্ব যেখানে করোনা মহামারীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে, মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে দু' কোটির উপরে, মৃতের পাহাড়ে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি প্রিয়জনের ঠিকানা, তখনো কিন্তু থেমে নেই মেয়েদের উপর নারকীয় অত্যাচারের ঘটনা। লকডাউনের মধ্যেই সুপরিকল্পিত ভাবে ঘটে চলেছে একের পর এক লাভজিহাদের ঘটনা, হত্যা, গণধর্ষণ ইত্যাদি। উত্তর দিনাজপুরের মাম্পি সিংহ বা উত্তর প্রদেশের তিন বছরের হতভাগ্য শিশু বা রানাঘাটের ৭০ বছরের সন্ন্যাসিনীর বলাৎকারের ঘটনা আমাদের আধুনিক সভ্যতার উপর এক চরম চপেটাঘাত। এরকম আরও উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নির্যাতনের সংখ্যা গুণে ভয় পেয়ে ঘরে লুকিয়ে পড়ার দিন চলে গেছে। এবার ঘুরে দাঁড়াবার পালা। আমাদের আরাধ্য দেবদেবীরাও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। সেই কারণেই বেদ পুরাণেও হিন্দুধর্মের দেবদেবীরা প্রায় সকলেই অস্ত্র সজ্জিতা। তাদের প্রয়োজন মতো অস্ত্র ধারণ করতেন তারা, যেমন স্থপতি বিশ্বকর্মার অস্ত্র আলাদা, কার্তিকেয়র তির ধনুক বা দেবী দুর্গাকে দেবতাগণ মিলে দিব্য আয়ুধে সজ্জিতা করে পাঠিয়েছেন দেবশক্তিকে অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আজ মেয়েদের দশভুজা দুর্গার মতোই সামলাতে হয় ঘর এবং বাইরের জগতের অনেক অসুরকে। তাহলে মা দুর্গার হাতে অস্ত্র শোভা পেলে, মায়ের মেয়েদের হাতেই বা কেন খালি থাকবে? ৬ মাস বয়সে যেমন শিশুর অন্নপ্রাশন হয়, ৫ বছর বয়সে হয় হাতেখড়ি; ঠিক সেভাবেই কৈশোরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হোক আত্মরক্ষার অস্ত্র। মেয়েদের সর্বক্ষণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হতে পারে একটি সঠিক অস্ত্র। বিপদ থেকে রক্ষা পেতে যার জুড়ি মেলা ভার। আর বিপদের বন্ধুই তো আসল বন্ধু। স্ব-রক্ষায় এই আত্মনির্ভরতা নারীকে একটা বিরাট মানসিক শক্তি জোগাবে। ফিরে আসুক বীরাষ্টমী ব্রত, ফিরে আসুক সরলাদেবী চৌধুরানীর প্রতাপাদিত্য উৎসব, তারই সঙ্গে

শক্তিরূপা মা দুর্গার পূজায় তৈরি হোক এক নতুন ঐতিহ্য। বাড়ির মেয়েদের নতুন বস্ত্রের সঙ্গে দেওয়া হোক নতুন অস্ত্র। নারী অধিকারের পক্ষে কাজ করা সংগঠনগুলিও এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে শুধু অস্ত্র রাখলেই কিন্তু মুক্তি আসবে না। চাই তার যোগ্য ব্যবহার। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাঙ্গলা মা তার মেয়েদের সত্যিই রেখেছে বাঙ্গালি করে, মানুষ করেনি। প্রকৃতিগত, ভৌগোলিক নানা কারণে এবং যথাযথ শিক্ষার অভাবে আমাদের ঘরের মেয়েরা ভীরু এবং লজ্জাশীলা। দরকারের সময় অস্ত্রের ব্যবহার করার জন্য চাই সুস্থ ও সবল শরীর, স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রাসী মনোভাব ও সাহসী চাল চলন। অর্থাৎ অস্ত্র হাতে পেলেই হবে না। তার ব্যবহারের জন্য চাই শারীরিক ও মানসিক শক্তি।

শারীরিক শক্তির জন্য বিভিন্ন মার্শাল আর্ট (জুডো, ক্যারাটে, কলারিপয়াত্তু) শহরের দিকে বেশ খানিকটা প্রচলিত হলেও গ্রাম বা মফস্বলের দিকে এসবের তেমন প্রচলন নেই। কিন্তু গ্রামেগঞ্জে হা ডু ডু, খো খো, লাঠি খেলা, সাঁতার, গাছে চড়া ইত্যাদির মধ্যে শরীরচর্চার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এইরকম দৌড়ঝাঁপের মধ্যে দিয়ে শরীর চালনার অভ্যাস ও স্বতঃস্ফূর্ততা দুটোই তৈরি হবে।

মানসিক শক্তি তৈরি করতে পারে নিয়মিত যোগব্যায়াম ও ধ্যান। মহান সনাতন হিন্দু ষড় দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক দর্শন হলো এই যোগ। যোগ আমাদের বৈদিক যুগ থেকে সদাবহমান। যোগাভ্যাসে শুধু মানসিক বিকাশই হয় না। নিয়মিত যোগ ও ধ্যান, ধর্মপুস্তক পাঠ ও ধর্মাচরণে আত্মশুদ্ধি ঘটে। আমরা ভিতর থেকে আলোকিত হই। অস্ত্র ধারণ ও তার সঠিক ব্যবহারের জন্য যে মানসিক শক্তির দরকার হয়, প্রতিদিনের যোগাভ্যাস আমাদের মধ্যে সেই শক্তি জাগিয়ে তুলতে যথেষ্ট উপযোগী। তার সঙ্গে অবশ্যই চাই সুষম খাদ্যাভ্যাস ও সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা। সৎ ও সাহসী মানসিকতা, সঠিক দিনচর্যা ও নিয়মানুবর্তিতা আমাদের শারীরিক শক্তির সঙ্গে মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জোগায়।

মেয়েদের উচিত নিজের সুরক্ষার জন্য এবং কন্যা সন্তানদের সুরক্ষিত রাখতে কিছু গাইড লাইন মেনে চলা।

১. ছোটো বাচ্চাদের নিজেদের ভালো-মন্দ বোধ থাকে না। তাই তাদের দায়িত্ব সব থেকে বেশি মা-বাবার। স্কুলে যাওয়া, টিউশন যাওয়া, পার্কে যাওয়ার সময় গাড়ির চালক, সহকারী, পুরুষ শিক্ষক, পুরুষ কাজের লোক, এদের সবার ব্যাপারে চোখ কান খোলা রাখতে হবে। পাশের বাড়ি, ফ্ল্যাট বা ঘর থেকে আসা কোনো স্বল্প পরিচিত পুরুষকে চোখবন্ধ করে বিশ্বাস না করা, পুরুষদের কন্যাসন্তানের কাপড় বদলানো বা স্নান করানোর দায়িত্ব না দেওয়া, ঘরে পুরুষ চাকর থাকলে তার স্বভাব ও গতিবিধির উপর নজর রাখা।

২. তিন বছরের হলেই শিশুকে 'স্বাভাবিক ছোঁয়া'(গুড টাচ) ও 'অস্বাভাবিক ছোঁয়া'(ব্যাড টাচ) বুঝিয়ে দেওয়া বাড়ির কোনো মহিলা বা মায়ের অবশ্য কর্তব্য।

৩. ৮ বছর বয়স হলেই মেয়েদের যৌনতা, অশ্লীলতা, নোংরা ছবি, যৌন হেনস্থা এগুলো না লুকিয়ে খুব সংযত ও যত্নের সঙ্গে বুঝিয়ে বলতে হবে। কেউ যদি আদর করার ছলে অসভ্যতা করে ভয় না পেয়ে যেন সে চিৎকার করে এবং মাকে সব কথা জানায়। ৮ থেকে ১২ বছরটা ছেলে মেয়ে উভয়েরই চারিত্রিক গঠনের বয়স। তাই মা-কে বন্ধু হয়ে এই সময়টা সন্তানের মনের পাশে থাকতে হবে।

৪. মেয়ে কৈশোরে পড়লে তাকে বন্ধুর মতো সব বোঝাতে হবে যাতে শারীরিক পরিবর্তনের জন্য সে রাস্তাঘাটে বিপদে না পড়ে। এই সময়টাই সবথেকে কঠিন সময়, তাই এই সময় বন্ধু হয়ে তার পাশে থাকা খুবই জরুরি।

৫. মেয়ে কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে, তার বন্ধু কারা, তার মোবাইলের চার্জ কে ভরে দিচ্ছে, নতুন কোনো প্রসাধন বা নতুন পরিচ্ছদ কোথা থেকে আসছে, কী ধরনের মুভি বা সিরিয়াল সে পছন্দ করছে এগুলির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। কারণ এসবের কুপ্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

৬. আশেপাশে কোনো সামাজিক অপরাধ হলে, বিশেষত কোনো শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটলে তা নিয়ে মেয়েকে কাছে বসিয়ে খোলা মনে আলোচনা করা, তার মতামত জানতে চাওয়া ভীষণ জরুরি। মাঝে মাঝে তার বন্ধুদের বাড়িতে ডাকা, সবাই মিলে একসঙ্গে কোথাও ঘুরে আসার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে স্বচ্ছ সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার।

৭. মেয়ে যখন বাড়ি থেকে একা বেরোবে তার মোবাইলে অবশ্যই স্থানীয় থানা, হাসপাতাল ও পুলিশের ইমারজেন্সি নম্বর রাখা এবং তার ব্যবহার খুব ভালো করে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৮. বিপদে পড়লে মোবাইলে বা পকেটে একটি তীক্ষ্ণ শব্দযুক্ত সিটি রেখে পরিস্থিতি অনুযায়ী তার সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। তাও যদি সম্ভব না হয় ভয় না পেয়ে গলায় সমস্ত জোর একত্র করে চীৎকার করা দরকার।

৯. রাজ্য পুলিশ অ্যাপ ও নারী সুরক্ষার জন্য দরকারি অন্যান্য অ্যাপও মেয়েদের ডাউনলোড করে রাখা উচিত যাতে প্রয়োজনে তার ব্যবহার করা যায়।

১০. রাতে একলা বাড়ি ফিরতে হলে জনবহুল রাস্তা একটু দীর্ঘ হলেও নিরাপদ। মেয়েদের নিজেদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উপর ভরসা রাখতে হবে। বিপদের গন্ধ পেলেই আশপাশের লোকের সাহায্য নেওয়া, একা ট্যাক্সিতে উঠলে ট্যাক্সির নাম্বার, ড্রাইভারের নাম ও ছবি নিয়ে তাকে জানিয়ে বাড়ির লোককে পাঠিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

১১. মেয়েদের মার্শাল আর্ট বা ওই ধরনের আত্মরক্ষার শিক্ষা ছোটোবেলা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে রাখতে হবে। নাচের ক্লাস, গানের ক্লাসের থেকে ক্যারাটে ক্লাসে যাওয়া অনেক বেশি

দরকারি। তাছাড়াও নিয়মিত খেলাধুলার জন্য নির্ধারিত সময় রাখতে হবে। সময় ও প্রয়োজন মতো কাউন্সিলিং টিনএজার মেয়েদের খুব দরকার। অবাধ্য হলে বা বাড়িতে গাইড করার তেমন কেউ না থাকলে অনেক সংস্থা বা মনোবৈজ্ঞানিক কেন্দ্র আছে তাদের সাহায্য নিতে হবে।

১২. যে সব মেয়ে বাইরে বেরোতে বা রাত করে ফিরতে বাধ্য হয়, তারা অবশ্যই নিজেদের রক্ষাকবচ হিসেবে কোনো না কোনো অস্ত্র সঙ্গে রাখবে। ভিড় জায়গায় হেনস্থা থেকে বাঁচতে সেফটিপিনও খুব কার্যকরী অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। আবার নির্জন জায়গার জন্য লঙ্কার গুঁড়োর একটা স্প্রে বা ছুরির মতো সাধারণ অস্ত্র কীভাবে সুবিধাজনক জায়গায় রেখে যথাসময়ে ব্যবহার করা যায় তার মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই সেরে রাখতে হবে। কারণ বিপদ কখনো বলে-কয়ে আসে না।

১৩. একা একটি মেয়ে যদি অনেকের হাতে আক্রান্ত হয় তখন নিজের উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসই কেবল সম্বল। আঘাত করতে হবে জায়গা বুঝে। আক্রমণকারীর শরীরের দুর্বলতম স্থানে। চোখ, থুতনির নীচে, কানের পিছনে, দুই পায়ের ফাঁকে আঘাত করলে ফল পাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

১৪. এর পরেও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেলে সবার আগে বাড়ির লোককে জানানো, তাদের সঙ্গে নিয়ে লোকাল থানায় এফআইআর করা, অপরাধীদের চিহ্নিত করতে আইনকে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে পরিবার ও প্রতিবেশীদের উচিত নির্যাতিতার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে মানসিক ভাবে সাহস ও শক্তি জোগানো।

১৫. বাড়িতে যেসব মহিলা কাজ করে অনেক ক্ষেত্রেই তারা যৌন নিগ্রহের শিকার হয়। এক্ষেত্রে অপরাধী যে কোনো বয়সের হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ হারাবার ভয়ে নির্যাতিতা মুখ বুজে এই অত্যাচার সহ্য করে। যা এই ধরনের অপরাধীদের সাহস বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এই ক্ষেত্রে সব থেকে ভালো অস্ত্র হলো লোক জানাজানি।

তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, নারী সুরক্ষার কথা ভাবতে গিয়ে আমরা কোনোভাবে পুরুষের অধিকার বা পুরুষের মনোকষ্টের কারণ না হই। নারী অধিকার রক্ষাতে যুগে যুগে পুরুষরাও এগিয়ে এসেছেন। কারণ তাঁরাও কোনো মেয়ের দাদা, বাবা, ভাই, কাকা, স্বামী ইত্যাদি। ফলে ঘরের মেয়েরা শারীরিক ভাবে নিগৃহীত হলে, ঘরের পুরুষটিও মানসিক ভাবে নির্যাতিত হন।

নারী ও পুরুষ দুই-ই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই প্রতিটি বালকের ছোটোবেলা থেকে মানসিক ও চারিত্রিক গঠনের দায়িত্ব তার মায়েদের উপরেই। ছেলেদের পর্নোগ্রাফির মতো বিভিন্ন অশ্লীল ছবি দেখার বদভ্যাস থেকে দূরে রাখা এবং তাদের অসৎ সঙ্গে পড়তে দেখলে সাবধান করাটা বাড়ির লোকদের অবশ্য কর্তব্য। নারী পুরুষ মিলে একসঙ্গে দায়িত্ব নিতে হবে সমাজ ও পরিবারের মানসিক সুস্থতার জন্য। তবেই আমরা গড়তে পারব আগামীদিনের এক নির্ভয় সুস্থ সুন্দর সমাজ। সমস্বরে বলতে পারবো 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে...।' আমাদের ধর্মেই আছে সেই অমোঘ বাণী :

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।।

(লেখিকা একজন শিক্ষিকা, সমাজ সংগঠক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং একটি নারী সংগঠনের সহ-সভানেত্রী)

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,

Kolkata-700 007 (s) 2272-5487

Mob : 9331105467

যদি একটা অস্ত্র থাকত

সোমা হালদার

সেদিনটা ছিল আর পাঁচটা দিনের মতোই একটা দিন। দশম শ্রেণীতে পড়ি। বয়স সবে পনেরো ছাড়িয়েছে। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। পড়ার চাপ আছে, সঙ্গে প্রত্যাশার চাপও। বাড়ির লোক, স্কুলের দিদিমণিরা সবাই ভাবতেন আমি মস্ত একটা কিছু করব। এ ধরনের চাপ সামলানোর ক্ষমতা আমার বরাবরই ভালো। আমিও চাইতাম ভালো নম্বর আসুক, আত্মীয়-বন্ধুরা একটু ধন্য ধন্য করুক। পুজোর আনন্দটা নিজেই কেটে ছোটো করে নিয়েছিলাম ভালো করে পড়ব বলে। পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট তো আর এমনি এমনি আসে না, তার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সবাই আনন্দ করেছে, ঠাকুর দেখেছে। আমি কিন্তু বই ছেড়ে নড়িনি। ঘরে বসে শুধু পড়েছি আর ঘুমানোর আগে প্রার্থনা করেছি যাতে সবার আশা পূরণ করতে পারি।

লক্ষ্মীপুজার পরদিনই টিউশন পড়তে গেছিলাম দিদির কাছে। কয়েক কিলোমিটারের পথ। গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে এটা খুব বেশি দূরত্ব নয়। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ে দেখলাম, আকাশে ঘন কালো মেঘ জমেছে। বেরোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেলাম মায়ের ডাকে। মা আমাকে টুকুন বলে ডাকতেন। বললেন— 'আজকের দিনটা ছেড়ে দে টুকুন। কালকে যাস'! তখন সবে তিনটে বেজেছে। পড়ে ফিরে আসব ছটার আগেই। এসব বলে মাকে আশ্বস্ত করে বেরিয়ে পড়লাম। জোর পায়ে হাঁটছিলাম। মনে একটা কাঁটা খচখচ করছিল। মা কেন পিছু ডাকল? পিছু ডাকলে তো বেরোতে নেই।

মনের অবাধ্য কুসংস্কারটাকে বাগে আনতে পা চালাচ্ছিলাম আরও জোরে। অঙ্কের দিদি খুব ভালো। আমার মনের অবস্থা বোধহয় তিনিও টের পাচ্ছিলেন। পড়া শেষ করে সেদিন তাড়াতাড়িই ছেড়ে দিলেন। বাইরেটা তখন ওই বিকেল পাঁচটাতেই প্রচণ্ড অন্ধকার হয়ে এসেছে। তাই বেরিয়ে আবার পা চালালাম। বৃষ্টি শুরুর আগেই ঘরে ফিরতে হবে। মাঝরাস্তায় আসতেই শুরু হলো তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। ছাতা দিয়ে কোনো লাভ নেই। ঝড়ের দাপটে ছাতা উলটে যাচ্ছে। কোনোরকমে একটা ক্লাবঘরের চালার তলায় আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টি একটু ধরলে দেখি রাস্তায় একটাও লোক নেই। দোকানপাট সবের ঝাঁপ বন্ধ।

আবার হাঁটা শুরু করলাম। ঝড় থেমে গেলেও বৃষ্টি টিপটিপ করে পড়ছে। একটু এগিয়ে দেখি রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়াও কিছু নেই। অটোরিকশা স্ট্যান্ডে একটা অটোও নেই। সবাই বাড়ি পালিয়েছে। আমি একাই বোকার মতো বেরিয়েছি। মায়ের কথা না শোনার জন্য নিজের উপরই খুব রাগ হতে লাগল। হনহন করে হাঁটছি, হঠাৎ মনে হলো কিছু একটা আসছে। খুব কাছেই, আমার পিছনে। ব্যাপারটাকে বিশেষ পাত্তা দিতে চাইলাম না। এখনও ছটা বাজেনি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে ঢুকে যাব।

বাড়ি ফেরার পথে একটা সুরকির রাস্তা পড়ে। তার দু'পাশে গাছপালাগুলো এত ঘন যে প্রায় জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। অন্ধকার হয়ে গেলে এই জায়গাটা দিয়ে যেতে একটু ভয় ভয়ই করে। আজকে এই জায়গাটা পেরোতে গিয়ে মনে হলো কিছু একটা খুব দ্রুত গতিতে আমার দিকেই এগোচ্ছে। শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালাম। একটা সাইকেল রিকশা আসছে। একদম ফাঁকা, কোনো সওয়ারি নেই। রিকশাটা একেবারে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল— 'ও মামণি যাবা নাকি'? লোকটার মামণি বলার ধরনটা কেমন একটা লাগল। আমি লোকটার মুখের দিকে ভালোভাবে তাকালাম। কঠিন, ভাবলেশহীন মুখ; এই মুখ দেখে মন-মানসিকতা বোঝা দুষ্কর। উত্তর দিতে এক মুহূর্ত দেরি হয়েছে কী হয়নি, লোকটা ঘোঁত করে একটা আওয়াজ দিয়ে রিকশা চালু করল। রিকশা নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে আমি থতমত খেয়ে ডাকলাম। লোকটা থামল। ধীরে ধীরে হেঁটে রিকশায় উঠতে গিয়ে দেখি রিকশার পিছনে লেখা 'সাইফুল মনিরুল'।

রিকশায় উঠে বসতেই লোকটা প্রচণ্ড জোরে রিকশা

চালাতে শুরু করল। বৃষ্টিতে রাস্তা এমনিই পিছল, তার উপর খানা খন্দ আছে, জায়গায় জায়গায় জল জমেছে। লোকটার কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। রিকশাটাকে পুরো পক্ষীরাজের মতো উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এত জোরে রিকশা চলতে দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। চেঁচিয়ে বললাম— 'দাদা, আস্তে চালান'! লোকটা খুব রূঢ় গলায় বলল— 'এই, চেল্লাবি না। ধরে বস।' আমি বুঝতে পারছিলাম এই আচরণ অস্বাভাবিক। কিন্তু এই ছুটন্ত রিকশার মধ্যে বসে সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। আমার মাথা কাজ করছিল না। শরীরটা অজানা আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছিল।

ওই অবস্থাতেও আমি শুনতে পেলাম, রিকশাওলা কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছে। 'তৈরি থাক, এসে গেছি'— স্পষ্ট কানে এল। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রবল জোরে চিৎকার করে আমাকে জানিয়ে দিচ্ছিল— সাবধান, সামনে বিপদ। এমন পরিস্থিতিতে পড়ার অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। তাই ধীরে ধীরে আমার স্নায়ুগুলো নুইয়ে গুটিয়ে যাচ্ছিল। নিয়তির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছিলাম। রিকশাটা থামতেই কয়েকজন সেটাকে ঘিরে ধরল। আমাকে টেনে নামাতেই রিকশাওয়ালা মুহূর্তের মধ্যে দূরে মিলিয়ে গেল।

আমি বুঝলাম, আমি একটা আটঘাট বাঁধা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়েছি। রাস্তায় একলা মেয়ে দেখলে এই রিকশাওয়ালা তাকে নিজের রিকশায় তুলে নেয় আর ভুলিয়ে ভালিয়ে এই বখাটে ছেলেদের অঞ্চলে নামিয়ে চলে যায়। হয়তো কিছু পয়সাও পায় এসবের জন্য। এরকম কিছু গল্প শুনেছিলাম কানাঘুষোয়। কিন্তু নিজেই যে সেটার শিকার হয়ে যাব, এটা কল্পনাতেও আসেনি।

এই জায়গাটাকে আমি চিনতে পারছিলাম। এটা হাটখোলা গ্রাম, এ গ্রামে অনেক ইটভাটা আছে। আমাদের গ্রাম থেকে অনেকেই এসব অঞ্চলে মজুরি খাটতে আসেন। এই ইটভাটাগুলোয় অনেক রকম অসামাজিক কাজকর্মই চলে। প্রশাসন চোখ বন্ধ করে থাকে আর পুলিশ এসব জায়গায় ঢুকতে ভয় পায়। আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল জনা পাঁচেক ষণ্ডামার্কা লোক। আমি বাধা দেবার মতো শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার মরা মুখ নিজেরই চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আমার মনে পড়ছিল, আমাদের রান্নাঘরে রাখা বিরাট বড়ো আঁশবটিটার কথা। চার-পাঁচ কিলোর পাকা রুই, প্রমাণ সাইজের বড়ো কাতলার মুড়ো ঝপাঝপ কাটা যায়। ঠাকুরঘরে একটা ভারি কাটারিও আছে নারকেল ছাড়ানোর জন্য। এদের মাথাগুলো কী নারকেলের থেকেও শক্ত, কাতলার থেকেও ভারী?

আমাকে নিয়ে বোধহয় ইটভাটার খুব কাছে এসে পড়েছিল, গলগল করে ধোঁয়া উঠছিল আশেপাশেই কোথাও থেকে। ততক্ষণে পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে। কোথাও কোনো আলো নেই। হঠাৎ একটা ভটভটির আওয়াজে সবাই থমকে গেল। একজন আমার মুখ চেপে ধরল, আমাকে আড়াল করতে সামনে আর দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেল কজন। ভটভটিটা কাছে আসতেই ওর প্রচণ্ড আলোয় চোখ ঢাকল সামনের জন। হঠাৎ এতজনকে দেখে ভটভটিটা থামল। এদের হাবভাব দেখে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় ভটভটি থেকে দুজন নেমে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফেলে ওই পাঁচজন দৌড়ে পালিয়ে গেল।

আমার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। বিপদ কেটে গেছে না আরও বাকি আছে, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ধীরে ধীরে মুখ তুলে যখন তাকালাম ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম। আমাদের গ্রামের গণ্যমান্য মানুষ জগুকাকা, আর সঙ্গে অমিতদা। অমিতদা ডাকাবুকো লোক। রাজনীতি করে। খুন জখম তাঁর বাঁ হাতের খেল। রাজনীতি আর পয়সার জোরে এ এলাকার সকলকে বশ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন আমি একজম অন্য মানুষ। একটা দুর্ঘটনা যে মানুষকে কতটা পালটে দিতে পারে, সেটা সেদিন না বেরোলে বুঝতে পারতাম না।

ওই ঘটনা নিয়ে পরে থানা-পুলিশ হয়েছে। জানতে পেরেছি যে সাইফুল-মনিরুল দুই ভাই। সাইফুল রিকশা চালায় আর মনিরুল ইটভাটা। সুযোগ পেলে সাইফুল মেয়েদের রিকশায় তুলে নেয়, তারপর ফোনে ফোনে খবর হয়ে যায়। এই ইটভাটার কাছে এসে নামিয়ে দিলেই, বাকি কাজটা সারে মনিরুলের দলবল। এভাবে কত মেয়ের যে সর্বনাশ হয়েছে। আমার ভাগ্য ভালো ছিল, তাই বেঁচে গেছি।

আজকে এই এত বছর পর একটা কথা খুব মনে পড়ে। জগুকাকা ভটভটি থামিয়ে সামনে দাঁড়াতেই ওদের ওই উদ্দাম দৌড়টা। আসলে অপরাধীরা বেশিরভাগ খুবই ভীতু হয়। কিন্তু ওদের ভয় পাওয়াতে জানতে হয়। সেদিনকে আমি পারিনি, কারণ আমার দুটো হাতই খালি ছিল। ভয় পাওয়ানোর মতো কোনো অস্ত্র আমার কাছে ছিল না। একটা ছুরি, রামদা, বটি কিছু যদি হাতের কাছে থাকত, হয়তো পরিস্থিতিটা একদম অন্যরকম হতো। তাই আমার মেয়েকে এই ঘটনাটা বারবার বলি আর শেখাই আক্রান্ত হলে ভয় না পেতে, গুটিয়ে না যেতে। শুনেছি, শিখ মেয়েরা নাকি কোমরে কৃপাণ বেঁধে ঘোরেন, আত্মরক্ষার জন্য। শিখ মেয়েরা পারলে আমাদের মেয়েরা কেন পারবে না? সেজন্যই আমার মেয়েকে ছোটো থেকেই অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে মায়েদের উচিত মেয়েদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া। কোনো দুর্বৃত্ত ভবিষ্যতে আমার মেয়েকে ছোঁয়া তো দূরের কথা, চোখ তুলে তাকানোর যাতে সাহস না পায়। ■

দেবী দুর্গার আরাধনা প্রকৃতপক্ষে নারীশক্তির স্বীকৃতি

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

শরৎ ঋতুতে যখন নীল আকাশে শ্বেতশুভ্র মেঘের আনাগোনা শুরু হয়, মৃদুমন্দ বাতাসে কাশফুল দোলায়মান হয়, তখনই যেন দেবীদুর্গার পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, বোঝা যায় তিনি আসছেন।

বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। সারা বছর তার জন্য বাঙ্গালি অপেক্ষা করে থাকে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা ভারতে দেবী দুর্গা পূজিতা হন। বহির্ভারতেও যেসব দেশে বাঙ্গালির সংখ্যাধিক্য সেইসব দেশে বিভিন্ন জায়গায় দুর্গাপূজা হয়। কলকাতার কুমোরটুলি থেকে দেবীমূর্তি বিভিন্ন দেশে যায়। বিদেশের বাঙ্গালিরা খুব নিষ্ঠাসহকারে দুর্গাপূজা করেন। দেবীর বোধন থেকে আরম্ভ করে অঞ্জলি দেওয়া, ভোগ বিতরণ, পূজার শেষদিন সিঁদুর খেলা সবই সমবেত ভাবে করা হয়ে থাকে। আবালবৃদ্ধবণিতা তাতে সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন।

আমাদের সনাতন ধর্মে দেবী মহাশক্তির আধার। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সম্মিলিত শক্তিতে এই মহাশক্তির আবির্ভাব। এই সর্বশক্তিময়ী দেবী দুর্গা সনাতন ধর্মানুসারীদের আরাধ্যা।

'দুর্গা' নামটিকে অক্ষর অনুযায়ী ভাঙলে আমরা পাই— দ্ + উ + র্ + গ্ + আ = দুর্গা। 'দ' অক্ষরটি এখানে দৈত্যনাশসূচক, 'উ' অক্ষরটি বিঘ্ননাশ সূচক, 'র' অক্ষর ব্যাধিনাশ, 'গ' অক্ষরটি পাপনাশ ও 'আ' শত্রুনাশ সূচক। অর্থাৎ শাস্ত্র অনুযায়ী মা দুর্গা এমন এক শক্তির প্রতীক যা কিনা সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে সাহায্য করে। অপরিমেয় শক্তির প্রতীক মা দুর্গা পূজিতা হয়ে আসছেন এ দেশে যুগ যুগ ধরে, তিনি দশভুজা, দশপ্রহরণধারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী রূপেই আবির্ভূতা।

দুর্গারূপিণী মহাশক্তির পূজা প্রকৃতপক্ষে নারীশক্তিরই আরাধনা। সনাতন ধর্মে নারীকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসনে বসানো হয়েছে তার অন্তর্নিহিত শক্তির কারণে। প্রাচীন ভারতে নারী তার প্রতিভা ও মেধার যে পরিচয় দিয়েছে তা অপরিমেয়। অধিকাংশ গবেষকের মতে প্রাচীন ভারতে নারী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতেন। দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্কে নারী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করতেন। বৈদিক যুগে মহিলারাও উপবীত ধারণ করতেন এবং বৈদিক মন্ত্রে শিক্ষা অর্জন করতেন। যাঁরা সারাজীবন শাস্ত্রচর্চায় নিমগ্ন থাকতেন, তাঁদের ব্রহ্মবাদিনী বলা হতো। ক্ষত্রিয় নারী অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত হতেন।

বেদ, উপনিষদ এবং অন্যান্য বহুবিধ শাস্ত্রে নারী দার্শনিক, শিক্ষয়িত্রী, রাজনীতিবিদ এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনীর নামোল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে বলা আছে যে স্বামী ও স্ত্রী দুইটি সমান অর্ধাঙ্গী, একে অন্যের পরিপূরক, উভয়েই সর্বকার্যে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি পৃথিবীর এক অতি প্রাচীন সভ্যতা যা কিনা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। বার বার বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই সংস্কৃতি তার ঐতিহ্য হারায়নি। এই সাংস্কৃতিক গরিমা গর্ভধারিণী জননীর মতো স্নেহে, ভালোবাসায়, আন্তরিকতায় যে শক্তি যুগ যুগ ধরে ধারণ করে রেখেছে, তার নাম নারীশক্তি। আবহমানকাল যাবৎ দেবী দুর্গার যে আরাধনা আমাদের দেশে হয়ে চলেছে, তা প্রকৃতপক্ষে নারীশক্তিরই আরাধনা, নারীশক্তিরই স্বীকৃতি।

আদিযুগের মানুষ নারীকেই পরিবারের প্রধান চালিকাশক্তি এবং সন্তানের জন্মদাত্রী জননীরূপে একটি শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল। সিন্ধুসভ্যতা থেকে বেশ কিছু নারীমূর্তি উদ্ধার হয় যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় নারীর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

বৈদিক যুগে নারীশক্তি আপন মহিমায় বিকশিত হয়েছিল। গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, ঘোষা, বিশ্ববারা তাঁদের মেধা ও বিদ্যাবত্তার জন্য অবিস্মরণীয়া। সে যুগে নারী শিক্ষাক্ষেত্রে, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করতেন

মনুসংহিতায় আছে—

'যেখানে নারী পূজিতা হন, সেখানে দেবতাদের প্রসন্নতা বিরাজ করে, যেখানে নারীশক্তির স্বীকৃতি নেই, সেখানে সকল ধর্মাচরণ বৃথা'। ভারতের শাস্ত্রসমূহে নারীর ভূমিকা যদি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে একটি সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তা হলো সনাতন ধর্মের স্থান নিঃসন্দেহে সকলের উপরে। সেমিটিক বা আব্রাহামিক বিশ্বাসগুলিতে যা কিছু নিকৃষ্ট ও পাপ সৃষ্টিকারী, তা সবই নারীসংক্রান্ত। ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে—

'Sin begins with a woman...' (Ecclesiasticus, 25 : 18, 19, 33)।

নিউ টেস্টামেন্টও পুরুষজাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে— 'A man ought not to cover his head, since he is the image and glory of Good' (corinthions 11 : 7)।

আরও আছে,— 'And Adain was not the one deceived, it was the woman who was deceived and became a sinner,' (Timothy 2 : 14)।

ইসলাম ধর্ম বলে— 'তোমাদের পত্নীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর' (২ : ২২৩)। অর্থাৎ এখানে নারীকে শস্য উৎপাদনকারী জমি বলা হয়েছে, অর্থাৎ নারীর কোনও ব্যক্তিসত্তা নেই, তার কোনও ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই, সে যেন শুধুই সন্তান উৎপাদনকারী ও একটি ভোগ্যবস্তু মাত্র। এটা কি নারীর জন্য কোনও সম্মানজনক অবস্থান? সে কি শুধুই পুরুষের আজ্ঞাধীন মর্যাদাহীন একটি জীব মাত্র?

অন্য কোনও ধর্মে ঈশ্বরের আরাধনায় দেবীমূর্তি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে কি? সমগ্র ভারতে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, অসংখ্য দেবস্থান আছে যেখানে ঈশ্বর কোনও না কোনও দেবীরূপে পূজিতা হন, কারণ সনাতন ধর্মে দেবী নারীশক্তিরই প্রতীক।

ঋগ্বেদে আছে— 'সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৎমনুষ্যবর্গ নারীর জ্ঞান ও দূরদর্শিতার দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হবে, নারী সমৃদ্ধির প্রতীক এবং মেধার কন্যাস্বরূপা। আমরা নারীকে শ্রদ্ধার আসনে বসাবো যাতে তিনি দুষ্টের দমন, ঘৃণার দমন করতে সক্ষম হন' (১ : ৪৮ : ৮)।

অথর্ববেদে আছে যে, নারীকে সাহসী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী হতে হবে, তিনি আইন প্রণয়নে অংশ নেবেন। আবার পরিবার ও সমাজকে প্রতিপালন করবেন।

যজুর্বেদে আছে— 'এক বিদুষী নারী আমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করেন তাঁর মেধার সাহায্যে। তাঁর জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে তিনি আমাদের মধ্যে গুণের বিকাশ সাধন করেন এবং সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিক পথে চালনা করেন।' (২০ : ৮৪)

উপনিষদেও নারীর শক্তিময়ী ভূমিকার কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় নারীশক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৈদিক যুগে বিবাহ নারীর জন্য অবশ্যকরণীয় ছিল না, সে কারণেই নারী অনেক বেশি সময় শক্তি ও শাস্ত্রচর্চার জন্য, সামাজিক কাজকর্মের জন্য ব্যবহার করতে পারেতন।

যুগে যুগে নারী তার অন্তর্নিহিত শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন নানা ভাবে, আপন মহিমায়। আধুনিক যুগে ষোড়শ শতকে রাজস্থানের মেবারের রানি মীরাবাঈ ভক্তিরসে পরিপূর্ণ অসাধারণ যে সংগীত সৃষ্টি করে গেছেন, তা আজও মানুষ ভোলেনি। মীরার ভজন ভারতের সংগীত জগতে শুধু নয়, ঈশ্বরপ্রেমের ক্ষেত্রেও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সনাতন ভারতের ঐতিহ্য আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য, মীরাবাঈ তাঁর ভক্তিগীতির মাধ্যমে আজও ভারতীয় জনমানসে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে চলেছেন।

অবিস্মরণীয়া নারী মা সারদা নারীশক্তির এক অনন্য প্রতীক। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী মা সারদাকে এদেশের প্রথম মহিলা সাম্যবাদী অনায়াসেই বলা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জীবের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান, তাই সকল জীবের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা। তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে তাঁর আত্মজ বলে গণ্য করতেন, তাই তো তিনি বলতেন— 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।'। যে সময়ে সমাজে উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ছুত-অচ্ছুত, এক কথায় জাতপাত সংক্রান্ত ভেদাভেদ খুব বেশি মাত্রায় প্রচলিত ছিল, সেই সময় মা সারদা তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, হিন্দু-মুসলমান, সাধু-অসাধু সকলকে এক পংক্তিতে বসিয়ে স্বহস্তে খাদ্য পরিবেশন করতেন। ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যা ছিল এক অভাবনীয় ব্যাপার, সমাজের ভ্রূকুটিকে তিনি গ্রাহ্য করেননি, তাঁর ভিতরের শক্তি তাঁকে সকল মহান কাজে অনুপ্রেরণা জোগাত। তিনি ছিলেন সকল কুরীতির ঊর্ধ্বে। প্রকৃত অর্থেই এক মুক্তমনা সাম্যবাদী চরিত্র যিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মানতেন না। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই শক্তিময়ী নারী ছিলেন তাঁর কর্মজীবনের প্রেরণা।

ভারতীয় না হয়েও ভারতের তথা বঙ্গপ্রদেশের নারী সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ব্রতী ভগিনী নিবেদিতা নারীশক্তির এক অবিস্মরণীয় উদাহরণ। ভারতের সনাতন সংস্কৃতির প্রতি তিনি এতটাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে এদেশের নারীসমাজের মাধ্যমে এই মহান ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা আজীবন করে গেছেন। উত্তর কলকাতায় অবস্থিত 'সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল' তাঁর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত যা আজও এই মহান নারীর স্মৃতিকে বহন করে চলেছে।

ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহী হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণা হন তাঁর রাজ্য ঝাঁসীকে শত্রুমুক্ত করবার জন্য। শক্তিময়ী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একজন নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে শৌর্য, যে দেশপ্রেম ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা থেকে বহু পুরুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা ছিলেন তাঁর

শক্তির উৎসস্থল, তাঁর আরাধ্যা দেবী।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা চিকিৎসক বাঙ্গলার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ইউরোপ থেকে মেডিসিন ও শল্যচিকিৎসায় তিনটি ডিগ্রি অর্জন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যখন নারীসমাজ ছিল অন্তঃপুরবাসিনী সেই সময় কাদম্বিনী সমাজ-সংসারের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে উচ্চশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সফল হন।

বাঙ্গলার দরিদ্র কৃষকসমাজ যখন নীলচাষি হিসেবে নীলকর ইংরেজদের অত্যাচারে জীবন্মৃত অবস্থায় উপনীত হয়েছিল তখন দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী রানি রাসমণি কৃষকদের হয়ে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন জাতিভেদ প্রথা সমাজে খুব বেশি মাত্রায় প্রচলিত ছিল, সেই সময় রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন তথাকথিত নীচু জাতের, যে কারণে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণসমাজ তাঁর বিরোধিতা করেছিল প্রবল ভাবে। রাসমণি সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আপন শক্তির জোরে এই মন্দির নির্মাণ করেন যা আজও দাঁড়িয়ে আছে স্বমহিমায়। দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত আজও সেখানে সমবেত হয়, পূজা নিবেদন করে। দক্ষিণেশ্বরের এই মন্দির এক অব্রাহ্মণ নারীর অপরিমেয় শক্তির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে আজও।

বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীশক্তির অবদান চিরস্মরণীয়। চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ভারতের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন, ইংরেজ পুলিশের কাছে ধরা দেননি। মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরা ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে যোগ দেন যখন তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু বয়স তাঁকে হার মানাতে পারেনি। ইংরেজ পুলিশের গুলিতে তিনি প্রাণ হারান, মৃত্যুকালেও তাঁর হাতে ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা, মুখে ছিল ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি।

নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজে একটি নারীবাহিনীও ছিল যার কথা অনেকেরই জানা নেই। এই বাহিনীর নাম ছিল রানি অব ঝাঁসী রেজিমেন্ট, যে রেজিমেন্টের মেয়েরা রাইফেল কাঁধে যুদ্ধও করেছে, আবার যুদ্ধে আহত সেনাদের সেবাকার্যও করেছে নিষ্ঠা সহকারে। ইংরেজ শাসকের বুকে এই নারীবাহিনী কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল, কারণ ইতিপূর্বে বিদেশি শাসকদের ধারণা ছিল ভারতীয় নারী অন্তঃপুরবাসিনী, তাদের জীবন কেটে যায় রান্নাঘরে আর আঁতুড়ঘরে। বহু গবেষকের মতে, ইংরেজ যখন দেখল নারীসমাজও যুদ্ধক্ষেত্রে এসে গেছে সৈনিকের পোশাকে, অস্ত্র সহযোগে, তখন তারা বুঝে গিয়েছিল যে এবার এদেশে তাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এখন ক্ষমতা হস্তান্তর করে এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এই নারীবাহিনীর জ্বলন্ত দেশপ্রেম, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক শক্তি ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল নিঃসন্দেহে।

এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে প্রাচীন ভারতের শক্তিময়ী নারী সমাজ যে অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছিলেন, সেই গতি সাময়িক ভাবে স্তব্ধতা প্রাপ্ত হয় মধ্যযুগে বহিরাগত যবনদের আক্রমণে এবং তাদের অত্যাচারে। নারীকে অন্তঃপুরে বন্দি করে রাখা, পর্দা প্রথা ইত্যাদি তাদেরই অবদান।

আজ এদেশের নারী জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার শক্তির পরিচয় দিচ্ছে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, শিল্পে, বিজ্ঞানে সংগীতে, ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে, ক্রীড়া ক্ষেত্রে, এমনকী মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রেও নারীশক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কল্পনা চাওলার কথা কে ভুলতে পারে, যিনি মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছিলেন গবেষণার কারণে। দুর্ভাগ্যবশত মহাশূন্যেই তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন ।

‘ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং’। (বঙ্কিমচন্দ্র)

মা দুর্গাকে আমরা পূজা নিবেদন করি যিনি দশভুজা তাঁর দশটি হস্তে দশটি প্রহরণ যার সাহায্যে তিনি অসুরবিনাশ করেন। সম্পদের দেবী লক্ষ্মী, বিদ্যার দেবী সরস্বতী মা দুর্গারই বিভিন্ন রূপ। তিনি যা কিছু মঙ্গলময়, যা কিছু কল্যাণকর, তারই প্রতীক। আর মহিষাসুর সকল অমঙ্গল, সকল অন্যায়ের প্রতীক। দেবতারা এই আসুরিক অপশক্তির বিনাশের জন্য দেবী দুর্গার আবির্ভাব সম্ভব করেন।

যুগে যুগে মা দুর্গা মর্ত্যে অবতীর্ণা হন তাঁর শক্তিসম্ভার সমেত, কখনও শাস্ত্রজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনীরূপে, কখনও যোদ্ধারূপে, কখনও পূজারিণীরূপে, কখনও সমাজ-সংস্কারিকা রূপে, কখনও বিপ্লবীরূপে, আবার কখনও কোনও প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের গর্ভধারিণী মাতৃরূপে। দেবী দুর্গা এক অপরিমেয় নারীশক্তির প্রতীক, যাঁর দশভুজা মৃন্ময়ী মূর্তি, মহিষাসুরমর্দিনী রূপ নারীর অন্তর্নিহিত শক্তিরই প্রতিবিম্ব। ■

With Best Compliments from-

ANIL AHUJA

Ahujas Web Pvt. Ltd.

M: 9811195013

6/47, W. E. A, Karol Bag
New Delhi- 110005

দেবীমাতৃকার রূপকল্পে কদর্যতা অর্পণ

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে দেবীদুর্গা-বিরোধী প্রচার। যে রূপকল্পে ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তির আরাধনা করে বাঙ্গালি, একদল লোক সেই রূপকল্পে কদর্যতা অর্পণের প্রয়াস করছে নানা লেখা ও কুৎসিত ছবির মাধ্যমে। এমত প্রচারের জন্য মূলত ব্যবহার করা হয় ফেসবুক। কারণ ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি। এমত প্রচার সারা বছর ধরে চললেও, পুজোর আগে প্রচার তীব্রতর হয়। পাবলিক ফোরামে দেব- দেবী সম্বন্ধে বিকৃত মন্তব্য ও প্রচার একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিকল্পনার অঙ্গ বলে প্রতীত হয়। উদ্দেশ্যটির অনুমানার্থে কিঞ্চিৎ ইতিহাসদর্শন আবশ্যক।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়া পোক্ত করার জন্য ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও যুদ্ধসচিব মেকলে সাহেব উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতভূমিকে প্রকৃতই ব্রিটিশের অধীনে আনতে হলে প্রথমে দখল নেওয়া প্রয়োজন ভারতীয়দের চিন্তন ও মনোজগতের। কিন্তু মেকলে দেখেছিলেন ভারতে শিক্ষার নিজস্ব ব্যবস্থা ও পদ্ধতি, বৃত্তিগত শিক্ষা, দেশীয় বিজ্ঞানচর্চা ও শিল্পব্যবস্থা এমন customized ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যে ভারতীয়দের মনোবল অধিক এবং নিজ ঐতিহ্য ও ধ্যানধারণার প্রতি তাদের বিশ্বাসও প্রবল। মেকলে দেখেছিলেন ভারতে ভিখারি প্রায় নেই, ভারতীয়দের মনে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টিও বিশেষ নেই। কিন্তু ভারতীয়-মনে ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তার করতে গেলে তাদের মনে অসন্তোষ, অভাববোধ ও আত্মবিশ্বাসহীনতার জন্ম দেওয়া আবশ্যক ছিল। অভাববোধ না থাকলে নতুন কিছুর জন্য মনের দুয়ার তারা খুলবে কেন? ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজের ভাষায় সহজ করে বলতে গেলে ভারতে ব্রিটিশ-ইজম ঢোকানোর জন্য কোনো niche-এর অস্তিত্ব নেই দেখে মেকলে niche প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন ও বুঝতে পারলেন যে ভারতের নিজস্ব শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা ও শিল্পাদি ব্যবস্থাকে ধ্বংস না করলে ভারতীয়দের মনোবলও ভাঙা যাবে না, ব্রিটিশ-ইজমের niche প্রস্তুত করাও যাবে না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যবস্থাকে ভাঙা ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ সেই ব্যবস্থার ওপর মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা অটুট থাকে। তাই ভারতীয় সিস্টেমকে ভাঙার আগে ভাঙার প্রয়োজন ছিল নিজেদের সিস্টেমের ওপর তাদের বিশ্বাসকে, তাদের মধ্যে জন্ম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল হীনমন্যতার। অর্থাৎ একটি ডেডলক পরিস্থিতি। বিশ্বাস ভাঙতে গেলে সিস্টেম ভাঙা প্রয়োজন, আর সিস্টেম ভাঙার জন্য বিশ্বাস। এর সমাধানে দেশীয় শিক্ষার সমান্তরালে ব্রিটিশ সরকার এদেশে চালু করেছিল ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা। মেকলের সুপারিশ অনুযায়ী যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ব্রিটিশ সরকার এদেশে করেছিল, তার উদ্দেশ্য এদেশীয় শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার সমন্বয় সাধন ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের বোঝানো যে ইংরেজি শিক্ষাই সময়োপযোগী শিক্ষা, ভারতীয় ভাবধারা ও ব্যবস্থার দিন ফুরিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ প্রসারার্থে ভারতীয়দের মনে হীনমন্যতার জন্ম দেওয়ার কৌশলগত মেকলেবাদী পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি সুবিশাল সংখ্যক ভারতীয়ের মনে এক মোহাচ্ছন্ন আস্থা তিনি তৈরি করতে পেরেছিলেন।

অনুরূপ অপর একটি সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা নিয়ে কে বা কারা আবার আঘাত হানতে চাবছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালির ওপর। এবার আঘাত আসছে তার ধর্ম-সাংস্কৃতিক চিন্তন জগতে। ইহুদিদের মতো হিন্দু বাঙ্গালিও একটি অত্যাচারিত জাতি। বাঙ্গালির রক্তে কতবার যে লাল হয়েছে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-বুড়িগঙ্গার জল, তার সীমা নেই। কিন্তু বাঙ্গালির এই প্রাণত্যাগের বৈশ্বিক স্বীকৃতি নেই যা ইহুদিদের আছে। কাশ্মীরি পণ্ডিতরাও নিজভূমে পরবাসী হওয়ার কথা রাষ্ট্রপুঞ্জে জানাতে পেরেছে। কিন্তু হিন্দু বাঙ্গালির কোনো প্রতিনিধি আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে জানাতে পারেনি তাদের 'সব হারানো'র কথা। পৃথক একটি জাতি হিসেবে হিন্দু বাঙ্গালির স্বীকৃতি নেই এবং 'বাঙ্গালি' পরিচয়টির ওপরেও হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব যেন ঝুলে আছে একটি প্রশ্নচিহ্নের মতো। এই প্রশ্নচিহ্নকে তাই দূর করার প্রয়াস চলেছে। প্রশ্নচিহ্ন মুছে দিলেই 'বাঙ্গালি' পরিচয়টি একমাত্রিক হয়। এক পোশাক, এক চেহারা, এক নিয়ম, এক ঈশ্বর, এক ভাবধারা, এক পুঁথি— একমাত্রিকতার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে যারা, প্রশ্নচিহ্নকে তারা ভয় পায়।

ব্রিটিশ শাসকরা নেতিবাচক প্রচার করেছিল ভারতের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা, পদ্ধতি, বৃত্তিগত শিক্ষা, দেশীয় বিজ্ঞানচর্চা ও শিল্পব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এরা কদর্যতা আরোপ করতে চাইছে ভারতের সমাজ-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও পূজ্য দেবতার রূপকল্পের বহুমাত্রিক ব্যাখ্যায়। কবিতার এক পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ব্যাখ্যায় করিতে পারি ওলটপালট'। এরাও সে চেষ্টা করছে। ভারতীয়দের পড়তে হচ্ছে সাংস্কৃতিক আক্রমণের মুখে। ভারতের নিজস্ব সিস্টেমের সমান্তরালে

ব্রিটিশ এদেশে চালু করেছিল পাশ্চাত্য সিস্টেমের ভারতীয় ভার্সন যাতে আপন মহিমা প্রসারে ব্রিটিশের সুবিধা হয়। নব্য সাম্রাজ্যবাদীরাও ভারতের সমাজ-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় চেতনায় আঘাত হানার পাশাপাশি চাপিয়ে দিতে চাইছে নিজেদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক-সমাজ চেতনা। উভয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি এক, আঘাত হানার ক্ষেত্রটি শুধু পৃথক। মেকলেও চেয়েছিলেন ভারতীয়দের মনে ভারতীয় শিক্ষা, শিল্পাদি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনাস্থার জন্ম দিতে, এরাও চাইছে ভারতীয়দের মনে ভারতীয় সমাজ-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় রীতিনীতিগুলির প্রতি অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণার জন্ম দিতে। সেই মর্মে চলেছে কদর্য প্রচার।

বাঙ্গালির মাতৃপূজার ঐতিহ্য নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের না-পসন্দ। দেবতার রূপকল্প, পৌরাণিক কাহিনি, তথ্য ও তত্ত্বকে নিয়ত কাটাছেঁড়া করে চলে তারা। জ্ঞানমার্গের পথ দুরধিগম্য বলে ভক্তিমার্গের যে সহজতর পথ সাধারণের জন্য হিন্দু সংস্কৃতিতে খোলা রয়েছে, নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের হামলা সেই পথে। 'দ্য লায়ন কিং' মুভির হায়েনার দলের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা। দেবতার পুরুষ রূপকল্প যদিও বা সহ্য হয়, দেবীর শক্তিময়ী রূপকল্প হামলাকারীদের সমাজ-চেতনার পরিপন্থী। তাদের দৃষ্টিতে নারীর ভূমিকাও একমাত্রিক। আদ্যাশক্তির দুর্গারূপ বা কালীরূপ তাদের কাছে সহনীয় নয়। পশ্চিমবঙ্গে ও পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশে প্রায়শই দেবীমূর্তি ভাঙে তারা। দুর্গাপুজোর মণ্ডপের সামনে দিয়ে তাদের শোভাযাত্রা বা মিছিল গেলে মাতৃমূর্তিকে কালো কাপড়ে আড়াল করে দেওয়া হয়েছে, এমন সংবাদ প্রচুর মেলে। তাদের প্রার্থনার সময়ে পুজোমণ্ডপে মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ রাখার আবেদন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে ফি বছর জমা পড়ে পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলায়। এই একমাত্রিকতা বাঙ্গালির অস্তিত্বের পরিপন্থী।

নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের মতে দেবীদুর্গা দেবতাদের পাঠানো এক ছলনাময়ী নারী যিনি তাঁর যৌনতার অস্ত্রে বধ করেছিলেন বীরপুরুষ মহিষাসুরকে। এমত অপপ্রচারের কদর্যতায় কুণ্ঠা ও ঘৃণায় মুখ লুকিয়ে ফেলেন বহু হিন্দু বাঙ্গালি। দেবীমাতৃকার এমন কুৎসিত উপস্থাপনা যেন তাঁদের কর্ণকুহরে প্রবেশই করেনি— এমনভাবে অগ্রাহ্য করেন তাঁরা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণের মুখে সে অগ্রাহ্য করার ভাব প্রদর্শন বিলাসিতা। ধর্ম-সংস্কৃতির উপর সাম্রাজ্যবাদী হামলা যে অনৈতিক, নঞর্থক ও ম্লেচ্ছচিন্তা, তা প্রকাশ করা অনিবার্য কর্তব্য। মল (কু, মন্দ) + ইচ্ছা = ম্লেচ্ছ। যা (দে)র ভাবনার গতিধারা অনৈতিক ও নেতিবাচক, সে/তারাই ম্লেচ্ছ।

দুর্গা-বিরোধী কদর্যতার প্রচারে সম্প্রতি অংশগ্রহণ করেছেন কবীর সুমন, যিনি একজন মিউজিশিয়ান ও লেখক। নিজের ফেসবুক টাইমলাইনে লিখেছেন দেবী দুর্গা ও মহিষাসুর সংক্রান্ত কদর্য এক বার্তা। (হয়তো) আইনি হেনস্থার হাত থেকে বাঁচতে কবীরবাবু 'দুর্গা' বা 'মহিষাসুর'-এর প্রত্যক্ষ উল্লেখ করেননি ঠিকই, কিন্তু বার্তাটি স্পষ্ট। মাতৃপূজক বাঙ্গালির অনুভূতিতে আঘাত করা ভিন্ন সে বার্তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। কারুর ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করতে পারে এমন কদর্য মন্তব্য করার আইনি স্বাধীনতা নেই। তা বাকস্বাধীনতার আওতায় পড়ে না কারণ সাংবিধানিক বাকস্বাধীনতা নিঃশর্ত নয়। কবীর সুমনের ফেসবুক বার্তা নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং কবীরবাবু অনতিবিলম্বে সেটি মুছে দেন তাঁর টাইমলাইন থেকে। সাম্প্রতিক অতীতে এ রাজ্যের আর এক নব্য সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার ধারায় মামলা করেছিল অসম পুলিশ। সেই দৃষ্টান্ত স্মরণ করে এবং উমর খালিদ, শার্জিল ইমামদের মতো তরুণ নেতাদের সাম্প্রতিক পরিণতির জেরেই হয়তো সাবধানতার স্বার্থে বার্তা মুছে দেন কবীর সুমন। উপরন্তু, এমন হওয়াও অসম্ভব নয়, যে বার্তাটি দেওয়ার পর মাতৃপূজক বাঙ্গালি যখন প্রতিবাদ করেছে, তখন তাদের প্রাণে আঘাত দেওয়ার কাজটি বিলক্ষণ হয়ে গিয়েছে বুঝেই বার্তাটি মুছে দিয়েছেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া এবং সে কাজ তিনি সুসম্পন্ন করেছেন। বার্তা দেওয়া ও মুছে দেওয়া, দুই-ই কৌশলগত পদক্ষেপ? শ্যাম ও কুল দুই-ই রাখবার জন্য? আমার ব্যক্তিগত ধারণা— কবীর সুমনের বিদ্বজ্জন ভাবমূর্তিটিকে নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করেছে নব্য সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে নিজেদের প্রতিপাদ্যটি। কাজ হয়ে যাওয়ার পর বার্তা মুছে দিয়ে কবির সুমনও আইনত নিশ্চিন্ত হয়েছেন। অর্থাৎ নব্য সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর সঙ্গে কবিরবাবুর এটি ছিল একটি win-win deal. অদ্ভুত বিষয় হলো, ১৭ সেপ্টেম্বর দেবী দুর্গার বিষয়ে কদর্য বার্তাটি দেওয়ার ঠিক পরদিনই অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার সকল দুর্গাপুজোর থিম সংগুলির সংগ্রহ পাওয়া যাচ্ছে যে ইউটিউব চ্যানেলটিতে, সেটিকে উৎসাহ জুগিয়ে ও সমর্থন করে একটি বার্তা দিয়েছেন কবীর সুমন। এ থেকে স্পষ্ট যে দুর্গাপুজো থেকে ব্যবসায়িক লাভ তুলে নিতে তিনি পিছপা হচ্ছে না, কিন্তু মাতৃপূজার ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করতেও ছাড়ছেন না। কবীর সুমনের দ্বিচারিতা, স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামির যন্ত্রণা তিনি নিজে অনুভব না করলেও মাতৃপূজায় সমর্পিত-প্রাণ মানুষেরা সে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছেন। সুমন যা করেছেন তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এককালে নারীরও হতো অস্ত্রশিক্ষা। কিন্তু যখন থেকে তার অন্তঃপুরচারিণী হওয়ার শুরু, তখন থেকেই শারীরিকভাবে ক্রমাগত দুর্বল হয়েছিল সে। তারই স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে পৃথিবীতে এসেছে লিঙ্গবৈষম্য এবং নারী হারিয়ে ফেলেছিল শারীরিক বল ও সক্ষমতা। যাদের চিন্তাবিধি ও সংস্কৃতির জন্ম মাত্র ১৪০০ বছর আগে, তাদের পক্ষে এ কথা সত্যই যুক্তিগ্রাহ্য নয় যে এক নারী এক বলশালী যুদ্ধকুশলী পুরুষকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত করবে। তাদের সময়ে নারী প্রকৃতই শারীরিকভাবে অবলা হয়ে পড়েছিল। ফলে তাদের কল্পনায় দেবী দুর্গার শক্তিও হয়ে গেল যৌনতায় সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতা আদতে তাদের সময়ের ও চিন্তার সীমাবদ্ধতা যা তারা অন্যের উপরেও চাপিয়ে দিতে চাইছে। সে প্রয়াসকে প্রতিহত করার চেষ্টা মাত্র না করলে দেবীপূজা নিরর্থক। নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের চিন্তায় পুরুষকে শারীরিকভাবে পেড়ে ফেলতে নারী যদি আদৌ পারে, তাহলে তা রূপ ও যৌনতার দ্বারা হওয়াই সম্ভাব্য। যাদের স্থান ও কাল পৃথক এবং সেই হেতু ভাবধারা ও জীবনবোধ জৈবিকতা-প্রধান, তাদের চিন্তন এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই চিন্তনের এক্সপ্যানশনিজম বা প্রসারবাদ প্রতিরোধযোগ্য।

ভারতের প্রথম মহিলা রাফালে পাইলট বারাণসীর শিবাঙ্গী সিংহ। যুদ্ধক্ষেত্রে শিবাঙ্গী যখন যুদ্ধবিমান চালাবেন এবং শত্রুর ওপর আঘাত হানবেন, কখনও সাময়িক পিছু হঠবেন এবং শেষে শত্রুকে পরাস্ত করে বিজয়লক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করবেন, তখন দুর্গা-বিরোধী ন্যারেটিভ লেখকরা কি শিবাঙ্গী সম্বন্ধেও একই প্রকারের কদর্য কথা বলবেন? হরিয়ানার গীতা ফোগটের কুস্তির প্যাঁচে কুপোকাত হয়েছেন বহু পুরুষ কুস্তিগির। তা নিয়েও কি কুৎসা চলতে পারে? আজকের পৃথিবীতে যে

কোনো পেশার একজন দক্ষ পুরুষ ও একজন দক্ষ নারীর সার্বিক পেশাদার যোগ্যতা ও দক্ষতা তুল্যমূল্যই। তাহলে যুদ্ধে দীর্ঘ ন'দিন যাবৎ বিধ্বংসী সংঘাতের পর কোনো এক মুহূর্তে মহিষাসুরকে বাগে পেয়ে পরাস্ত করা দেবীর পক্ষে অসম্ভব কেন হবে? যৌনতা ভিন্ন ভাবতে না পারা ও চিন্তার দৈন্যের হাহাকার নিয়ে বাঙ্গালির সংস্কৃতির উপর আঘাত হানছে নব্য সাম্রাজ্যবাদীরা।

'দেব ও মানব এক হয় না'— আমাদের এক অতি প্রচলিত প্রবচন। আধ্যাত্মিক গভীরতার ভিন্নতাকে সম্যক উপলব্ধি না করে দেবীর মানবীকরণ করতে যাওয়া শুধু চিন্তার আত্মঘাতী অগভীরতা নয়, ম্লেচ্ছতাও। আদ্যাশক্তির দেবীমাতৃকা-রূপকল্পের আরাধনার মাধ্যমে সামান্য মানবের আত্মশক্তির জাগরণ ঘটে, তার আত্মশুদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। 'জয় মা' বা 'বন্দে মাতরম্' বলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। কিন্তু ম্লেচ্ছবুদ্ধির অন্ধকার অতিক্রম করতে না পারলে এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অলভ্য। তাই যে অবিমৃশ্যকারীরা দেবীর মানবীকরণ করতে চায়, হিন্দু বাঙ্গালির সমাজ-সাংস্কৃতিক-ধর্ম চেতনাকে যারা রাজনৈতিক ন্যারেটিভের চাপে পেড়ে ফেলতে চায়, তাদের ন্যারেটিভের অসারতা চিহ্নিত করণের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে তাদের ন্যারেটিভের জবাবে পালটা ন্যারেটিভ উপস্থাপনার, যদিও হিন্দুর সমাজ-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় নিয়মাবলী কোনো একমাত্রিক ন্যারেটিভ-নির্ভর নয়। তা বহুমাত্রিক ও বোধ-নির্ভর। একই ধর্মীয় আচারের বিবিধ ব্যাখ্যার মাধ্যমে গোটা হিন্দু সমাজের সকল স্তরের সকল মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার পথ খোলা আছে এবং সে সকল ব্যাখ্যাই ইতিবাচক ও কোনোটিই ম্লেচ্ছব্যাখ্যা নয়। তাই যে ন্যারেটিভ-লেখকরা দেবী দুর্গার যুদ্ধজয়ের কাহিনিতে কদর্যতা অর্পণ করতে চায়, সামান্য তলিয়ে সদর্থক চিন্তা করলে তারাও হয়তো বুঝবে যে দেবীর যুদ্ধ মাতৃতান্ত্রিক পৃথিবীর ঘটনা যে সময়ে শারীরিক শক্তি ও দক্ষতায় নারী পুরুষ প্রায় তুল্যমূল্যই ছিল। মনুষ্যসমাজে লিঙ্গবৈষম্য তখনও আসেনি। বাঘ ও বাঘিনীর শারীরিক বলে যেমন আজও বড়ো একটা প্রভেদ নেই, তেমনই এককালে নারী-পুরুষের শারীরিক সক্ষমতাও সমতুল্য ছিল। উপরন্তু দেবী যুদ্ধ ছিল এক কৌশলী যুদ্ধ। যথেষ্ট বলশালিনী হওয়া সত্ত্বেও নিছক শারীরিক শক্তিতে দেবী মহিষাসুরের চেয়ে পিছিয়েই ছিলেন। এমনকী অধিকাংশ পুরুষ দেবতারাও দৈহিক শক্তিতে মহিষাসুরের সমকক্ষ ছিলেন না বলেই দীর্ঘ প্রস্তুতির এক কৌশলী যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল।

অস্ত্রের বৈচিত্র্য ও যুদ্ধের কৌশলে মহিষাসুর ছিলেন পশ্চাদপসর। বহু প্রকার অস্ত্র চালনার ক্ষমতা ও কৌশল মহিষাসুরের ছিল না। প্রবল প্রতিপক্ষের সেই দুর্বলতা লক্ষ্য করেই (SWOT ANALYSIS) কৌশলী যুদ্ধের জন্য সকল দেবগণ তাঁদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তথা প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করেছিলেন দেবীকে। অর্থাৎ দেবী তৎকালেরও এক সাধারণ নারী ছিলেন না। সকল প্রকার অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক যুদ্ধকুশলী নারী ছিলেন দেবী দুর্গা। বস্তুত একত্রে এত প্রকারের মাল্টিটাস্কিং করতে পারা কোনো পুরুষ নয়, এক নারীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ীও পুরুষ নয়, মাল্টিটাস্কিং-এ নারীই দক্ষ। অর্থাৎ সেকালের এক ব্যতিক্রমী, যুদ্ধকুশলী, পরাক্রমশালিনী নারীর সঙ্গে যুদ্ধে মহিষাসুরকে পরাস্ত করার পাশাপাশি তাঁর দম্ভ নাশ করাও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। দেবী যুদ্ধ সেই কারণেই কৌশলী রাজনীতির কাহিনি। পুরাণকথা অনুযায়ী, যুদ্ধ সহজ হয়নি। দেবী ও মহিষাসুর একে অপরকে করেছিলেন শাণিত আক্রমণ।

দেবীকে বিভ্রান্ত করার নানা প্রয়াস করেছিল মহিষাসুর। আজকের ভাষায় স্লেজিং। ক্রুদ্ধ দেবী বলেন— 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং মূঢ়, মধু যাবৎ পিবাম্যহম্'! অর্থাৎ বিরতি নিতে হয়েছিল তাঁকে। এক সময় মহিষের তীব্র আঘাতে প্রায় গোটা দিন অচৈতন্য হয়ে পড়েন দেবী। যুদ্ধের আটদিন শেষ হওয়ার ঠিক পূর্বে চেতনা ফিরে পান ও চরম আঘাত হানেন মহিষাসুরকে। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণই সেই সময় যখন অসুর নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। দমন করার পর দেবী ক্ষমা চেয়ে নেন মহিষের কাছে। 'ক্ষমস্ত মহিষাসুর'। দেবী দুর্গার সঙ্গে চিরপূজ্য মহিষাসুরও। এই ইতিবাচকতাই হিন্দু বাঙ্গালির সমাজ-সংস্কৃতির মূল সুর। শত্রুও অসম্মাননীয় নয়, কারণ শত্রুর শক্তির মধ্যেই নিহিত থাকে শত্রুনিধনকারীর গৌরব। ইতিবাচক ও পারস্পরিক সম্মানের এই ধর্ম-সংস্কৃতির উপর আঘাত হানছে একমাত্রিক নব্য সাম্রাজ্যবাদীরা। বাঙ্গালির বহুমাত্রিকতার কোর ভ্যালুকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে নব্য সাম্রাজ্যবাদের কৌশলগত প্রতিরোধ প্রয়োজন। ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে ব্লাশফেমি আইন নেই, সেই সুবাদেই হয়তো এমত অপপ্রচার চালানো সম্ভবপর হচ্ছে। এর প্রতিরোধে ব্লাশফেমি আইনের আমদানি করে ভারতীয় সংস্কৃতির উদারতাকে ক্ষুণ্ণ করার যেমন প্রয়োজন নেই, তেমন বাকস্বাধীনতার অপব্যবহারে ভারি আর্থিক জরিমানার আইনি বিধান আনার প্রয়োজন আছে। যিনি বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার করছেন, সমাজের নানা স্তরে তিনি কতখানি প্রভাবশালী, তা বিবেচনা করে জরিমানার পরিমাণ ব্যক্তিবিশেষে পৃথক ধার্য করার বিধানও নতুন আইনে থাকা উচিত। সংসদ ও বিধানসভা এ পরামর্শ বিবেচনা করবে এই আশা করি। দেশ ও রাজ্যের পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের দ্রুত পরিবর্তন এবং নতুন সময়োপযোগী আইনের দ্রুত অন্তর্ভুক্তিকরণ সময়ানুগ দাবি।

নব্য সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের বহু প্রাচীন মন্দিরগাত্রের প্রেমজ দৈহিকতার অনির্বচনীয় সুন্দর ভাস্কর্যগুলিকে কদর্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনা করে থাকে। ওই সকল ভাস্কর্য যে প্রেমহীন শারীরিক লালসা নয়, বরং স্বর্গীয় সুন্দর প্রেমজ মিলনের সৌন্দর্য বর্ণনা করে— এ উপলব্ধি অর্জনে তারা হয় অক্ষম নয়তো অনিচ্ছুক। সৃষ্টির আদিকথার শৈল্পিক প্রকাশের মাধ্যমে মানুষকে জীবনশৈলীর শিক্ষা দান করে যে ভাস্কর্যগুলি, সেগুলির কদর্যায়ন ভারতীয়ত্ব-বিরোধী। সেই সময়ের সমাজ, মনন এবং সর্বোপরি ডেমোগ্রাফি বা জনবিন্যাস এমন ছিল না, যা ওইসকল শিল্পকর্মের অমর্যাদা করে তার দ্বারা সমাজে পারস্পরিক শালীনতার বাতাবরণকে নষ্ট করতে পারত। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে খাজুরাহোর ভাস্কর্যকে কেউ যদি যৌনতার কদর্য প্রকাশের অজুহাত ও যুক্তি হিসেবে খাড়া করতে চায় এবং তার দ্বারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামাজিক অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে, তবে তা নীরবে সহ্য করা অবিমৃশ্যকারিতা। এমত আচরণ অর্থদণ্ডযোগ্য বলে মনে করি। খাজুরাহো, কোণারকের ভাস্কর্য দর্শনে কারও চিত্ত আনন্দবিহ্বল হতে পারে, আবার কারও চিত্তে পশুবৃত্তির উন্মেষ ঘটতে পারে। এই দ্বিতীয় প্রকারের মানুষের সংখ্যা যে সময় এ দেশে নগণ্য ছিল, এমত মন্দির-ভাস্কর্যের সৃষ্টি সেই সময়ে। বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। ভারতভূমি ইতিমধ্যে বর্বর জাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তাই কোণারক, খাজুরাহো

তাদের কাছে বর্বরতা প্রকাশের অজুহাত মাত্র। সুপ্রাচীন সভ্যতার নানা কালের সময়োপযোগী বৈশিষ্ট্যকে এইমতো বর্বরতা প্রকাশের ছলছুতো হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা দণ্ডনীয় অপরাধ হওয়া উচিত। স্থান ও কাল ভেদে পাত্রের আচরণ যদি পরিবর্তিত না হয়, তবে সামাজিক রসায়নের ভারসাম্য বজায় থাকা অসম্ভব। ভারতীয় সমাজে বহুমাত্রিক উদারতা ও বৈষম্যহীন শালীনতা বজায় রাখার স্বার্থে এই বিষয়গুলি বিচার্য।

নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ দ্বিমুখী। একদিকে চলছে দেবীর মহিমাকে খর্ব করতে আদ্যাশক্তির রূপকল্পে কদর্যতা অর্পণের প্রয়াস, অন্যদিকে প্রচার— দেবীপূজার দেশে নারীই অত্যাচারিত। আধুনিক সফটওয়ারের সাহায্যে নির্যাতিতা নারীর ছবির সঙ্গে দেবীমূর্তির ছবি প্রযুক্তিগতভাবে মিলিয়ে দিয়ে (অর্থাৎ morph করে) এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস চলছে যে দেবী প্রকৃতই শক্তিরূপিণী হলে নারী নিপীড়িতা হতো না। অর্থাৎ শক্তি প্রার্থনা করে দেবীর পূজা করা অর্থহীন, কারণ দেবী নির্যাতন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা প্রদানে অক্ষম— এটাই বোধ করি একমাত্রিক সংস্কৃতির প্রতিপাদ্য। এ প্রয়াস কি মাতৃপূজকদের বিশ্বাস বা আস্থা ভাঙবার প্রত্যক্ষ প্রয়াস? যে সকল ছবি দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়, তা কুৎসিত। কদর্যতার উগ্র প্রদর্শন বোধ করি এই উদ্দেশ্যে যাতে অস্বস্তিমুক্ত হতে মানুষ সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চায় এবং মাতৃপূজায় তার ভরসা ও বিশ্বাসে যাতে চিড় ধরে। এটি মনোজগত ও আধ্যাত্মিকতার ওপর আক্রমণ। মেকলের পদ্ধতি স্মর্তব্য। তিনিও হামলা করেছিলেন ভারতীয়দের মনোজগতেই, অন্য ভাবে।

নারী নির্যাতনের নানা ঘটনাকে দেবী পূজার সঙ্গে যুক্ত করে যারা দেবী পূজার অসারতা প্রচারের প্রয়াস করছে, নিজেদের অজান্তে তারা প্রচার করে ফেলছে দেবী পূজার মাহাত্ম্যই। শত্রুরূপে তারাও ভজনা করছে শক্তিরূপিণী দেবীকে। যে নারীকে নির্যাতন করা গিয়েছে, সেই নারী দেবী দুর্গাকে অন্তরে ধারণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নির্যাতিতা নারীকে দেবী দুর্গার আদর্শে গড়ে তোলা হলে তাকে নির্যাতন করা অসম্ভব ছিল।

সুকুমার রায় তাঁর 'জীবনের হিসাব' কবিতায় 'বিদ্যেবোঝাই' যে 'বাবুমশাই'য়ের বর্ণনা করেছেন, তিনি বিদ্বান হলেও সাঁতার জানতেন না। ফলে প্রবল দুর্যোগের মধ্যে জলে পড়ে গেলে তিনি ডুবে মারা যাবেন, তা স্বাভাবিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মাইকেল ফেল্পস, মিহির সেন বা বুলা চৌধুরীও জলে পড়লে ডুবে মরবেন। দুর্গা হয়ে ওঠার অনলস সাধনায় রত নারীকে নির্যাতন করা মহিষাসুরের মতো বলশালী পুরুষেরও অসাধ্য কর্ম। দেবীর 'দুর্গা' হয়ে ওঠার পথ সহজ ছিল না। কুমারী উমার 'দুর্গা' হয়ে ওঠার যাত্রাপথ সাধনসঙ্কুল। একদিনে হয়নি। বহু তপস্যা, যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা ও বিবিধ অস্ত্রপ্রশিক্ষণে তাঁকে 'দুর্গা' করে তোলা হয়েছিল। নারী নির্যাতন দূর করতে প্রতি নারীর প্রয়োজন শারীরিক সক্ষমতা শিক্ষার। এবং সে সাধনাই নিরন্তর মাতৃপূজা। যে সকল পুরুষ মাতৃপূজায় সমর্পিত-প্রাণ, তাঁরা প্রতি নারীর শারীরিক ও মানসিক সশক্তিকরণের সর্বপ্রকার প্রয়াস করবেন— যেমনভাবে সকল দেবগণ দেবীকে নানা অস্ত্র ও প্রশিক্ষণে সাজিয়ে তুলেছিলেন। তাতে নারীসমাজ প্রকৃত শক্তিময়ী হবে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে প্রফুল্লও একদিনে 'দেবী চৌধুরানী' হয়নি। অশেষ প্রশিক্ষণে তা সম্ভব হয়েছিল। আজকের ইজরায়েলের নারীরা আধুনিক নারীর রোল মডেল হতে পারেন। ইজরায়েলি নারীদের নির্যাতনের খবর পাওয়া যায় না। নব্য সাম্রাজ্যবাদীরা ইজরায়েলকে পছন্দও করে না। স্বামীজীর কথায়— 'Is there any sex-distinction in the Atman (Self)?' The best thermometer to the progress of a nation is its treatment of its women. অর্থাৎ নারীসমাজের শ্রী ও শক্তি বৃদ্ধিই প্রকৃত মাতৃপূজা। আজকের অধিকাংশ ভারতীয় নারী দেবী পূজার আদর্শ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে। শারীরবিদ্যা, বিবিধ অস্ত্রশিক্ষা— সবেতেই তারা বঞ্চিত। তারই ফলশ্রুতিতে নির্যাতিতা। সোশ্যাল মিডিয়ার কদর্য morphed ছবিগুলিও তাই অসার উদ্দেশ্যমূলক ব্যর্থ প্রচারমাত্র। দেবী-নির্যাতন অসম্ভব।

নব্য সাম্রাজ্যবাদীরা মাতৃপূজার নিরলস নেতিবাচক প্রচার করছেন সত্য, কিন্তু সে সওয়াল আদতে হয়ে দাঁড়াচ্ছে মাতৃপূজার সপক্ষে জোরালো সওয়াল। যারা নারী নির্যাতনে অভিযুক্ত, তথ্য অনুযায়ী তাদের অধিকাংশই মাতৃপূজক নয়, বরং নব্বই শতাংশই একমাত্রিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। অতএব ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন মাতৃপূজার ব্যর্থতা নয়, বরং পূজাহীনতার উৎসবের অসারতা প্রমাণ করে। নারী নির্যাতনের প্রবণতা হ্রাসে মাতৃপূজায় সমর্পিত-প্রাণ হয়ে ওঠা তাই কর্তব্য। একমাত্রিক সংস্কৃতি নয়, মাতৃপূজার বহুমাত্রিকতার দ্বারাই হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গে নারীর সশক্তিকরণ সফল হবে।

যারা কদর্যতা প্রচার করছে, তাদের সে প্রচারের প্রভাব সকলের ওপর সমান নয়। সকলেই যে এমন প্রচারের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য ধরতে পারবেন এবং অগ্রাহ্য করতে পারবেন এমন নয়। অগভীর চিন্তার সাধারণ মানুষের মনে এই কদর্যতা রেখাপাত করতে পারে। নিজের ধর্ম-সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা যাদের অপ্রতুল (গত প্রায় পাঁচ দশক যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে রয়েছে, ফলে নিজ সমাজ-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে সম্যক ও ইতিবাচক সচেতনার অভাব তৈরি হয়েছে এ রাজ্যের বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে), এই সব কদর্যতার বিবরণ তাদের অন্তরকে হীনমন্যতায় সংকুচিত করতে পারে। নিজ সংস্কৃতির প্রতি তাদের মধ্যে তৈরি হতে পারে আপাত-বৈরিভাব। তৈরি হতে পারে আত্মসংঘাত, ফলে আসতে পারে চারিত্রিক দুর্বলতা এবং দুর্বল চরিত্রের মানুষ অনায়াসে আত্মসমর্পণ করতে পারে নব্য সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের কাছে। এইভাবে নষ্ট হতে পারে একটি জাতির জাতিগত চরিত্র, সংস্কৃতি, তার বুদ্ধি, মেধা ও বহুমুখী মুক্ত চিন্তার ক্ষমতা। তা নষ্ট করাই যদিও নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য প্রতীত হয়, কিন্তু হিন্দু হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালির ওপর এই সাংস্কৃতিক আক্রমণ নীরবে সহ্য করা অমার্জনীয় অপরাধ।

মেকলের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। নব্য সাম্রাজ্যবাদও কি সফল হবে? বাঙ্গালির বহুমাত্রিকতার সংস্কৃতি কি পরাজিত হবে একমাত্রিকতার হামলায়? নাকি সকল অস্তিত্ব সংকট নিয়ে 'বাঙ্গালি' পরিচয়টির ওপর প্রশ্নচিহ্নের মতো চিরকালই ঝুলে থাকবে হিন্দু বাঙ্গালি? ঠিক যেমন নীরব, অনন্ত প্রশ্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে করে চলেন সপ্তর্ষিমণ্ডল?

শরণাগত, দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে, সর্বস্বার্থহরে দেবি নারায়ণী নমোঽস্তুতে। ■

মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা

রামানুজ গোস্বামী

দেবী দুর্গা জগজ্জননী। তিনিই স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়া। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র— হিন্দু ধর্মের প্রতিটি ধারা বা শাখাতেই দুর্গাদেবীর প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। এই দেবী হলেন মহাশক্তিস্বরূপিণী। এই যে দৃশ্যমান জগৎ আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়তই তার অস্তিত্ব প্রচার করে চলেছে, সেই সবকিছুই এবং এই সবের বাইরে যে মহাবিশ্ব রয়েছে, যা আমাদের দেখা বা শোনার বাইরে অবস্থিত, সেই সবকিছুই অর্থাৎ এই ত্রিভুবনের বা নিখিল বিশ্বের আদিকারণ ও চালিকাশক্তি হলেন দেবী দুর্গা। তাই দেবীর পূজা মহাপূজা নামেও প্রসিদ্ধ। কারও মতে, দুর্গা পুজোয় মহাস্নান, পূজা, বলিদান ও যজ্ঞ করা হয়— তাই দুর্গা পুজোকে মহাপূজা বলা হয়।

জগন্মাতা দুর্গার আরাধনা অতি সুপ্রাচীন যুগ থেকে আজও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এর সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। কারণ, ঐতিহাসিক যুগের বহু পূর্ব থেকেই দুর্গাপূজা মহাসমারোহে পালিত হয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে বৈদিকযুগেও শক্তিপূজার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। অবশ্য বেদের যুগ তো ঐতিহাসিক গণনার মধ্যেই পড়ে। তারও পূর্বে সমাজে দেবীপূজা প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ এই মহাপূজার উৎপত্তি লগ্নটি সঠিক ভাবে জানা যায় না। আমাদের আলোচ্য :

এই স্থলে অবশ্য দুর্গাপূজার উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা নয়— দেবীর তত্ত্বকে আলোচনাত্মক ব্যাখ্যার দ্বারা পাঠক সমাজে উপস্থাপিত করাই এই নিবন্ধকারের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই নিবন্ধে সীমিত পরিসরে উপযুক্ত ভাবে পুরাণাদি নানাবিধ শাস্ত্রের আলোকে দেবী দুর্গার তত্ত্বকে ব্যাখ্যায় প্রয়াস রয়েছে। এই প্রয়াস সার্থক হয়েছে কিনা, তা বিচারের ভার পাঠকদের উপর।

জগতের মা জগন্মাতা। তিনি জগৎকে ধারণ করেন— তাই তিনি জগদ্ধাত্রী। এই দেবীই দুর্গা। দুর্গাদেবীর পূজা প্রকৃতপক্ষে মহাশক্তির আবাহনকেই বোঝায়। এই শক্তির পূজা ও আরাধনা বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির কল্যাণে বিশেষভাবে করা বিধেয়। কারণ, জগন্মাতাই এই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুর নেপথ্য চালিকাশক্তি। তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু চলছে। তাই তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো কিছুই সম্ভব নয়।

দেবী দুর্গার তত্ত্ব এক গভীর তাৎপর্যে ও ঐতিহ্য-পরম্পরায় বয়ে আসা সনাতন সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। তাই এই তত্ত্ব এত মহান। মহান এই ভারতভূমি। এখানে সহস্র বছর ধরে, কত মুনি-ঋষি, সাধকেরা, কত সিদ্ধপুরুষ এবং মহান যোগীরা দেবীর এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছেন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন। আজও সেই সাধনার ধারা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বলা ভালো যে, নানাবিধ অবক্ষয় ও অনাচারের এই যুগে দাঁড়িয়ে এই সাধনার ধারাই এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে সমাজকে। যতদিন এই যুগ সাধনার ফল্গুধারা প্রবাহিত থাকবে ততদিন থাকবে পৃথিবী— তারপর আসবে মহাবিনাশ ও বিপর্যয়ের শেষ পর্যায়।

দুর্গাদেবীর এই ‘দুর্গা’ নামটি প্রসঙ্গে কাশীখণ্ডে বলা হয়েছে যে—

“অদ্য প্রভৃতি যে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গাদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ।।
যে মাং দুর্গাং শরণগা ন তেষাং দুর্গতিঃ কচ্চিৎ।
দুর্গাস্তুতিরিয়ং পুণ্যা বজ্রপঞ্জরসংজ্ঞিকা।।”
(৭২ অ: ৭১-৭১ শ্লোক)

দেবী দুর্গার নানা রূপ, নানা নাম। এইসব বহুবিধ রূপে মা বিভিন্ন স্থানে পূজিতা হয়ে থাকেন। কখনও মা দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, কোথাও বা অষ্টভুজা মূর্তিতে পূজিতা হয়ে থাকেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠির দেবীর স্তব করেছিলেন। আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন বিজয় লাভের প্রার্থনায় দেবীর স্তব ও আরাধনা করেছিলেন বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান কালে তাঁরা দেবী ভদ্রকালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তাঁদের স্তব ও প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁদের বর প্রদান করেন ও বলেন যে, তিনি এই কলিযুগেও সদাজাগ্রত থাকবেন। দেবী ভদ্রকালী তাই আজও আমাদের কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য সর্বদাই

জাগ্রত হয়ে রয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও রয়েছে যে, গোপীরা ভগবানকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কাত্যায়নী দেবীর পূজা ও আরাধনা করেছিলেন। এই দেবী কাত্যায়নীই যে দেবী দুর্গা— সে তো আর নতুন করে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া রামায়ণে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বারণবধের উদ্দেশ্যে যে অকাল বোধনের সূচনা করেছিলেন, আজও শরৎকালে তো সেই পূজাই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দেবীর বোধন মন্ত্রেও রয়েছে শ্রীরামচন্দ্র ও বারণ বধের প্রসঙ্গ।

দেবী দুর্গা হলেন অপরাজিতা। তিনি কখনও পরাজিত হন না। তাই এই দেবী হলেন অপরাজিতা। দেবী সর্বপ্রকার বিঘ্ন নাশ করেন ও সমস্ত প্রকার কামপ্রদায়িনী। বিজয়াশমী তিথিতে দুর্গাদেবীর বিসর্জনের পর কুলাচার অনুসারে অপরাজিতা পূজার প্রচলনও রয়েছে।

আমাদের বঙ্গদেশে সাধারণত আমরা দেবী দুর্গার পূজা করে থাকি যে মূর্তিতে, তা হলো দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি। এখানে দেবী দশভুজা, তিনি দশপ্রহরণধারিণী ও সিংহবাহনা। দেবী শাণিত, ভয়ংকর ও দিব্যতেজোময় ত্রিশূল দ্বারা মহিষাসুরকে বিনাশ করেছেন। দুর্গাদেবীর রূপ কল্পনায় সাধারণত এই মূর্তির কথাই আমাদের মানসনেত্রে ফুটে ওঠে। দেবী এখানে অসুরদলনী রূপে বিরাজিতা। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে সপ্তম পটলের (অধ্যায়) সূচনায় বলা হয়েছে যে,

‘‘মাতর্মহিষমর্দিন্যাঃ সঙ্কেতং কথয়স্ব মে।
কুলাচারস্য সংসিদ্ধৈঃ ভুক্তিমুক্তি প্রসিদ্ধয়ে।।’’

আদ্যাশক্তি মহামায়াই দেবী দুর্গা। তিনিই মহিষাসুরমর্দিনী। প্রকৃতপক্ষে দেবীর অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাই বলা হয়েছে যে,

‘‘কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দু রেখাং শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্ সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণ পরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈ।’’

দেবী দুর্গাই হলেন দেবী চণ্ডিকা। অসুর বিনাশ ও দেবতা তথা সমগ্র জীবকুলের কল্যাণের জন্য তাঁর বারে বারে অবতীর্ণ হওয়া। সেই সময় তাঁর এক এক নাম, এক এক রূপ।

দেবীর আরাধনায় সপ্তশতী শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর অভাবে পূজা হয় অসমাপ্ত। কাত্যায়নীতন্ত্রের মত অনুসারে—

‘‘তস্মাদেতং পঠিত্বৈব জপেৎ সপ্তশতীং পরাম্।
অন্যথা শাপমাপ্নোতি হানি চৈব পদে পদে।।
রাবণাদ্যাঃ স্তোত্রমেতদ্ অঙ্গহীনং নিষেবিতে।
হতা রামেন তে যস্মাৎ নাঙ্গহীনং পঠেৎ তত।’’

তাই, ভক্তি ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে শ্রদ্ধাশীল হৃদয়ে নিয়ম ও আচার মেনে দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠ অবশ্যই করণীয়।

মহাশক্তির অপর নাম দেবী দুর্গা। আমরা তাঁকে মহিষাসুরমর্দিনী নামে পূজা করি। তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে যে, শম্ভুর তেজে দেবীর মুখমণ্ডল, যমের তেজে কেশপাশ ও বিষ্ণুর তেজে বাহুসমূহ সৃষ্টি হয়। এইভাবে সকল দেবতার তেজোরাশি একত্রিত হয়ে এক অপরূপা নারীমূর্তি সৃষ্টি হয়। তিনিই দেবী দুর্গা।

দেবী দুর্গা সগুণা আবার নির্গুণাও বটেন। আবার তিনি ত্রিগুণাতীতাও বটেন। তিনি নিখিল বিশ্বের আদি কারণ। তাইতো তিনি জগৎকে পালন করে চলেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে একাদশ অধ্যায়ে ‘নারায়ণীস্তুতি’ অংশে এই উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বেরই বর্ণনা রয়েছে—

‘‘দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।।
... ...
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ।।’’

প্রকৃতপক্ষে দেবী দুর্গা সদাসর্বদা পরিতুষ্টা হয়ে আমাদের পালন করুন ও রক্ষা করুন, জগজ্জননীর কাছে তো এটাই আমাদের চিরন্তন প্রার্থনা।

দেবী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী। তিনি দনুজদলনী। যুগে যুগে তাঁর আবির্ভাব দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালনের জন্য। জগতে অনাচার, পাপ, সৎ ও সাধু মানুষের উপর অত্যাচারীর অত্যাচার যখন সীমাহীন হয়ে পড়ে, তখনই দেবী দুর্গা অবতীর্ণা হন সৃষ্টিকে রক্ষা করবার জন্য। দেবীর নিজ শ্রীমুখের বাণী—

‘‘শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যস্যামহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।।
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং জন্ম নাম ভবিষ্যতি।।’’

অর্থাৎ দুর্গম নামক মহাসুরকে বধহেতু দেবী দুর্গা নামে পূজিতা।

এই বিশ্বের যা কিছু— তাতেই মায়ের প্রকাশ। মা হলেন সর্বস্বরূপা ও সর্বশক্তি সমন্বিতা। এই দেবীই মহামায়া। তিনিই এই বিশ্বের সমস্ত জীবকে মায়ার বাঁধনে ও মোহের আবর্তে বদ্ধ করে রাখেন। আবার তিনিই কৃপা করলে জীবের মুক্তি লাভ হয়। সাংসারিক জীবনে ভোগ-বাসনার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা ও আধ্যাত্মিক জীবনে মুক্তিলাভ দুইই সম্ভব মায়ের কৃপায়। সন্তানকে তো মায়ের অদেয় কিছুই নেই। শুধু প্রয়োজন একান্ত ভাবে মায়ের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ। সাধক নয়, মায়ের সন্তান হতে পারলেই, সব কিছু লাভ করা যায়। কারণ— এইটিই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

পুরাণ মতে, দেবী দুর্গার অংশ থেকেই অপরাপর দেবীদের আবির্ভাব। এর যথেষ্ট প্রমাণ দেবী পুরাণ-সহ অন্যান্য গ্রন্থেও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দেবী মাত্রেই মাতৃস্বরূপা, তাই এক্ষেত্রে

মহামায়ার অংশজাত, তা তো বলাই বাহুল্য। পার্থক্য যা কিছু তা কেবল নাম ও রূপের। তাই তিনি দুর্গা, তিনি ভদ্রকালী আবার তিনিই দেবী চামুণ্ডা। এজন্যই দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে চামুণ্ডা রূপে দেবী দুর্গার পূজার্চনা করা হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে দেবী চণ্ডিকার ললাট থেকে দেবী কালিকার আবির্ভাব হয়।

শারদীয়া দুর্গাপূজা যদিও আমাদের বঙ্গদেশের প্রধানতম উৎসব তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও দেবীর নবরাত্র বিহিত পূজার প্রচলন আছে। পুরাণে রয়েছে যে, দেবী স্বয়ং রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছিলেন। এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশমুণ্ড ছিন্ন হবে ও নবমীর অপরাহ্নে রাবণ নিহত হবে। বলাই বাহুল্য যে, যুদ্ধে রাবণ নিহত হন ও দশমীতে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব পালিত হয়। তাই দশমী তিথির অন্য নাম বিজয়া দশমী। কোনও কোনও মতে অবশ্য দশমী তিথিতেই শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ বধ হয়।

দেবী দুর্গা হলেন সর্বশক্তির অধীশ্বরী। তিনি পরিতুষ্টা হলে শক্তি প্রদান করেন। দেবীর বামে অবস্থান করেন সরস্বতী ও দেব সেনাপতি কার্তিক। আবার দেবীর ডানদিকে অবস্থান করেন লক্ষ্মীদেবী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ। লক্ষ্মীদেবী হলেন শ্রী, সমৃদ্ধি, সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী। অন্যদিকে, সরস্বতী হলেন জ্ঞান ও বিদ্যার প্রতীক এবং শৌর্য ও বীরত্বের প্রতীকরূপে কার্তিকেয়। এই রূপটির তাৎপর্য এটাই যে, স্বয়ং দেবী দুর্গা প্রসন্না হলে এই সবকিছুই লাভ করা যায়। কারণ, মহামায়া পরিতুষ্টা হলে আর কিছুই লাভ করার বাকি থাকে না। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে তিনটি চরিত্রের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরা হলেন যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। সুতরাং দেবী লক্ষ্মী ও দেবী সরস্বতীও আসলে দেবী দুর্গারই এক একটি রূপমাত্র।

দুর্গাদেবীর আরাধনায় সাধক অনায়াসে চতুর্বর্গ ফল লাভে সক্ষম হয়ে থাকেন। সেই সাধকের পার্থিব ও অপার্থিব কোনো কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না; এমনকী অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও যোগীগণের তথা দেবগণেরও পরম কাম্য সেই পরমেশ্বরীর কৃপা লাভ হয় ও মোক্ষত্ব অর্জন করেন সাধক। এর কারণ এটাই যে মা সন্তুষ্ট হলে তাঁর সন্তানকে অদেয় কিছু থাকে না। দশদিক থেকে মা তাঁর সন্তানকে সদাসর্বদা রক্ষা করতে থাকেন।

দুর্গাপূজা তাই এক অতীব উচ্চ চিন্তন, আদর্শ, সাধনা ও দর্শনের অপর নাম। এটি কোনো সাধারণ উৎসব বা তিন-চারদিনের অনুষ্ঠান মাত্র নয়। বর্তমানে পূজার প্রকৃত ভাবটি শুধু গৌণই হয়নি, অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়ে যেতে বসেছে। আপাত আনন্দের চোরাস্রোতে এতে মানুষ নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছে। ইদানীংকালে, মহালয়ার পূর্বেই বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে পূজার উদ্বোধন হয়ে যায়, যা একেবারেই শাস্ত্র সম্মত নয়। তাছাড়া, ইদানীংকালে, থিম পুজোর যে বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে তাতে পূজার শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গটিই হারিয়ে যেতে বসেছে। এতে দুর্গাপূজার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়। এতে সমাজে নেমে আসে অকল্যাণ। তাই শাস্ত্রবর্ণিত সমস্ত বিধি-বিধান যথোপযুক্ত ভাবে মেনে চলাই উচিত। তাই সুখে-শান্তিতে বাঁচতে চাইলে এ বিষয়ে সতর্কতা আশু প্রয়োজন। নচেৎ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এ বছরের পুজোর ক্ষেত্রে, বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। এর কারণ এখনও পৃথিবী অতিমারীর কবল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাই এবারে পুজোয় বাঁধভাঙা উল্লাস প্রদর্শন না করাই ভালো। কোটি কোটি টাকা বাজেটের পুজো না করে সমাজের দুঃস্থ ও অসহায় মানুষদের সাহায্যার্থে সেই অর্থ ব্যয় করাই উচিত। দেবী যেন অতি শীঘ্রই এই অতিমারীরূপ অসুরকে বধ করেন, দেবীর কাছে এটাই প্রার্থনা। করুণাময়ী মায়ের পুজোয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহযোগে পুজোই হোক মুখ্য— বাইরের চাকচিক্য আর চমকপ্রদ চটকদারি নয়।

—সবশেষে জগজ্জননীর কাছে এই বলে প্রণাম জানাই—
"সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবী দুর্গে দেবী নমোঽস্তু তে।।"
—দেবী দুর্গা সকলের কল্যাণ করুন, এটাই কাম্য।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

M.T. GROUP
Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS
M.T. INTERNATIONAL
EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

With Best Compliments:-

Luxmi Tea Co. Private Limited

Group Gardens :-

NARAYANPUR T. E.
SHYAMGURI T. E.
MONMOHINIPUR T. E.
MANOBAG T. E.
BHUYANKHAT T. E.
MANU VALLEY T. E.
GOLOKPUR T. E.
PEARACHERRA T. E.
JAGANNATHPUR T. E.
SAROJINI T. E.
FULBARI T. E.
URRUNABUND T. E.
MAKAIBARI T. E.
KENDUGURI T. E.
MORAN T. E.
SEPON T. E.
ATTABARIE T. E.
LEPTKATTA T. E.
ADDABARI T. E.
DIRAI T. E.
MAHAKALI T. E.

17, R. N. Mukherjee Road
Kishore Bhawan, Kolkata - 700 001
Phone No. 2248 4437 / 4227
Fax No. 2243 0177
E-mail : mail@luxmitea.com
Web. : www.luxmigroup.in

A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

মনমোহন চৌধুরী

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

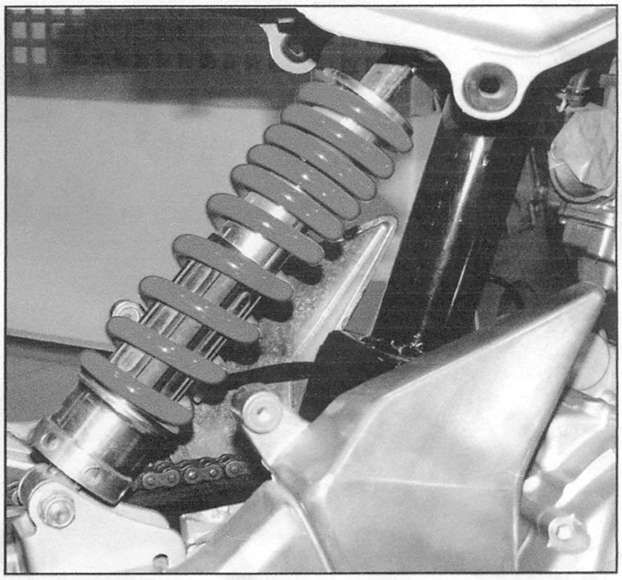

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- Struts/Gas Struts
- Shock Absorbers
- Front Forks; and
- Gas Springs

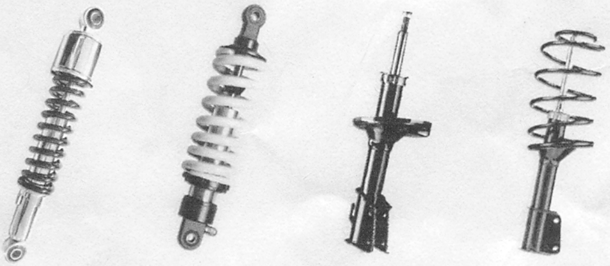

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100

दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर मंगलमय शुभ कामनाये
विश्व स्तर के पी. टी. एफ. ई. इन्सुलेटेड वायर,
केबल व नलिका, के निर्माता।

इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प लें कि हम भारत राष्ट्र
को सशक्त, संगठित और सक्षम बनाने में सहयोग करें।

गर्ग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड

M/s. Garg Associates Private Limited

Regd. Office : D-6, Meerut Road Industrial Area - 3
Ghaziabad - 201 003 (U.P.) INDIA

e-mail : sales@gargasso.com

Phone : 0120-2712128/2712039

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

M : 9815389890

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

ANOOPAM

METAL INDUSTRIES

ISO 9001-2000 Certified

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Manufacters & Exporters of :

CYCLE PARTS & AIMEX BRAND ALLEN BOLTS-NUTS, GRUB SCREW & TURNING PARTS

B-6, Textile Colony, Industrial Area A, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, 4652326
e-mail : anoopam_met@hotmail.com, www.anoopammetal.com

Phones : Fac : 2222224, 2222225, 2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai *KNITWEARS*

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

With Best Compliments from :-

Banwarilal Associates Pvt. Ltd.

B-17, Ashok Nagar
Ghaziabad
Uttar Pradesh
Pin - 201001

NAVYUG®
COGGED, VEE & POLY BELTS

Environmental Friendly
ISO 14001 : 2015 Certify Unit

NAVYUG

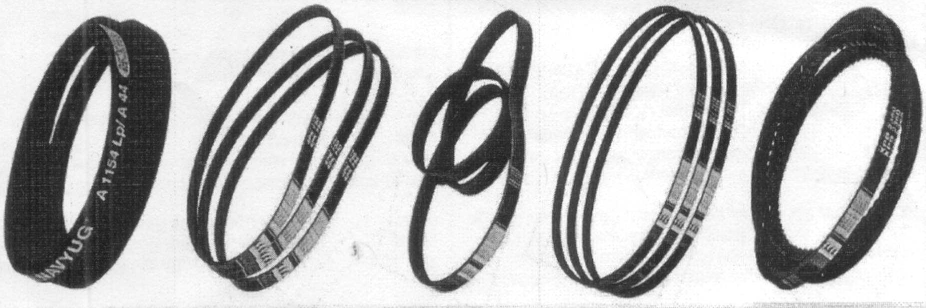

IAS
ACCREDITED
Management System Certification
MSCB-119

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

IS : 2494
ISI
CM/L NO. 9065679

BSCIC Certifications Private Limited
ISO 9001:2008

RECOGNISED STAR EXPORT HOUSE BY GOVT. OF INDIA

Manufacturers & Exporters of : Vee, Cogged & Poly Belts
For Industrial & Automotive Application

Winners of Export Excellence Awards from AIRIA & CAPEXIL

Supplies to OEMs, Railways, STUs, ASRTU, BHEL etc.

NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009 (PB.)
Phones : 0181-4299900/ 01/ 02/ 2420551
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

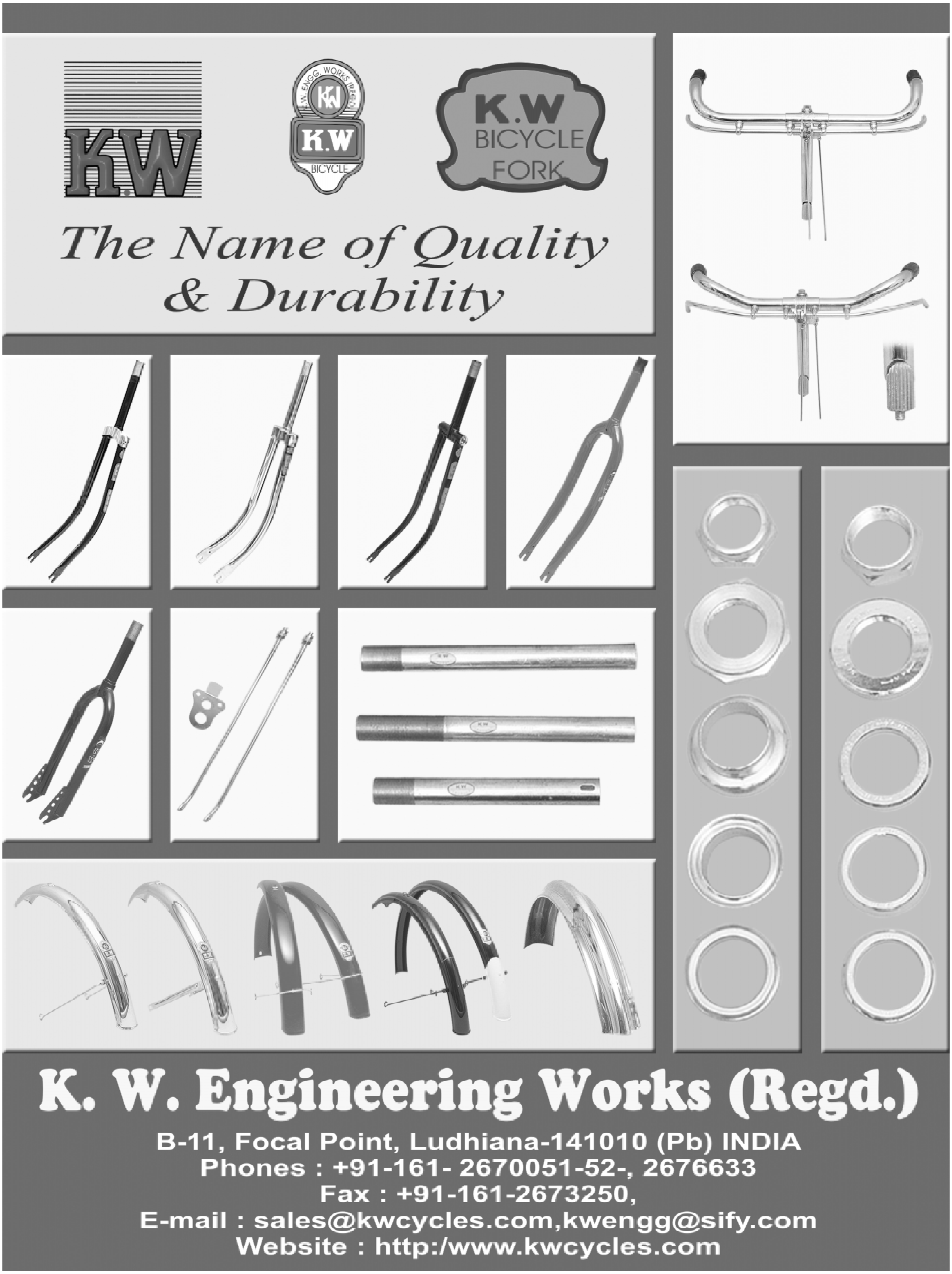
K.W
K.W
BICYCLE
K.W
BICYCLE
FORK
The Name of Quality
& Durability
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

With Best Compliments From :

Dr. Sawar Dhanania

Master in Mech. Engineering (Gold Medalist) Jadavpur University, Kolkata

PhD IIT, Kharagpur, W. B.

Chairman

Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry

Govt. of India

Email : sdhanania@gmail.com

Mob. : 9331741971

LAUREL

With Best Wishes From-

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Mutual Fund Distributor)

Laurel Investment Advisor

(Investment Advisor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001

Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153330 / 41, Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

SAHARA®

Air Coolers, Storage Water Heaters,
Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans,
Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

QMS ISO 9001 Approved Company
JAS-ANZ

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :
SAHARA Electrical Appliances
D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

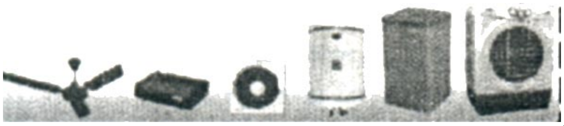

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

32, Chowringhee Road, 7th Floor, Kolkata - 71 // Phone : 2226 5216 / 2217 0781

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

With Best Compliments from :

C. S. SALES (INDIA)
PVT. LTD.

18, Amratala Street, 1st Floor
Kolkata - 700 001

With Best Compliments From -

W L

Willowood Chemicals Private Limited

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

2, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape,
Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Saraogi

Saraogi Udyog Private Limited

Importer & Merchants for Coal and Coke

21, Hemant Basu Sarani "Centre Point" Suit No. 212
2nd Floor, Kolkata - 700 001
Fax : +91-33-22435334, +91-33-22138782
Phone : +91-33-22481333 / 0674, +91-33-2213 8779/80/81
Email : saraogiudyog@eth.net
www.saraogiudyog.com

With Best Compliments From

A Well Wisher

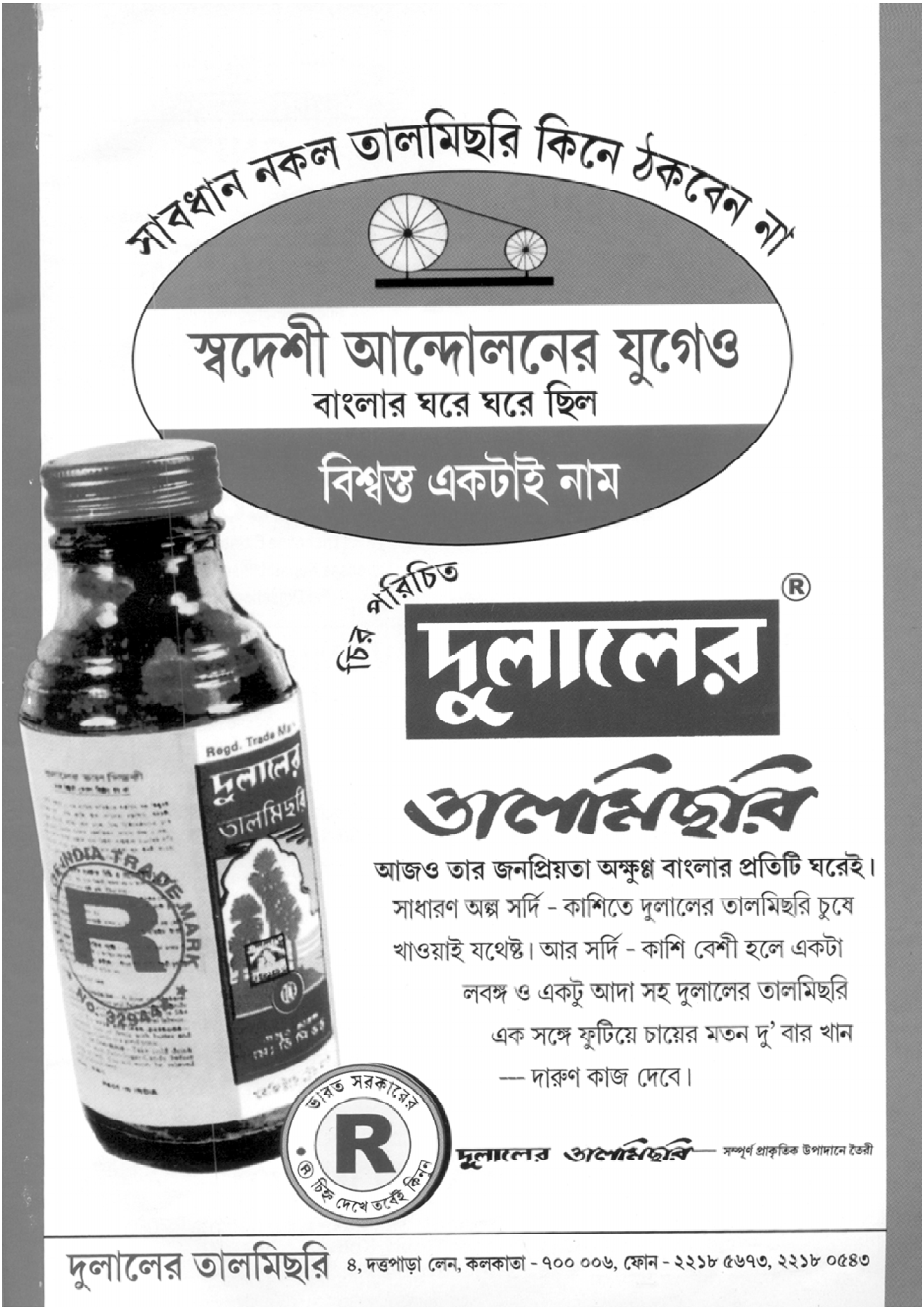
সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
INDIA TRADE MARK
R
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो
जान लेवा हो सकता है ।

SHREE ULTRA
RED-OXIDE
जंग रोधक सीमेंट

SHREE CEMENT LIMITED

Registered Office :
Bangur Nagar, Beawar, Dist. Ajmer
(Rajasthan) 305 901
Phs. : +91 01462 228101-106
Fax : 01462 228117/119
e-mail : sclbwr@shreecementltd.com

Corporate Office :
21 Strand Road, Kolkata 700 001
Phs. : +91 33 2230 9601-04
Fax : +91 33 2243 4226
e-mail : sclcal@shreecementltd.com

Marketing Office :
1 Bahadur Shah Zafar Marg
122/123, Hans Bhawan, New Delhi 110 002
Ph. : 09313565826
Fax : +91 11 22370499
e-mail : scldel@shreecementltd.com

website: www.shreecementltd.com

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

Usha
Kamal

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles,
Ceramic Tiles, Stone etc.
Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

With Best Compliments
From-

S. K.
KAMANI

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

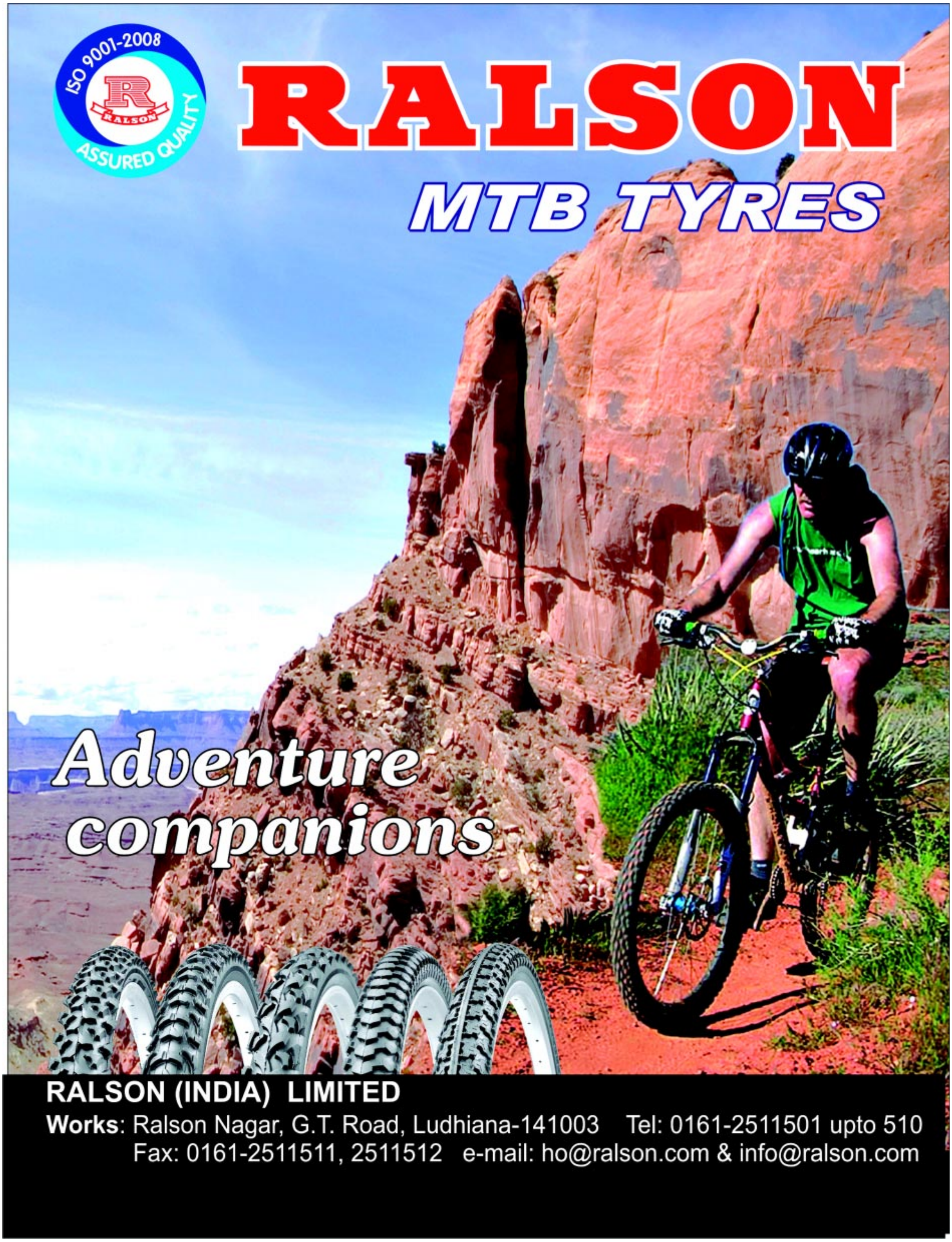
ISO 9001-2008
RALSON
ASSURED QUALITY
RALSON
MTB TYRES
Adventure companions
RALSON (INDIA) LIMITED
Works: Ralson Nagar, G.T. Road, Ludhiana-141003 Tel: 0161-2511501 upto 510
Fax: 0161-2511511, 2511512 e-mail: ho@ralson.com & info@ralson.com

JANAK
-customers are our pride
(An ISO 9001:2008 Co.)
SURVEYING INSTRUMENT
TOTAL STATIONS
CONSTRUCTION LASERS
GIS/GPS HANDHELDS
GNSS REFERENCE STATIONS
CONSTRUCTION LASERS
GPS/GNSS SURVEYING SYSTEMS
LASER DISTANCE METER
LEVELS
SURVEYING ACCESSORIES
THEODOLITES
JANAK POSITIONING & SURVEYING SYSTEMS (PVT) LTD.
304-B, Pal Mohan Plaza, 11/56,D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi- 11000
Mobile: 9818108317, 9810738317, 9873145755
Tel : 011-23515400, 23515399, 23617190
B-28, Sector - 4, Noida
Tel : 120 4221720, 4221820, 2544445
Email : janakji@janaksurvey.in , janak.ji@yahoo.com
Website : www.janaksurvey.com

RAL Consumer Products Ltd. B-7/2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 | Toll Free No.: 1800 1038 222
Email : info@ral.co.in | www.ralindia.co.in | www.mitva.in

www.amdindustries.com
AMD
AMD Industries Limited
Campa
Canadian
Catch
KINLEY
KINGFISHER
An ISO 9001:2008 & FSSC:22000 Certified
AMD Industries Limited
First Floor, 18-Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi: 110 005
Tel: 0091-11-46830202 (30 Lines) Fax: 0091-11-2875 3591
Email: amdgroup@amdindustries.com or Visit us at: www.amdindustries.com

With Best Compliments From :

emami

EMAMI PAPER MILLS LIMITED

AN ISO 9001 : ISO 14001 : 0HSAS 18001 CERTIFIED COMPANY

Manufacturers of

International Quality Packaging Board

Coated Grey Back Board, Folding Box Board and SBS Board (White)

High Quality White and Pink Newsprint

S. S. Maplitho, Writing & Printing and Ledger Paper.

* * *

Registered Office :

1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, ACROPOLIS, Unit No. -1
15th Floor, Kolkata - 700 107, (West Bengal)
Phone : 6627-1300/1301, Fax : (033) 6627-1338
E-mail : emamipaper@emamipaper.com
Website : www.emamipaper.in

FOR BUSINESS ENQUIRY - CONTACT :
Mr. Soumyajit Mukherjee, Vice President (Marketing and Sales),
Mob. +91 9051575554, E-mail : soumyajit@emamipaper.com

Unit Gulmohar
R. N. Tagore Road
Alambazar, Dakshineswar
Kolkata - 700 035 (West Bengal)
Phone : 2564-5412/5245/ 65409610-11
Fax : (033) 2564-6926
E-mail : gulmohar@emamipaper.com

Unit Balasore
Vill. - Balgopalpur
P. O. Rasulpur,
Dist. - Balasore (Odisha) - 756 020
Phone : (06782) 275-723/779
Fax : (06782) 275-778
E-mail : balasore@emamipaper.com

With Best Compliments from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road
Kolkata - 700 027, India
www.paharpur.com
CIN : U02005WB1949PLC018363
Ph. +91-33-4013 3000
Dir. +91-33-4013 3403
Fax : +91-33-4013 3499
vswarup@paharpur.com

SANGAM TRADERS

Specialist in :
Cotton Printed Sarees & Fabrics Materials

201-B, Mahatma Gandhi Road
(Sadasukh Katra, 1st Floor)
Kolkata - 700 007

Shop : 22696744, Mobile : 9831681885
Resi : 22182762

SURYA
Energising Lifestyles
Innovative
DESIGN
World-Class Quality
PRODUCTS
Just One Name
SURYA
lighting
fans
appliances
pipes
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96
Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

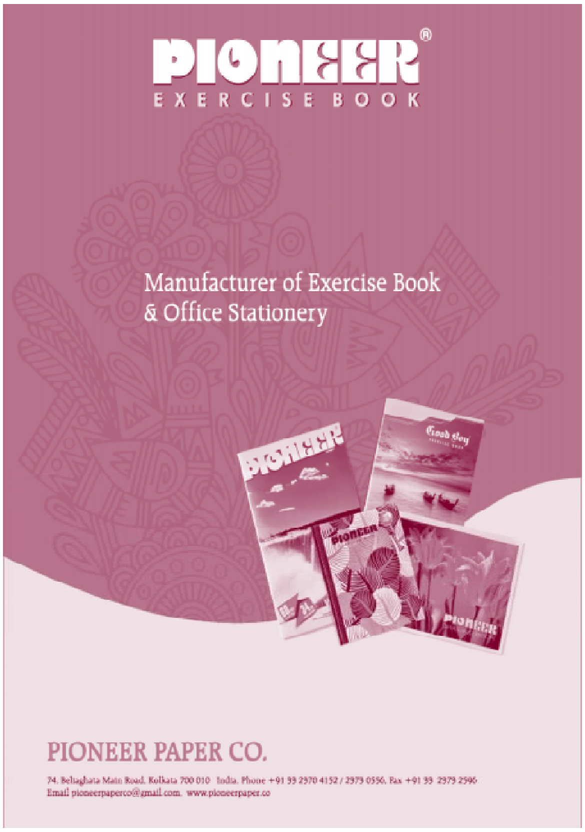

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

CHOOSE THE **BEST**

DURO®

LIFETIME GUARANTEE FROM INSECT INFESTATION

TRIPLE HEAT TREATED

DOUBLE CALIBRATED TECHNOLOGY

MADE FROM MATURE AND SUSTAINABLE RAW MATERIAL

LOW EMISSION CONFORMING TO E1 GRADE

The Forest Friendly Company

Duroply Industries Limited

BLOCK BOARD · PLYWOOD · VENEERS · DOORS

113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata 700016 | P: (033) 2265 2274 | Toll Free: 1800 345 3876(DURO)

Email: corp@duroply.com | Website: www.duroply.in | Find us on duroplyindia